

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION**

BENGALI

code:19

পূর্ণ

উত্তর	প্রশ্ন
1.1	1.1.1. ফাঁদে ঝাঁপে Bkñi joi dē aṣṣi Iṣṣi ḥḥḥ 1.1.2. j dē i jlaḥ Bkñi joi dē aṣṣi Iṣṣi ḥḥḥ 1.1.2.1. pṣṣṣ fḥḥ 1.2.3. ehḥ i jlaḥ Bkñi joi J Iṣṣi ḥḥḥ
1.2	1.2.1. বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস
1.3	1.3.1. fḥḥ hṣṣṣ dē aṣṣi J Iṣṣi ḥḥḥ 1.3.2. j dē hṣṣṣ dē aṣṣi J Iṣṣi ḥḥḥ 1.3.3. BdēL hṣṣṣ ḥḥḥ
1.4	1.4.1. hṣṣṣ i joi B' ḥḥ Efi joi
1.5	1.5.1. স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ 1.5.2. অক্ষর গঠনের প্রকৃতি 1.5.3. dē fḥḥḥ
1.6	1.6.1. pḥḥ 1.6.2. pṣṣ 1.6.3. fḥḥ- fḥḥ 1.6.4. Lṣṣ ḥḥ ḥḥ 1.6.5. ḥḥḥ 1.6.6. hḥḥ 1.6.7. fḥḥḥ
1.7	1.7.1. hṣṣṣ nē i jai 1.7.2. শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা

## Sub unit - 1

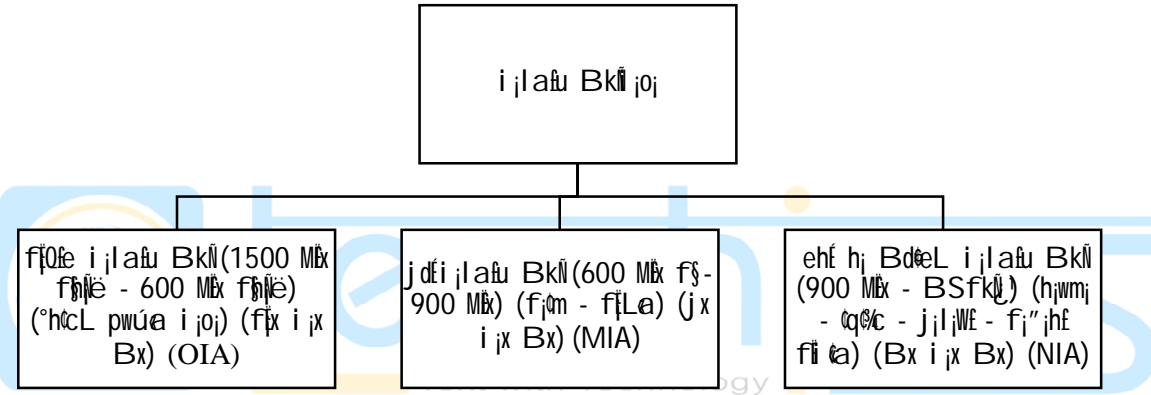
### 1.1.1

### ফির্দে ইন্ডো অর্যনিক ভাষার শ্রেণীবিভাগ

#### (1) ইন্ডো অর্যনিক : পূর্ব

পন্ডিতদের অনুমান, খ্রীষ্টজন্মের ১৫০০ বছর আগেই আর্যভাষা-ভাষী এক বা একাধিক গোষ্ঠী ভারতে আসে। ভারতে এসে এরা যে-ই ভাষা ব্যবহার করেছিল, তাকেই বলা হয় ‘ভারতীয় আর্যভাষা’।

#### (২) ভারতীয় আর্যভাষার শ্রেণীবিভাগ :



আর্যরা ভারতে আসে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে। তারা এদেশে এসে যে-ভাষা ব্যবহার করে, তার নাম ‘ভারতীয় আর্যভাষা’। তাদের আগমনকাল থেকে আজ পর্যন্ত, প্রায় ৩৫০০ বছর ধরে ভারতে সেই ‘ভারতীয় আর্যভাষা’ নানা রূপের মধ্য দিয়ে আজও বর্তমান আছে। এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসকে লক্ষণীয় পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিনটি প্রধান যুগে বা স্তরে ভাগ করা হয় :

- 1) ফির্দে ইন্ডো অর্যনিক (Old Indo-Aryan = সংক্ষেপে OIA)
- 2) মধ্য ইন্ডো অর্যনিক (Middle Indo-Aryan = MIA)
- 3) নব্য ইন্ডো অর্যনিক (New Indo-Aryan = NIA)

**pw' i :**

- **Die i;laŋ Bkĩ;õl ÒlLm**

- প্রাচীন ভারতীয় আর্থভাষার নিদর্শন = ঋক্বেদ

- file i lafu Bkijol i joajol hno h j pidiZ mrZ

■ HL ■ dear ŠL °honor

পেয়েছিল)।

(বেদের পরবর্তীযুগে এগুলি ছিল না বা লোপ পেয়েছিল)

ø, h, çj ñ " fi taz

$$\text{যেমন - } f_i^j - i_j - B - L_j \hat{N} > j - i_j - B L_j > e - i_j - B L_j (L_j S)z$$

**5.** প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় এক বিশেষ শ্রেণীর স্বরাঘাত (Pitch accent) বর্তমান ছিল। কেউ কেউ বলেন, এই স্বরাঘাত দেবার প্রবণতাটি ছিল তিন রকম - ‘উচ্চ’ বা ‘উদাও’, ‘নিম্ন’ বা অনুদাও এবং ‘মধ্যম’ বা ‘স্বরিত’। একটি শব্দের অন্তর্গত যে-কোনো অক্ষরেই জোর দিয়ে উচ্চারণ করা যেতো। অর্থাৎ শব্দের প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধ্বনিতে বক্তার ইচ্ছানুসারে এই জোর বা স্বরাঘাত পড়তো। তাতে একটা অসুবিধাও ঘটতো। শব্দের প্রথম ধ্বনিতে জোর দিলে শব্দের যে মানে হতো, দ্বিতীয় ধ্বনিতে জোর দিলে সে-মানে আর থাকতো না, - মানে পালেট যেতো। ভাষাতাত্ত্বিক তার উদাহরণ দিয়েছেন - “I<sub>i</sub>Sfæ' nēWz এতে ‘রা’ এ জোর বা স্বরাঘাত দিলে (রাজপুত্র =) মানে হয় - I<sub>i</sub>Sj kɪl fæ (= I<sub>i</sub>Sil hihjɪz ৱLɜʔH'- তে জোর দিলে (রাজপুত্র =) মানে হয় - রাজার পুত্র (রাজার ছেলে)। (দ্রঃ Macdonell-A Vedic Grammar for Students, (1971), P.455)। তেমনি - jja«(= fɛljɪfLɪθ, jja«(= jɪ)z

6. অনুরূপে স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তনে শব্দের স্বরধ্বনিগুলিরও গুণগত পরিবর্তন ঘটে। এই গুণ বৃদ্ধি সম্প্রসারণ তখনকার ভাষায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। যেমন :-

"k<sub>i</sub>S<sub>0</sub> dja<sub>1</sub> ɬaeW I<sub>1</sub> - k' , k<sub>i</sub>N, Cɔz

"üf<sub>0</sub> dja<sub>1</sub> ɬaeW I<sub>1</sub> - üf<sub>1</sub> üp, pɬz

- এগুলিতে স্বরধ্বনিগুলির গুণ, বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ ঘটেছে।

7. প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বর্ণমালায় প্রতিটি বর্ণে একটি করে আনুসঙ্গিক ধ্বনি আছে। যেমন - 'ক' বর্ণে ও, 'চ' বর্ণে ঞ, 'ট' বর্ণে ণ এবং 'ত' বর্ণে ন এবং 'প' বর্ণে ম। এবং প্রতিটি ধ্বনিরই বিশিষ্ট উচ্চারণ পার্থক্যও ছিল।

### ■ cɬ ■ I<sub>1</sub>ɬa<sub>1</sub>ɬi<sub>1</sub> 'h<sub>0</sub>ɬ

1z f<sub>0</sub>ɬe i<sub>1</sub>la<sub>1</sub> Bk<sub>1</sub>i<sub>0</sub>ju ɬe<sub>1</sub>ɬi<sub>1</sub> L<sub>1</sub>m Rm 5W :

mV - ha<sub>1</sub>ɬje

mV - i<sub>1</sub>h<sub>0</sub>ɬv

mP, mP, mV - Aa<sub>1</sub>ɬa

2z f<sub>0</sub>ɬe i<sub>1</sub>la<sub>1</sub> Bk<sub>1</sub>i<sub>0</sub>ju ɬe<sub>1</sub>ɬi<sub>1</sub> i<sub>1</sub>h (Mood) Rm f<sub>1</sub>ɬW :

লেট - A<sub>1</sub>ɬi<sub>1</sub> f<sub>1</sub>ɬu

লোট - Ae<sub>1</sub>ɬi<sub>1</sub>

h<sub>0</sub>ɬm% - নির্বন্ধ, নির্দেশক ও সম্ভাবক।

3z f<sub>0</sub>ɬe i<sub>1</sub>la<sub>1</sub> আর্যে h<sub>0</sub>ɬe Rm 3W :

HLh<sub>0</sub>ɬe ɬah<sub>0</sub>ɬe hyh<sub>0</sub>ɬe

৪। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে f<sub>1</sub>ɬ<sub>0</sub> Rm 3W :

E<sub>1</sub>ɬj f<sub>1</sub>ɬ<sub>0</sub> j<sub>1</sub>d<sub>1</sub>ɬj f<sub>1</sub>ɬ<sub>0</sub> fbj f<sub>1</sub>ɬ<sub>0</sub>

৫। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে m% Rm 3W :

f<sub>1</sub>ɬm% ü<sub>1</sub>ɬm% L<sub>1</sub>h<sub>0</sub>ɬm% Text with Technology

- তখন লিঙ্গ নির্ভর করতো ব্যাকরণ নির্দিষ্ট পথে। যেমন - "ec<sub>1</sub>" h<sub>1</sub> "ma<sub>1</sub>" HMeL<sub>1</sub>i<sub>1</sub> i<sub>1</sub>heju L<sub>1</sub>h<sub>0</sub>ɬm%z ɬL<sub>1</sub>ɬf<sub>0</sub>ɬe-i<sub>1</sub>la<sub>1</sub>- আর্যে সেগুলি ছিল জ্বিলিঙ্গ। ব্যাকরণে তাই কোন শব্দ কী লিঙ্গ হবে, তা নির্দিষ্ট হয়েছে। সেজন্য ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেছেন, প্রাচীন i<sub>1</sub>la<sub>1</sub>-আর্যে লিঙ্গ ছিল নির্দিষ্ট ব্যাকরণ সম্মত।

৬। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে L<sub>1</sub>j<sub>1</sub>L Rm 8W :

La<sub>1</sub> Lj<sub>1</sub> L<sub>1</sub>e pɬf<sub>1</sub>ɬje

Af<sub>1</sub>ɬje AdLIZ p<sub>0</sub>ɬɬc সম্বোধনপদ।

7। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে ɬe<sub>1</sub>ɬi<sub>1</sub> h<sub>1</sub>ɬi<sub>1</sub> I<sub>1</sub>ɬ Rm 2W :

আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ।

8z HC i<sub>1</sub>joju h<sub>1</sub>ɬe Rm - 2W : La<sub>1</sub>h<sub>1</sub>ɬe J Lj<sub>1</sub>h<sub>1</sub>ɬe

9z HC i<sub>1</sub>joju f<sub>1</sub>ɬa<sub>1</sub> Rm - 2W : Lv-f<sub>1</sub>ɬa<sub>1</sub> J ad<sub>1</sub>v f<sub>1</sub>ɬa<sub>1</sub>uz

প্রত্যয়যোগে তৈরী হয়েছিল প্রচুর নতুন শব্দ। ধাতুর সঙ্গে 'অক' 'আলু' 'শত্' 'ইষু' 'ষিৎক' প্রভৃতি যোগে কৃৎপ্রত্যয় হতো - যেমন : চল্ + ইষু = চলিষু, উৎ-কৃষ্ + যঞ = উৎকর্ষ। তেমনি শব্দের সঙ্গে ষি, ষিৎক, বতুপ, মতুপ প্রভৃতি যোগে হতো ad<sub>1</sub>v f<sub>1</sub>ɬa<sub>1</sub> - cn<sub>1</sub>lb + ɬ = cn<sub>1</sub>lɬ, fl<sub>1</sub> j + ha<sub>1</sub>f = fl<sub>1</sub> jh<sub>1</sub>ez

১০। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে Efp<sub>1</sub>N<sub>1</sub>Rm - এগুলি শব্দ বা ধাতুর আদিত বসতো - তবে বৈদিকযুগে এদের স্বাধীন ব্যবহারও ছিল। পরবর্তী ক্লাসিক সংস্কৃতে উপসর্গ দাঁড়ালো ২০টিতে - fl<sub>1</sub> fl<sub>1</sub>i, Af, pj fl<sub>1</sub> ɬaz f<sub>1</sub>ɬ-Se = f<sub>1</sub>ɬSez f<sub>1</sub>h<sub>1</sub>q = f<sub>1</sub>h<sub>1</sub>qz

১১। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে প্রচুর **ApjifLj** ক্রিয়া বর্তমান ছিল। অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হতো - ধাতুর সঙ্গে ত্বা, ত্বায়, ত্বাচ, mlf fহ্রতি যোগে - vchll + afe = chiz fWaf nbf

১২। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় বাক্যগঠনে **পদবিন্যাসের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না**। তবে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া প্রভৃতির বিভক্তি চিহ্ন গুলি সুনির্দিষ্ট ছিল বলে কোনো বাক্যের মধ্যে সেগুলি যেখানেই বসুক না কেন, তাদের চিনে নিতে বেগ পেতে হতো না। তাই বাক্যের অর্থ ভেঙে পড়তো না। যেমন : ‘রসাত্মকং বাক্যং কাব্যম্’ আবার ‘কাব্যং রসাত্মকং ব্যাক্যম্’ পদবিন্যাসও ঠিক। তেমনি - "h;LfW lpa;Lw Ljh;jUj WZ

13z fQfe i j;laW BkMবৈদিকে একাধিক পদে সমাস হতো না। পাশাপাশি অবস্থিত দুই পদে সমাস হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে সংস্কৃতে সমাসের ঘনঘটা দেখা গেল।

14z fQfe i j;laW BkM jol R;c Qm Arlj nL - অর্থাৎ অক্ষর গুণে গুণে এবং অক্ষরের লঘু গুরু মেনে মাত্রা নির্ণীত হতো। এতে সুর বা তানের প্রাধান্য ছিল। শেষদিকে ছন্দ হয়েছিল মাত্রামলক।।



teachinns  
Text with Technology

## jdf i jlaB Bkñi joi dEa;SŁ I Fa;SŁ 'hñøf

### 1.1.2

### 3. jdfi jlaB Bkñi joi (fŁŁ) : pjdjZ 'hñøf

#### ■ pw' j J ŪŁaLjm

i jlaB Bkñi যার দ্বিতীয় বা মধ্যবর্তী স্তরের নাম ‘মধ্যি রতীয় আর্থভাষা’। পণ্ডিতদের মতে এর স্থিতিকাল - ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ।

jdfi jlaB Bkñi joi i joiNa ej ‘প্রাকৃতভাষা’। প্রাকৃত বৈয়াকরণ হেমচন্দ্র বলেন - ‘প্রাকৃত’ এসেছে ‘প্রকৃতি’ থেকে। প্রকৃতি মানে মূলবস্তু অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা। ভারতীয় আর্থভাষার মূলবস্তু হলো - fŁŁe i jlaB Bkñi joi hj 'hñCL সংস্কৃত। আর তার থেকেই জন্মেছে মধ্যভারতীয় আর্থভাষা। তাই ‘প্রকৃতি’ থেকে জন্মেছে বলেই দ্বিতীয় স্তরের ভাষার নাম “fŁŁa'z

#### ■ kñhi jN, ŪŁaLjm, ðcnñ J i joi-ej

মধ্যভারতীয় আর্থভাষার মধ্যে তিনটি সুস্পষ্ট উপস্তর লক্ষ্য করেছেন পণ্ডিতেরা।

সেগুলি হলো :

(L) fbj EfÜI ■ ŪŁaLjm = MŁ fŁ 6ü - MŁ 1j

■ ðcnñ = ej ej Aemipe

■ i joi-ej = (EJ1-fŁQj-cŁrZ-j dE-fŁŁe) fŁŁaz

(M) ðaB EfÜI ■ ŪŁaLjm = MŁ 1j - 6ø

■ নির্দর্শন = সংস্কৃত নাটকের নারী ও ভূতের সংলাপ

= °Se pŁqaf

= নানা প্রাকৃতে অপভ্রংশ অপভ্রষ্টে লেখা-ŁRŁ j qjLjhE - ejVfLjhE - NŁaLjhE - RŁcnjÜ - hŁLIZ fŁ Łaz

■ i joi-নাম = মাগধীপ্রাকৃত, শৌরসেনী প্রাকৃত, মাহারষ্ট্রী প্রাকৃত, পৈশাচী প্রাকৃত, অর্ধমাগধী প্রাকৃত।

(N) aB EfÜI ■ ŪŁaLjm = MŁ 6ü - 9j

■ নির্দর্শন = অপভ্রংশে লেখা-মহাকাব্য, কথানক, গীতিকাব্য, সংস্কৃত নাটকের কিছু কিছু সংলাপ।

■ i joi-নাম = মাগধী অপভ্রংশ, শৌরসেনী অপভ্রংশ, মাহারষ্ট্রী অপভ্রংশ, পৈশাচী অপভ্রংশ অর্ধমাগধী Afwnz

#### ■ jdfi jlaB Bkñi joi pjdjZ mrZ hj 'hñøf

মধ্যভারতীয় আর্থভাষা আসলে আঞ্চলিক উপভাষার মতো। স্থানে স্থানে তার স্থানীয় নাম। অশোকের অনুশাসনগুলিতে ‘উওর-fŁQj j’, ‘cŁrZ-fŁQj j’, ‘fŁŁe-j dE j’ J ‘fŁŁe j’ - এই চার রকমের ‘আঞ্চলিক প্রাকৃতে’র সন্ধান মেলে। ‘সুতনুকা’ পত্রলেখ তার একটি উদাহরণ। তেমনি প্রচলিত প্রাকৃতগুলির নাম ‘মাগধী’, ‘শৌরসেনী’, ‘মাহারষ্ট্রী’, ‘পৈশাচী’ ও ‘অর্ধমাগধী’। আবার এই পাঁচ নামেই অপভ্রংশ প্রচলিত। পণ্ডিতেরা এগুলির পৃথক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছেন। আবার এগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যও বলেছেন। তাঁদের সেই নির্দেশ মেনেই আমরা মধ্যভারতীয় আর্থভাষার সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করছি :

### ■ HL z dēajšā 'hnoē ■

১. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্বরধ্বনির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।
২. ৭, cōñi 9, Gকার সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে।
৩. G-কার নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে - কখনো 'ঋ' হয়েছে 'অ', 'ই', 'উ', 'এ'- কখনো ঋ হয়েছে 'র', 'রি', 'রু', যেমন :

G > A - jN jNz aZ > aZ  
 G > C - jN > gNz qeu > qAA  
 G > E - jN > jNz Sʔ > ESʔ  
 G > H - hʔ' > বেন্ট  
 G > I - hr > I'r  
 G > ɔ - Gɔ > ɔp

৪. j dēi jlaŋ Bkñ jōu I-LjI "H" - কারে এবং ʔ-LjI "J" - কারে পরিণত হয়েছে।  
 যেমন :

I > H - 'hcf > বেজ্জ, তৈল > তেল, তেল, মৌজিক > মোত্তিঅ।  
 K > J - কৌমুদী, কৌমুই, ঔষধ > ওষধ, গৌরী > গৌরী।

৫. যুক্ত ব্যঞ্জননের পূর্ববর্তী আ, ঈ, উ - dēl qūaiz

B > A - Ljhē > Lîz Ljz > Lz  
 D > C - Lhāl > Lēšz afr > alLz  
 F > E - jhāl > jʔšz jhē > jōz

৬. যুক্তব্যঞ্জননের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে । যেমন :

A > B - Anl > Bp, ɔfnl > gipz  
 C > D - noē > pfp, ɔnñj > hñpiz  
 E > F - cmñ > cʔq, cʔpq > cʔqz

৭. পদান্তস্থিত অনুস্বারের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়েছে। যেমন :

fwō > fwpz Ljzlw > Lzlw

৮. পদমধ্যস্থ অনুস্বার লোপ পেলে হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে যেমন :

ɔhwna > hñpiz ɔewna > aʔpiz

৯. 'অয়' এবং 'অব' যথাক্রমে 'এ' এবং ও-কারে পরিণতি লাভ করেছে । যেমন :

Au > H - Lbuaʔ > কথিতু, পূজুɔa > পূজেতি, পূজেই।  
 Ah > J - mhZ > লোণ। ভবতি > ভোদি।

১০. তবে, পদের শেষে যুক্তব্যঞ্জন না - থাকলে অনুস্বার রক্ষিত হয়েছে। যেমন :

elj (elw) > elwz

১১. পদান্তস্থিত বিসর্গ কখনো 'এ' বা 'ও' হয়েছে। কখনো লোপ পেয়েছে। যেমন :

x > H - Sex > জনে  
 x > J - Sex > জনো  
 x > লোপ - Sex > Se, jʔex > jʔe

১২. পদান্তস্থিত 'ম' বা 'ন' থেকে জাত অনুস্বার ছাড়া অন্যান্য সকল ব্যঞ্জন লোপ পেয়েছে। যেমন :

elje > eliz fɛv > fʔiz



13. jdfi jlaŋ Bkŋ jŋu "n", "o", "p" - এই তিনটি শিঙ্গনির নিম্নোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে -

(ক) মাগধী প্রাকৃতে 'শ' আছে, অন্য দুটি নেই। যেমন :

pæŋ > শুতনুকা (শুতনুক নম দেবদশিক্য)।

(খ) অন্যান্য প্রাকৃত গুলিতে 'স' আছে। অন্য দুটি নেই। যেমন :

ajcn > chjcpz ʔauʔ > তিসঠতো।

১৪. মধ্যভারতীয় আর্যে দন্ত্যবর্ণ (ত, থ, দ, ধ, ন) স্বতঃস্ফূর্তভাবে মূর্ধ্য বর্ণে (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) পরিণত হয়েছে। কখনো বা cʔhZŋ

গুলি ঋ, র, শ, ষ যোগে 'ণ' বর্ণে পরিণত হয়েছে। যেমন :

ʔLæ > ʔLVZ ajcn > chjXpz

১৫. পদের আদিস্থিত যুক্তব্যঞ্জন কখনো একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে, কখনো বিক্লিষ্ট হয়েছে। যেমন :

hʔŋZ > hðez æŋ > ʔæz

১৬. পদের মধ্যস্থিত বা অন্ত্যস্থিত যুক্তব্যঞ্জন যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে। যেমন :

j dʔŋk = LmʔjZj > LŋjZwz

Aʔŋk = i ʔʔ > i ʔʔ

১৭. কখনো কখনো (দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপস্তরে) পদমধ্যস্থিত একক ব্যঞ্জন -

(ক) অল্পপ্রাণ হলে লোপ পেয়েছে। যেমন :

শোক > শোঅ

(খ) মহাপ্রাণ হলে 'হ'-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন :

শেফালিকা > সেহালিআ।

১৮. অনেকসময় অঘোষধ্বনি সঘোষ হয়েছে। যেমন :

cʔf > cʔh, nLV > pNX, Gaʔ > Ecʔ Lmʔf > Lmʔhz

cʔ zz lʔaʔŋ ʔhŋʔ

১৯. মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় দ্বিবচন লুপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ এক বোঝাতে একবচন এবং একের অধিক বোঝাতে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

HLhŋe > hʔhŋe

পুজো > fʔz ZD > ZC, ZDE, ZDJz

2z লিঙ্গ বিধি : মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় শব্দান্তস্থিত ব্যঞ্জনলোপের জন্যে প্রথমা ও দ্বিতীয় বিভক্তির বহুবচনে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে ভেদ নাই। যেমন :-

gmʔe > gmʔ eljell > elj

৩। ধাতুরূপে আত্মনেপদের লোপ। সর্বত্রই পরস্মৈপদের ব্যবহার।

৪। শব্দরূপে চতুর্থী বিভক্তির লোপ, শব্দরূপে ও ধাতুরূপের সাদৃশ্যনীতির প্রয়োগ, শব্দরূপে ও ধাতুরূপের সরলতা - এযুগের ভাষার প্রধান উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য।

৫। মধ্যভারতীয় আর্যে দশটি গণের মধ্যে একমাত্র ভাদি গণই বর্তমান আছে (অন্য নটি গণ লোপ পেয়েছে)।

৬। এযুগের ভাষায় ক্রিয়ার কালের রূপ গুলি হলো নিম্নরূপ :

haʔje Ljm - নির্দেশক (লট), অনুজ্ঞা (লোট), সম্ভাবক (ʔhʔdʔmʔjz)

Aaʔa Ljm - mV-এর লোপ; লঙ ও লুঙের একাত্মীকরণ।

i ʔhʔv Ljm - mV - ছাড়া অন্যগুলির যোগ।



- ৭। ঐযুগের ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়ার বৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে।  
আবার নিষ্ঠান্ত (ক্ৰু প্রত্যন্ত) পদ অতীতকালের অর্থে সমাপিকা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।
- ৮। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় বিভক্তির লোপ পেয়েছে বলে পদস্থাপন বা বাক্যগঠন রীতিতে কঠোরতা বা সংযম এসেছে।
- ৯। ঐযুগের ভাষায় অধিকাংশ বিভক্তি লোপ পেয়েছে। সেজন্যে বিভিন্ন শব্দকে অনুসর্গরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।



teachinns  
Text with Technology

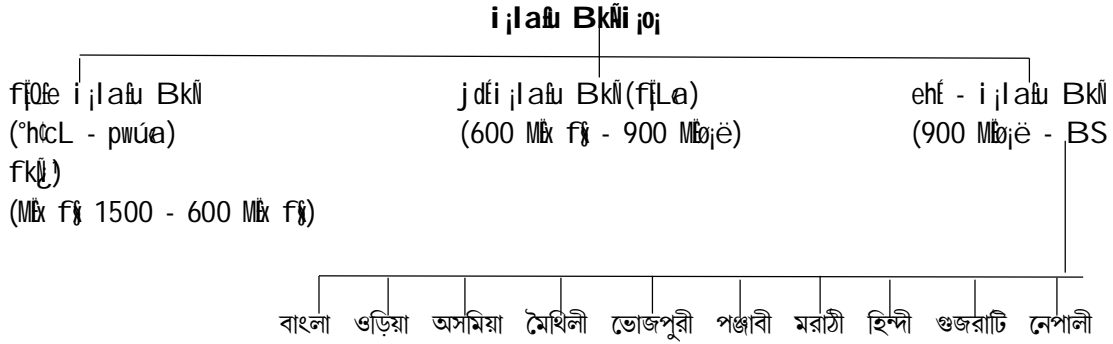
## ehē i jlaḥ Bkḥi joi ḥḥḥḥ

### 1.1.3

### 3. ehē-i jlaḥ Bkḥi joi : pidiZ ḥḥḥḥ

(New Indo-Aryan and its Linguistic Features)

e.i.j.B. (NIA)



#### ■ pw' i

খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা থেকে জাত, যে সব আঞ্চলিক ভাষা সম্প্রদায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্ভূত হয়েছিল এবং আজও নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে চলেছে, তাদের নব্যভারতীয় আর্যভাষা বলে। যেমন : বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী, পঞ্জাবী, মারাঠী, হিন্দী, গুজরাট, নেপালী, বাঘেলী প্রভৃতি।

#### pw' i-ḥḥḥḥ

pw' i ehē i jlaḥ Bkḥi joi

(L) Seḥ / Evp - মধ্যভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃত বা লৌকিক ভাষা অপভ্রংশ বা অবহট্ট থেকে।

(M) Seḥ / Eāh Ljm - (আনুমানিক) খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী।

(গ) নিদর্শন ও ভৌগোলিক বণীকরণ - আজকে অখন্ড ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত আছে, সেগুলিই হলো নব্যভারতীয় আর্যভাষার আঞ্চলিক বা স্থানীয় নাম।

fḥḥma A' m-নাম অনুসারে পণ্ডিতেরা এগুলির নাম দিয়েছেন :

(ক) প্রাচ্যখন্ডে প্রচলিত - বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী।

(M) fḥḥḥ-মধ্যখন্ডে প্রচলিত - বাঘেলী, ছত্রিশগড়ী।

(গ) উত্তর (হিমালয়) অংশে প্রচলিত - নেপালী, গাড়োয়ালী, গোখালী।

(O) EJI-পশ্চিম অংশে প্রচলিত - ḥpāf, fḥ'ḥḥ

(ঙ) মধ্যদেশে প্রচলিত - ḥḥḥḥ, IjSḥḥḥ, ...Sḥḥḥ

(চ) দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত - মারাঠী, কোঙ্কনী।

- এই যে প্রচলিত অঞ্চল বা স্থান অনুসারে ভাষাসম্প্রদায়গুলির ভৌগোলিক জরিপ, তাকেই বলে 'ভৌগোলিক ḥNḥḥḥḥ'

## ■ ehfi jlaB Bkl joi pjdjZ °hnoē ■

"ehfi jlaB Bkl joi" - একটি নয়, অনেকগুলি, তাম্র ভাষার এক এক অঞ্চলে সেগুলির এক এক নাম। যেমন - বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী, ভোজপুরী, গুজরাটী, নেপালী প্রভৃতি। এগুলির উৎস সাধারণ বিচারে অবশ্যই মধ্যভারতীয় আর্যভাষা - প্রাকৃত ও অপভ্রংশ। আর জন্ম উৎস এক বলেই, এগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগত অনেক সাধারণ মিল হি লক্ষণ বর্তমান। অঞ্চল বিশেষে দীর্ঘদিন প্রচলিত বলেই, এদের নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। আমরা সেই নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যটুকু বাদ দিয়ে এদের ভাষাতত্ত্বগত সাধারণ লক্ষণগুলিই এখানে আলোচনা করছি :

### HL zz dēajēL °hnoē

১. পদান্তস্থিত স্বরধ্বনি নব্যভারতীয় আর্যভাষায় লোপ পেয়েছে অথবা বিকৃত হয়েছে। যেমন :

pw q̄q̄l > e. i. j. B. (h)wmj) q̄q̄l̄ l̄j > l̄j̄l̄

pw Sm > জন। গৌরব > গৌরব। প্রদীপ > fēff̄l̄

২. পদমধ্যস্থ দ্বিস্বরধ্বনির (ইঅ, ঈআ, উঅ, উআ) শেষটি 'অ' অথবা 'আ' হলে - তা লুপ্ত হয়েছে। যেমন :

j̄ēL̄j > j̄ē-B > j̄j̄wz

৩. কখনো কখনো পদমধ্যস্থিত 'ইঅ' বা 'উঅ' যথাক্রমে 'ঈ' বা 'উ' হয়েছে। যেমন :

0ā > 0A > 0ē

৪. পদমধ্যস্থ যুক্তব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জে পরিণত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে তার পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর ক্ষতিপূরণ বাবদ দীর্ঘস্বর হয়েছে। যেমন :

L̄j̄k̄l̄ > L̄< > L̄j̄S̄z d̄j̄l̄ > d̄C̄j̄ > d̄j̄z eāf̄ > ēl̄Q > ēl̄Qz

q̄l̄Ū > q̄> > q̄iaz ā^ > V̄j̄ > V̄j̄L̄j̄ f̄, > f̄, > f̄j̄L̄z

৫. যুক্তব্যঞ্জনের প্রথমটি নাসিক্য ধ্বনি হলে (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম), সেটি ক্ষীণ হয়ে লোপ পায় এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করে তোলে। যেমন :

pāf̄j̄ > pŪf̄j̄ > pyTz A' m > AwQm > BQmz

p̄j̄l̄ > pwāj̄l̄ > p̄jāj̄l̄z ēōf̄ > ēw̄h̄ > নেবু।

L̄w̄l̄ > L̄w̄VA > L̄j̄V (L̄j̄V)z Qāim > QwXim > Q̄jsimz

৬. দুই স্তরের মধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জন থাকলে, তার সংশ্লিষ্ট স্বরটির নানা পরিণতি ঘটে :

(ক) কখনো উদ্ধৃত স্বরটি লোপ পায় -

0ā (0ū + G + aū + A (EÜJūl̄) > 0A > 0ē

(খ) কখনো পার্শ্ববর্তী স্বরের সঙ্গে উদ্ধৃত স্বরটির সন্ধি হয় -

Na + Cō > গেল | গত > NA, NAz NA + Cm (< Cō)]

(গ) কখনো উদ্ধৃত স্বরটি পার্শ্ববর্তী স্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্বিস্বর হয় -

A + E = K - hd̄s̄ > hE > বৌ (ব্ + অ + ধ + উ > hū + A + E) - j̄d̄ > j̄E > মৌ।

৭. নব্যভারতীয় আর্যে বহু বিদেশী ভাষার শব্দ ঢুকেছে। সেই সব বিদেশী শব্দের প্রভাবে নতুন ধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন :

L - কলেজ

S - SSII

M N

g

## c8 zz l'fajSL 'hth8

**1z 0n%0:** নব্যভারতীয় আর্যে প্রাচীনভারতীয় আর্যের লিঙ্গবিধি যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয় নি। (১) মারাতী ও গুজরাটি ভিন্ন অন্য সব ভাষার ক্লীবলিঙ্গ লোপ পেয়েছে। (২) সিংহলীতে 'সপ্রাণ' ও 'অপ্রাণ' নামের নতুন দুটি লিঙ্গ সৃষ্ট হয়েছে। (৩) অনেকগুলি নব্যভারতীয় আর্যে শব্দের অর্থ অনুসারে লিঙ্গ নির্ণীত হয়েছে। (এবং সংস্কৃতের নিয়ম মানা হয় নি) যেমন :- সংস্কৃতে 'লতা' বা 'নদী' স্ত্রী লিঙ্গ; নব্যভারতীয় আর্যের বাংলায় 'লতা' বা 'নদী' ক্লীবলিঙ্গ। (৪) বাংলায় সর্বনামে লিঙ্গ ভেদ উঠে গেছে। যেমন :- e|f h| f#|o - উভয়েই বলে - "Bj ' h|LIZ f|sz e|f h| f#|o - উভয়দলকে দেখিয়েই বলি - 'তোরা যা'।

**2z h0e :** নব্যভারতীয় আর্যে বচন দু রকম - একবচন, বহুবচন। কিন্তু সংস্কৃতের মতো এখানে দু রকম বচনের রূপভেদ নেই। এখন বহুবচন হলো - (ক) বহুবচন পৃথক শব্দ (সব, সকল, দল, সমস্ত, গুলি) দিয়ে গঠিত Abhiz  
(খ) ষষ্ঠী বিভক্তির ক্ষয়িত রূপ (রা, এরা, এদের) দিয়ে গঠিত। যেমন -

HLh0e > hýh0e

লোক, লোকগুলি, সমস্ত লোক, লোকেরা, লোকদের।

তবে হিন্দি, মারাতী সিদ্ধীতে একবচন ও বহুবচন পৃথকরূপে আছে -

0q%0 = msLj - লড়কে।

**3z Lj|L :** নব্যভারতীয় আর্যে কারক প্রধানত দুটি -

jMÉ Lj|L - La||

তীর্থক/গৌণ কারক - করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ ও সম্বন্ধ (কর্মকারক আগেই কর্তা কারকের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।)

**4z 0i 0z :** নব্যভারতীয় আর্যে প্রাচীন বিভক্তি গুলির অধিকাংশই লোপ পেয়েছে। (মাত্র দু একটি বিভক্তির পরিবর্তিত রূপ বর্তমান আছে)। আর লোপপাওয়ার ক্ষেত্রে বিভক্তির অর্থ প্রকাশের জন্য নতুন eab f|afuNa nē J AepNihfhq0 হয়েছে। যেমন -

h|wm|u - র, এর, আগে, কে। বাংলার লোক; ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার; তোমার আগে কহিল নিশ্চয়; জলকে Qm||

হিন্দিতে - সে (< সম), কো(কৃত) - ঘর সে (ঘর থেকে)। রামকো (রামকে)।

**5z 0e0j| Ljm J i:h :** নব্যভারতীয় আর্যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যের মতো ক্রিয়ার পঁচভাব ও পঁচকাল নেই।

এখানে (ক) বর্তমান কাল নির্মিত হয়েছে কর্তৃবাচ্যে ও কর্মভাববাচ্যে।

(খ) অতীত কালের ক্রিয়াপদ সর্বত্রই ধ্রুনিপরিবর্তন সাপেক্ষে 'জ্ঞ' প্রত্যয় থেকে উদ্ভূত।

(গ) ভবিষ্যৎ কালের পদ নিম্নলিখিত হয়েছে 'তব্য' অথবা 'শত্' প্রত্যয় যোগে। তবে পশ্চিম পঞ্জাবী ও গুজরাটিতে

i 0ho|v - কালের প্রাচীন রূপ বর্তমান আছে।

**৬। যৌগিক কাল :** নব্যভারতীয় আর্যে মধ্যস্তর থেকে একাধিক ধাতু মিশে যৌগিক কালের রূপ গঠিত হয়েছে। যেমন :

Na + vi " (vAp||) > Nu| °q (0q%0)z

Na + vAp|| (<আছে) > গিয়াছে (বাংলা)।

**7z n|adE :** নব্যভারতীয় আর্যে য-n|a Hhw h-শ্রুতির প্রচলন ঘটেছে। যেমন :

u-n|a - চম্বক = দুয়েক, বাবুআনি = বাবুয়ানি।

h-n|a - মো আ = মোয়া, (মোওয়া), শো আ > (শোওয়া)।

এর ফলে উচ্চারণ সৌকর্য বেড়েছে।

**৮। বিদেশী শব্দ গ্রহণ :** নব্যভারতীয় আর্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিদেশী শব্দ গ্রহণ। - আরবী, ফারসী, তুর্কী, পর্তুগীজ তো ছিলই, তার সঙ্গে মিশলো প্রচুর ইংরাজী শব্দ। এইভাবেই নব্যভারতীয় আর্যের শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হলো।

**9z h|L0Wle :** নব্যভারতীয় আর্যে বাক্যগঠনের বিচিত্র পদ্ধতি লক্ষ্য করা গেল। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কর্মবাচ্যের ব্যবহার বেশী রইলো না। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে পদ অনুসারে পৃথক পৃথক বিভক্তি চিহ্ন বসতো। নব্যভারতীয় আর্যে বিভক্তি বিধি অনেক শিথিল হলো। অনেক সময় বিভক্তি বসলো না। ফলে কোনো বাক্যের কর্তা কর্ম নির্ণয়ে এখন জটিলতা সৃষ্টি হলো। শুধু বিভক্তি দিয়ে কর্তা কর্ম চেনা গেলো না।

**10z R3&-hQœf :** নব্যভারতীয় আর্ষে ছন্দবৈচিত্র্য লক্ষণীয় হয়ে উঠলো। অন্যান্যপ্রাস এলো। পর্বে পর্বে, পদে পদে মিল এলো।  
ছন্দে মাত্রাবৃত্ত রীতি জাঁকিয়ে বসলো। ‘গদ্য-ছন্দ’ এলো। তা এসে অন্যান্যপ্রাসযুক্ত ছন্দকে স্তব্ধ করে দিলো। বাংলায় স্বরবৃত্ত  
jœhS ArIhS - তিন রীতির ছন্দ। অমিত্রাক্ষর, গদ্যকবিতার ছন্দ, সনেট প্রভৃতি ছন্দোবদ্ধ দেখাগেলো।



teachinns  
Text with Technology

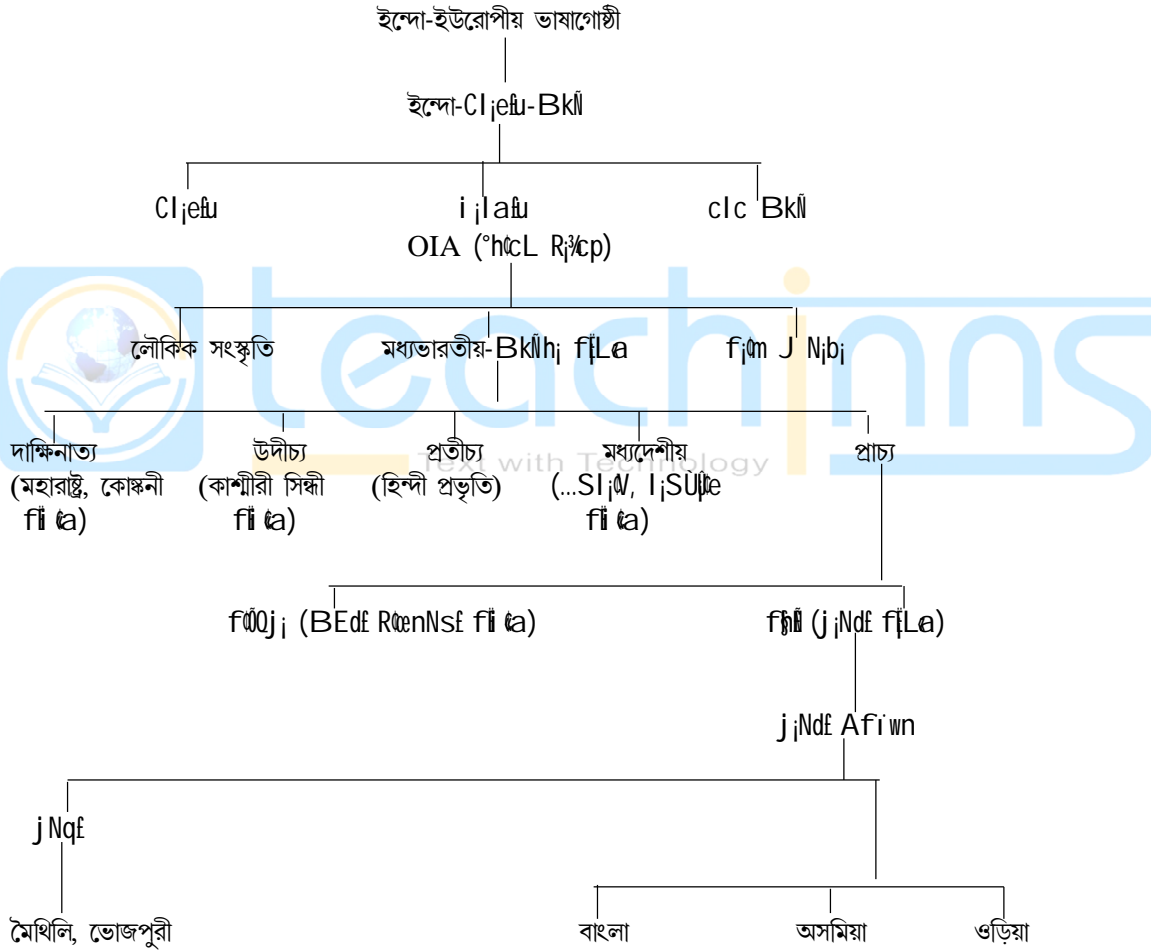
## Sub Unit - 2

## বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস

### 1.2.1

বর্তমানে বাংলা ভাষার যে বর্তমান রূপটি আমরা প্রত্যক্ষ করি তা এক সময় প্রাচ্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্বে সেই অঞ্চলে মাগধী ভাষার একচ্ছত্র প্রভাব ছিল। আধুনিক বাংলা ভাষা মাগধী ভাষারই একটি বিশিষ্ট শাখা। অনেকে সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা ভাষার জননী বলেছেন। তা কতখানি সার্থক আলোচনার দাবি রাখে।

এই মাগধী ভাষার উৎস সন্ধান করলে দেখা যায় এটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষারই HLW n̥m̥ B̥c-i j̥laʱ-আর্যভাষা বারতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ক্রমশ বিবর্তিত হয়ে আধুনিক আর্য ভাষাগুলির জন্ম দেয়। তেমনি একটি ভাষা হল আমাদের বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা হাজার বছর অতিক্রম করেছে, যদিও বংশ-কৌলিন্যে তা পৃথিবীর HL j̥q̥e i j̥o-পরিবারের উত্তরাধিকার বহন করেছে।



উপরোক্ত বাংলা ভাষার উৎস নির্ণায়ক চিত্র লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, বাংলা ভারতীয়-আর্য ভাষা রূপে বৈদিক সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই বিবর্তনের স্পষ্ট তিনটি স্তর পাই -

**1. fñk i;lañ Bkñx** এই যদি ভারতীয় আর্থের পরিসর আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত। এযুগের আর্থভাষার প্রচুর ùldñ Rmz nē J djañ উপর বৈচিত্র্য ছিল। এমনকি যুক্তাক্ষরও প্রচুর ছিল। তাছাড়া সমাসের ব্যবহার ও পদবিন্যাসে স্বাধীন রীতিই বাংলা ভাষার বিবর্তনের পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছে।

**2. jdfñ i;lañ Bkñx** মধ্যভারতীয় আর্থের পরিজসর আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৯০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত। এ যুগের ভাষা ছিল মূলত মানুষের মুখে ব্যবহৃত বিকৃতরূপে। তা প্রাকৃত নামেই পরিচিত ছিল। প্রাকৃত ভাষা অঞ্চলভেদে বিভিন্ন নামে পরিচিত Rm - প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, দাক্ষিণাত্য, মধ্যদেশীয়। এযুগের ভাষার মূল লক্ষন স্বরধ্বনির সংখ্যা হ্রাস যুক্তব্যঞ্জনের সরলতা। HRs; G, I, K Hhw fc;ç' hē"e mē qmz nñ, pl, ol - HI S;uN;u ঈয়ই স্ বা শ্ ব্যবহার হতো। তৎকালীন সংস্কৃত নাটকে অন্ত্যজ শ্রেণির সংলাপে তার নিদর্শন মেলে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে ব্যবহৃত প্রাচ্য বিভাগের দুটি শাখার মধ্যে পূর্ব-fñk qm মগধের ভাষা। তাই এর নাম মগধী।

**3. ehñ i;lañ Bkñx** নব্যভারতীয় আর্থের পরিসর আনুমানিক ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান kam fkl;ç kñldñl pj a;fñç। প্রবনতা এবং তার ফলে হ্রস্ব-স্বরের দীর্ঘতা এযুগের ভাষার অন্যতম লক্ষন। যেমন - কর্ম > কন্ম > কাম। এছাড়া পদমধ্যে সন্নিবৃত্ত স্বরধ্বনির সংহতি লক্ষ করা যায়। যেমন - কইহণ (অপভ্রংশ) > কৈহণ। ক্রিয়াপদের অসমাপিকাজাত অতীত ও ভবিষ্যৎকালের সৃষ্টি ও যৌগিককালের ব্যবহার cM; k;uz

এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মগধী অপভ্রংশ ধারার অন্যতম মুখ্য শাখা বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। তবে অধিকাংশ মনে করেন যে, সংস্কৃত থেকেই বাংলা তথা ভারতের অপর ভাষাগুলি জন্ম নিয়েছে। এই দ্রাভিড় ধারনার পিছনে রয়েছে সংস্কৃত i;jo; I nkl;J j;çj; fñ Ah;Üh EpO d;le;ç L;I n প্রথমত, সংস্কৃত ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ভারতে দ্রাবিড়, অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অনেক ভাষা (তামিল, তেলেগু, সাওতালী, খাসী, নিকোবরী প্রভৃতি) অনেকক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা থেকে ঋণ নিয়েছে, তা ছিল বাহ্যিক ঋণ। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সংস্কৃত ভাষা থেকে জন্মলাভ করেনি। ðaaua, j;I;wē, হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি সহ আধুনিক ভাষাগুলির জন্ম উৎস ইন্দো-ইউরোপীয়-ভাষা গোষ্ঠী ; সংস্কৃত ভাষা নয়।

তবে একথা স্বীকার্য সংস্কৃত ভাষাতেই অসাধারণ সাহিত্য কীর্তি রচিত হয়েছিল। কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, বিশাখ দত্ত প্রমুখ কবি ও নাট্যকারদের হাতেই সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টির প্রদান মাধ্যম হয়ে গিয়েছিল। তাই পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব বেশি মাত্রায় পড়ে। বাংলা শব্দভান্ডারের প্রায় ৮০ শতাংশ শব্দ সংস্কৃত থেকে সরাসরি বা বিবর্তিত আকারে গৃহীত। সুতরাং জনসুত্র বিচারে সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা ভাষার জননী বলা যায় না। তবে ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা যে আন্তঃসাংসাং মান অর্জন করেছে ও সমাদৃত হয়েছে, তার অন্তরালে সংস্কৃত ভাষার ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।



### 1.3.1 i ʃLj : hɪwmi i ʃoɪl Cʰaɪp :

1z ভাষাতত্ত্বিকেরা বলেছেন, বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে আনুমানিক ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

2z hɪwmi i ʃoɪl Eɪp hɪ উৎপত্তিস্থল হলো ‘মাগধী- Afɪwn-Ahqɪw’, কারো কারো মতে ‘আদর্শ কথ্য প্রাকৃত’z (Hhw ‘সংস্কৃত থেকে নয়’)

3z hɪwmi i ʃoɪl Hme hup fɪu HL qɪSɪl hRɪ- ৯০০ খ্রী: থেকে আজ পর্যন্ত এই একহাজার বছরে বাংলাভাষা নানাবিবর্তনের মধ্যদিয়ে নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে।

4z ভাষাতত্ত্বিকেরা বাংলাভাষার এই হাজার বছরের বিবর্তনের ইতিহাসকে প্রধান তিনটি স্তরে বা যুগে বিভক্ত করেছেন। যেগুলি qm:

L) "fɪʃQɪe' hɪ "Bɪc' hɪwmi, Lɪmpɪʃɪ 900-1350 ME

M) j dɛ hɪwmi- aɪl cɛɪ jN

A) "Bɪc j dɛ' hɪwmi, 1351-1500 ME

B) "Aɪʃj dɛ' hɪwmi, 1501-1760 ME

N) আধুনিক বাংলা, কালসীমা ১৭৬১ খ্রী: থেকে আজ পর্যন্ত।

### 1. "fɪʃQɪe hɪwmi' (=Bɪc ʃɪl) i ʃoɪl i ʃoɪaɪʃL 'hɪnɔf hɪ ʃhɪnɔ mre (Linguistic Features of Iod Bengali Language) :

চর্যাপদের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য

1) Lɪmpɪʃɪ: প্রাচীন বাংলা ভাষার কালসীমা হলো আনুমানিক ৯০০ খ্রী: থেকে ১২০০ খ্রী:। কেউ কেউ ১৩৫০ খ্রী: পর্যন্ত সময়কেও এই প্রাচীন বাংলার সর্বশেষ সীমা বলে মনে করেন।

2) fɪʃQɪe hɪwmiɪ ʃɛnɪ : "Qkɪfc'

প্রাচীন বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শন বৌদ্ধসহজ সাধকদের লেখা ‘চর্যাগীতি পদাবলীক’ বা ‘চর্যাপদ’। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে এটি আবিষ্কার করেন। নাম দেন- ‘চর্যাচর্যবিনিচয়’। তাঁর সম্পাদিত ‘হাজার বছরের পুরান বাঙ্গাল ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা’ গ্রন্থে তিনি ‘চর্যাচর্যবিনিচয়’ প্রকাশ করেন। এগুলি যে বাংলা ভাষায় লেখা, তা প্রমাণ করেন। এগুলি যে বাংলা ভাষায় লেখা, তা প্রমাণ করেন ভ-ɪQkɪʃL: সুনীতিকুমার চ-ɪfɪdɪuz

[এছাড়া আরো কিছু গ্রন্থে প্রাচীন বাংলা শব্দের বা দু একটি ছড়ার নিদর্শন আছে। এগুলি হলো-

ক) বৌদ্ধকবি ধর্মদাসের- "ʃcɪʃ Mj äz'

খ) বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বানন্দের অমরকোষের ‘টীকাসর্বস্ব’z

গ) ‘সেখশুভোদয়া’]

### 3) fɪʃQɪe hɪwmiɪ ʃoɪl fɪʃe 'hɪnɔf:

(1) dɛaɪʃL 'hɪnɔf:

১। প্রাচীন বাংলা ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো পূর্বস্তরের যুগ্ম ব্যঞ্জননের একক ব্যঞ্জনে পরিনতি এবং সেই সঙ্গে পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বরের দীর্ঘীকরণ।

সংস্কৃতে যা ছিলো যুক্তব্যঞ্জন (‘কার্য’), প্রাকৃতে তা ই হলো যুগ্ম ব্যঞ্জন (কজ্জ), বাংলা ভাষার আদিস্তর চর্যাপদে তাই হয়েছে HLL hɪ'e (LɪS)- আর ক্ষতিপূরন বা পরিপূরক হিসেবে পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরটি দীর্ঘস্বর হয়েছে। তাই কজ্জ-“LS’ না হয়ে হয়েছে কাজ। তেমনি: জন্ম > Sɪʃ > Sɪj z

অবশ্য এর অনেক ব্যতিক্রমও আছে।

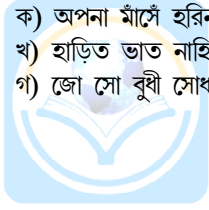
- ২। প্রাচীন বাংলা চর্যাপদে পদের অন্তঃস্থিত স্বরধ্বনি বর্তমান ছিল। যেমন –  
 i Z̥a > i eCz f̥Ulj > পোথিকা > পোab̥z E̥a > EV̥WA > Ewz
- ৩। প্রাচীন বাংলা ভাষায় পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক স্বরধ্বনি আছে, কিন্তু দুটি মিলেমিশে (সন্ধি করে) একটি স্বরে পরিনত হয়নি। যেমন: উদাস > উআস। এখানে উ, আ দুটি স্বরধ্বনি সন্ধিবদ্ধ হয়নি, পৃথক পৃথক আছে।
- ৪। প্রাচীন বাংলা ভাষায় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনির মাঝে শ্রুতিধ্বনি হিসাবে ‘য়’, ‘h’ ধ্বনি এসে গেছে। যেমন –  
 “u” আগম= নিকটে > ̥eACX > ̥euc—  
 “h” BNj = ̥ei h̥e > ̥ayAe > ̥ayhez Lh̥Xz BhCz
- ৫। প্রাচীন বাংলায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক মহাপ্রানধ্বনি সাধারণত ‘হ’ করে পরিনত হয়েছে। যেমন :  
 j̥q̥p̥M̥ > j̥q̥p̥M̥z LMe > Lqez
- ৬। প্রাচীন বাংলা ভাষায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন লোপের প্রচুর উদাহরন আছে। যেমন :  
 pLm > সঅল। সরোবর > সরোঅর।
- ৭। f̥l̥Q̥e h̥j̥wm̥ju e̥j̥p̥L̥f̥-ব্যঞ্জন ধ্বনি কখনো কখনো লোপ হয়েছে। এবং অবলুপ্তির ক্ষতিপূরন বাবদ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিকা হয়েছে। যেমন : মধ্যেন > মাঝে। শব্দেন > সাঁদে।
- ৮। প্রাচীন বাংলায় উচ্চারণে বা ব্যবহারে ‘ন’ Hhw “Z” এর মধ্যে পার্থক্য ছিল না। তাই একই শব্দের বানানে কোথাও ‘ন’ কোথাও ‘ণ’। যেমন: নাবী > Z̥h̥f̥, ̥eu > ̥Z̥hz
- ৯। প্রাচীন বাংলা ভাষায় শ,ষ,স এই তিন শিস্ব ধ্বনির উচ্চারণে বা ব্যবহারে পার্থক্য ছিল না। তাই একই শব্দের বানানে কোথাও “n”, কোথাও ‘স’। আবার কোথাও কোথাও ‘স’, “o” হয়েছে। যেমন:  
 n̥f̥ - p̥f̥, nh̥f̥ - ph̥f̥, j̥o - মুসা, সহজে - যহজে।
- ১০। f̥l̥Q̥e h̥j̥wm̥ju “k” ধ্বনি উচ্চারণে বা ব্যবহারে ‘জ’ ধ্বনিতে পরিনত হয়েছিল। তাই চর্যাপদের বানানে কোথাও ‘য’ নেই। যেমন- জে জে আইলা। জো মনগোঅরা। জেনাজসু
- ১১। প্রাচীন বাংলায় আদি স্বরে শ্বাসাঘাত পড়েছে। আর তারই ফলে শব্দের আদি ঊরটি অনেকসময় দীর্ঘস্বরে পরিনত হয়েছে। যেমন: ‘আলো জেয়ী’z BLV (ALV)z

## (2) I̥f̥aj̥SL̥ h̥ho̥f̥a

- ১। প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপান্তরগত একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, নাম পদে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ‘র’ h̥j̥ “HI” h̥f̥hq̥l̥z HC বৈশিষ্ট্যটি একমাত্র বাংলা ভাষাতেই মেলে। যেমন : রুখের তেত্তলি। হরিনার খুর ন দীসঅ। চেনচন পা এর গীত।
- ২। প্রাচীন বাংলা ভাষায় কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি হয়- এখনকার বাংলার মতোই। যেমন : বলদ বিআএল। পইঠো কালা। চলিল L̥j̥q̥z̥ m̥ i̥ ZCz̥ q̥l̥e̥j̥ f̥h̥C̥ e̥ f̥j̥e̥z̥
- ৩। প্রাচীন বাংলায় করণকারকে ‘তে’, ‘তৈ’ ̥hi̥ ̥S̥z̥ hḁj̥jez̥ এটিও বাংলা ভাষার একটি নিজস্ব লক্ষন। যেমন :  
 সুখ দুখেতে ̥e̥Q̥ḁ j̥d̥ACz̥
- ৪। প্রাচীন বাংলায় অধিকরন কারকে ‘ত’ ̥hi̥ ̥S̥z̥ f̥Q̥ h̥f̥hq̥l̥ mr̥j̥f̥ L̥l̥j̥ k̥j̥uz̥ H̥W̥J̥ h̥j̥wm̥j̥l̥ ̥e̥S̥ü̥ ̥hi̥ ̥S̥z̥ HR̥j̥s̥j̥ অধিকরনে ‘ই’, “H”, ̥q̥j̥, তৈ’ প্রভৃতি বিভক্তিও আছে। যেমন :  
 p̥j̥L̥মত চড়িলে। টালত ঘর মোর। মাস্ত চড়িলে  
 q̥j̥sḁ i̥ jḁ e̥j̥q̥z̥ 0̥ m̥ 0̥f̥Hz̥ q̥Ḁq̥ e̥ পইসই। জামে কাম। কামে জাম।
- ৫। প্রাচীন বাংলা চর্যাপদের ভাষায় সম্বন্ধে ‘র’, “HI”, “L” ̥hi̥ ̥S̥z̥ হয়েছে। এটিও বাংলা ভাষায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেমন :  
 মোহোর বিগোআ। রুখের তেত্তলি। এড়িএউ ছান্দক বান্ধ।
- ৬। প্রাচীন বাংলায় সমাপিকা ও অসমাপিকা এই দুই ক্রিয়াই ছিল। সমাপিকা ক্রিয়ায় অতীতকাল বোঝাতে ‘ইল’ Hhw i̥ h̥o̥f̥a কাল বোঝাতে ‘ইব’ প্রত্যয় যুক্ত হতো। যেমন :  
 Cm- দেখিল, আইল, রুকেলা, গেলা, ভইলা।  
 Ch- হোইব, জাইব, করিব।

- ৮। প্রাচীন বাংলা ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ারও প্রচুর উদাহরন মিলে। ‘ইলে’ বা ‘অন্তে’ প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন :  
ইলে- সাক্ষমত চড়িলে। রাত্তি ভইলে।  
অন্তে- জাগন্তে সুখাডী।  
এছাড়াও নানা অসমাপিকার উদাহরন হলো :  
৫By চঞ্চালী। কঠে লইআ। কঁহি গই। দিঢ় করিআ। আঁখি বুজিআ। অপনে বহিআ।
- ৯। প্রাচীন বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের বহুবচন পদগুলি একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :  
pw A0j ;i : > f f A j ;i : > Af. A j ;i : > প্রা। বাং অমহে, আমহে।  
HC h y h 0 e f c W HL h 0 e "B g ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে : ভগই লুই আমহে বাণে দিঠা।  
তেমনি- a 0 j ;i : (k 0 j ;i : ) > a j ;i : > a j ;i : > তুমহে।
- ১০। প্রাচীন বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার খুব উল্লেখযোগ্য। যেমন : গুনিয়া লেহঁ। দুহিল দুধু। দিঢ় করিআ। উঠি গেল।
- 11z f f 0 e h i w m i i j o u A a i t , বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে কর্ম বা ভাববাচ্যের বহুল ব্যবহার আছে। যেমন : রাত্তি পোহাইলী।  
M e c f p A z h i V S i C E z
- ১২। প্রাচীন বাংলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শব্দদ্বিত্ব। যেমন : উচা উচা পাবতা। কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।  
জে জে আইলা তে তে গেলা।
- 13z f i i n বাংলা ভাষায় যেমন সংখ্যা বাচক বিশেষণ ছিল, তেমনি বহুত্ব বোধক বিশেষণও ছিল। যেমন :  
p w M i h i Q L = পঞ্চবি ডাল। বতিস জৈইনী। তিশরন নাবী। চৌষঠী কোটা।  
বহুবোধক = p L m p j ; i Q A z ° S C e t S i m z
- ১৪। প্রাচীন বাংলার চর্যাপদে অনেক গুলি প্রবাদ প্রবচন আছে। যেগুলিকে বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য বলে বিবেচনা করা হয়।  
যেমন :

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ক) অপনা মাঁসে হরিনা বৈরি।     | ঘ) দুহিল দুধু কি বেণ্টে যামাঅ |
| খ) হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী | ঙ) জো মো চৌর সোই সাধী         |
| গ) জো সো বুধী সোধ নিবুধী      | চ) বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ     |



Text with Technology

## 1.3.2.

j dēh;wmi (1351-1760)

Bē-j dēh;wmi (1351-1500)

i g L;

পন্ডিতদের মতে, বাংলা ভাষার জন্ম ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রী:। তারপর আজ পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর ধরে, নানাভাবে বাংলা ভাষা বিবর্তিত হচ্ছে। এই সুদীর্ঘ হাজার বছরের ইতিহাসকে ভাষাতাত্ত্বিকেরা তিনটি প্রধান যুগে বা স্তরে বিভক্ত করেছেন:

L. "Bēūl" h; 'fēQe h;wmi'z ēcnē "Okfēc'z Ūā L; 900-1350 ME

M. "j dēūl" h; 'j dēh;wmi'z Ūā L; 1351-1760 ME

N. "BdēL Ūl" h; 'BdēL h;wmi'। স্থিতিকাল ১৭৬১ খ্রী: থেকে আজ পর্যন্ত

তন্মধ্যে, আমাদের আলোচ্য বিষয়- 'মধ্যস্তরের বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ'। পন্ডিতদের মতে, মধ্যবাংলার কালসীমা ১৩৫১ খ্রী: থেকে ১৭৬০ খ্রী:। অর্থাৎ প্রায় চারশো বছর। যেহেতু ভাষা পরিবর্তনশীল এবং নদীর মতো খাত পরিবর্তনকারী, তাই সূক্ষ্ম বিচারে এই মধ্যবাংলার দুটি উপবিভাগ বা উপস্তর আছে।

A) "Bēj dē" (Ūā L; = 1351-1500 ME)

B) "Aēj dē" (Ūā L; = 1501-1760 ME)

## 2. "Bē-j dē" h;wmi i j;l ēēnō mre

(Linguistic Features of Early Middle Bengali Language)

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার বৈশিষ্ট্য)

## 1) L;mpj;

"Bē-j dē" স্তরের বাংলা ভাষার কালসীমা আনুমানিক ১৩৫১ খ্রী: থেকে ১৫০০ খ্রী:।

## 2) ēcnē : - (fēj;ēL)

Bē-মধ্য যুগের (উপস্তর) বাংলা ভাষার একটি মাত্র প্রামাণিক নিদর্শন মিলেছে: বড়ুচন্দীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'z hpēl" e রায় তা ১৩১৬ বঙ্গাব্দে আবিষ্কার করেন। এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে তা প্রকাশ করেন।

## Aēf ēcnē (Lōfa)

কেউ কেউ মনে করেন নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি ও এই আদি-মধ্য উপস্তরের রচনা। এগুলি হলো- L) j;mi;dl hpē "nēLō-ēSu, খ) কৃত্তিবাসের 'শ্রীরামপাঁচালী', গ) বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়', ঘ) নারায়ণদেবের 'মনসামঙ্গল', ঙ) বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'। কিন্তু এগুলির ভাষা বার বার এত পরিবর্তিত হয়েছে যে, এগুলিতে 'আদি-j dē' যুগের বাংলা ভাষার ছিটেফোঁটা নিদর্শনও পরিলক্ষিত হয়নি। তাই পন্ডিতেরা এগুলিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে একমাত্র 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'র ভাষার উপর নির্ভর করে

"Bē-j dē" বাংলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করেছেন। কারন, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিতে মূলে হস্তক্ষেপ বেশি হয়নি এবং একমাত্র এতেই সেকালের ভাষা সুরক্ষিত হয়েছে। ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় Hhw X. সুকুমার সেন এ বিষয়ের প্রথম প্রবক্তা। পরবর্তীকালে তাঁদের পথই ভাষাতাত্ত্বিকেরা অনুসরণ করেছেন। আমরাও সেই নির্দেশিত পথেই 'আদি-j dē' বাংলা স্তরের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছি:

## 1. dēaj;ēL ēēnōf

1z Bē-j dē h;wmi j;l HLW fēje ēēnōf- B-কারের পরে ই-L;l h; E-L;l bকলে তা ক্ষীণ হয়। যেমন :

আউলাইলা। আইহনা। গাইলা। মাইলৌ। বড়ায়ি।

(এখানে ক্ষীণ হয়েছে- E,C,C,Cz hs;ūl উচ্চারণ হয়েছে = hs;C)

2z Bē-j dē h;wmi B-কারের পরে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে, সে-দুটি মিলিয়ে যৌগিক-স্বরের সৃষ্টি হয়। যেমন :

B H (h;H, l;H)z BC (N;Cm, e;Cm), BJy (S;Jy mē;Jy)z

3z B<e-j dē h̄w̄m̄l B̄l HLW̄ ʰh̄n̄d̄-নাসিকা ব্যঞ্জন (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) যোগে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীকরণ। যেমন:

L̄j̄t̄¹ > L̄j̄az̄t̄ç̄f > T̄ȳfz

(তবে এর ব্যতিক্রমও প্রচুর-L̄j̄ç̄/L̄h̄j̄l̄/B̄r̄t̄)

4z B<e-মধ্য যুগে বাংলা ভাষার অন্য একটি বৈশিষ্ট্য-j̄q̄īf̄ē ēj̄p̄কোর মহাপ্রান লোপ অথবা ক্ষীণতা। যেমন :

L̄j̄q̄¹ > L̄j̄ēz̄ h̄t̄ > h̄t̄z̄ B̄r̄ī > B̄j̄z̄

5z B<e-j dē h̄w̄m̄l HLW̄ Aēf̄aj̄ ʰh̄n̄d̄ mre-অল্পপ্রান ধ্বনির পরে ‘হ’ ধ্বনি থাকলে ঐ অল্পপ্রান মহাপ্রানে পরিনত হয়। যেমন-

একহৌ > এখৌ। কবহৌ > কভৌ। কতহৌ > কথৌ

6z B<e-মধ্য যুগের বাংলা ভাষায়-ই কার অনেকসময় উ-কারে পরিনত হয়েছে। যেমন :

ḡ...e > cē.ez̄ ḡḡj̄d̄ef > cḡj̄d̄ef̄

৭। এই যুগের বাংলায় (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থেই) প্রথম শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসঘাত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তার ফলে হ্রস্বের দীর্ঘ হয়েছে। যেমন :

Bul (Afl̄)z̄ B̄tanu (Ātanu)z̄ B̄āj̄f̄ (ĀāL̄j̄l̄)z̄ B̄b̄j̄t̄ (Ah̄ūj̄ēt̄)z̄ B̄j̄je (Aj̄je)z̄ B̄Cq̄e (Ātīje)z̄ B̄ā̄p̄j̄l̄/Bem/Bp̄m̄z̄BT̄l̄z̄B̄d̄L̄/B̄j̄ā/B̄h̄j̄N̄z̄

৮। এই যুগের ভাষায়, যত্রতত্র আনুসঙ্গিক ধ্বনির প্রচুর প্রয়োগে ঘটেছে। যেমন :

শব্দে/হর্ষ/মৌ/কৈলৌ/হারায়িলৌ/করিতে।

নহৌ/জাও/পসিত/লুকাও/আউলাইলৌ।

বংশীখন্ডের ‘কে না বাঁশি’ পদে এই ১১ টি আনুসঙ্গিক শব্দ আছে।

৯। এই যুগের গ্রন্থ ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’র বানানে নিম্নলিখিত ধ্বনিগুলির পার্থক্য রক্ষিত হয়নি।

1) C,D = B̄m̄/B̄j̄। দুতি/দুতী। সিতল/সিশের।সিতা।

2) E,F = ESm̄/FSm̄z̄ aēz̄ḡj̄z̄Bej̄ aēz̄R̄j̄s̄z̄q̄j̄W̄h̄j̄L̄z̄S̄j̄Ez̄S̄j̄Fz̄

3) Z,e = মণ/মন।পুনী/পুনী।কেমনে/কেমনে। পানী/পানী। গাল/নাল।

৪) শ,ষ,স= শীতার/শলিল, যেষ/সস্য। সন্তুর/সীতল/সিশের।

5) k,S= S̄j̄H̄/k̄j̄H̄z̄ S̄j̄Ȳk̄j̄J̄ȳ জাই/যাই। জাইবে/যাইবে। জান/যান। যত/জত।

6) u,A = MA (ru)z̄

সুতরাং মনেকরি সেকালের উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ প্রভেদ ছিল না। তাই বানানে, এদের নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়েছে।

10z B<e-মধ্য যুগের ভাষায়, শব্দের আদিস্থিত E-L̄j̄l̄ J̄-কারে (E > J) H̄hw̄ J̄-L̄j̄l̄, E-কারে (ঙ > E) f̄d̄lea

হয়েছে। যেমন :

E > J = গুপতে > গোপত। বুলে > বোলে। তুলি > তোলা।

J > E = গোআলী > ...uj̄m̄z̄

১১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ধ্বনি পরিবর্তনের কয়েকটি সুপরিচিত রূপ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন:

L) ūl̄ī (ṡ̄/ḡf̄L̄oll̄: বারিষা (বর্ষা)। বেআকুল (ব্যাকুল)। গেআন (‘ন)। তরাসে (ত্রাসে)। মুগধী (মুগ্ধ-জীলঙ্গে)। পুরুবে (পূর্বে)। B̄l̄ta (B̄āj̄z̄ n̄L̄ta (n̄ṡ̄)z̄

M) ūlp̄ḡḡa : রহিলী (রহিল)। অনিপামা (অনুপম)। তোম্মারা (তোম্মার)। বিকলি (বিকল)।

গ) ধ্বনি লোপ : যুক্ত ব্যঞ্জনের একটি ব্যঞ্জন লোপ- cmī (cmī)z̄ pj̄f̄ (ūj̄j̄z̄ ae (ūe)z̄ BMI (Ar̄l̄)z̄

০) d̄ḡj̄N̄j̄ : নতুন ধ্বনির সংযোগে অযুক্তবর্ণ যুক্তবর্ণে রূপ পেয়েছে। ছিভিআঁ (আগম=ণ), আক্ষ্মারে (আগম=হ), গাষি (BN̄j̄=h)z̄

P) ḡn̄ē: M̄l̄m̄ = M̄l̄ + N̄l̄m̄, N̄q̄ē = N̄q̄e + N̄ī f̄l̄z̄



## 2. IʃaʃL ʰhəʃ:

- 1) B৫-মধ্যযুগের বাংলা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের) ভাষার একটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হলো-কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি-(Hট চর্যাতেও Rm-আজও আছে)। যেমন :  
কাক কাড়ে রাএ। তেলি আগে আএ। আস্তর পোড়এ এবৌ।  
গাইল বডু চড়ীদাস বাসলীবর। চন্দ্রাবলী মাঙ্গে পরিহারে।
- ২) এই যুগের ভাষায় গৌনকর্ম ও সম্প্রদানকারকে ‘ক’, ‘কে’, ‘রে’ বিভক্তি মিলে। যেমন :  
L = qje ʃʱəʃe aʃL eʃ Lʰəq cuʃ  
কে = কংসকে বুলিল কন্যা; কাহ্নাঞিকে বোল সে আপনেম।  
রে = সাপেরে করিআঁ বিষদানে।
- ৩) এই যুগের ভাষায় করন কারকে ‘ত’, ‘H’, ‘Hj’, বিভক্তি বর্তমান। যেমন :  
a = হাথত ধিরআঁ মোর দগধপরানেZ  
H = ʃʱRʃC jʃbʃH ʃʃSH pjez  
Hj = নিজ মাগেঁ হরিনী জগতের বৈরী।
- 4) B৫-মধ্যযুগের ভাষায় সম্বন্ধ পদের ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ‘র’, ‘HI’, ‘L’, ‘কের’। যেমন :  
I = ভাঁগিল সোনার গট যুড়ীবাক পারি  
HI = উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারি  
কের = ʃaʃL যৌবন রাতির সপন যেহু নদীকের বানে।
- ৫) আদিমধ্য যুগের গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অপাদানকারকে ‘ত’, ‘তে’, ‘তেঁ’ বিভক্তি লক্ষণীয়। যেমন :  
A = আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলৌ মনে,  
jʃA hʃfa hs ...ʃʃSe eʃqʃ  
তে = জলতে উঠিলী রাহী।
- ৬) এযুগের ভাষায় অধিকরনে ‘এ’, ‘a’, ‘তে’, ‘aʃ’ ইত্যাদি সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন মিলেছে। যেমন :  
H = পথে মাহাদানী থুইলা; বাটে হাটে ঘাটে কাহ্নাঞির দান বটে।  
A = সেজাত সুতিআঁ; বাটত সুজিআঁ দান।  
তে = সিসতে সিন্দুর।
- ৭) এ যুগের ভাষায় কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কিছু কারকেJ বিভক্তিহীনতার সম্বন্ধ মিলে। যেমন :  
Ljʃ ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়নো। চতুর্দিশ চাহৌ কৃষ্ণ দেখিতে না পাওঁ।  
AʃLʃe- তবৈঁ ভৈল হাট জাইতেঁ রাধিকার মতী  
Lʃe- বাড়ই সো তরু সুভাসুভ পানী
- 8) B৫-মধ্যযুগের বাংলা ভাষাতে সর্বনামের কর্তৃকারকে বহুবচন সৃষ্টি হয়েছে ‘রা’ বিভক্তি যোগে। যেমন :  
তোম্মারা, Brʃʃʃ, তারা। পুছিল তোম্মারা কেহে তরসিলা মনে।  
আজি হৈতেঁ আম্মারা হৈলাহৌ একমতী।
- ৯। এ যুগের ভাষায় তির্যক কারকের অর্থে নানান অনুসর্গের ব্যবহার ঘটেছে। যেমন :  
Bʃʃʃ-তোম্মার আন্তরেঁ গেলৌ রাধিকার থাডেZ  
মারেঃ- বনমারেঁ পাইল তরাসেZ  
সমে- তবৈঁ হৈবে তার সমে মোর দরশনে।  
পানে- মোর পানে চাহে যত লোক জাএ হাটে।  
WʃC- কেহে হেন মিছা কথা কহ মোর ঠাই।  
Lʃʃe- কংসের কারনে হএ সৃষ্টির বিনাশে।
- ১০। এ যুগের গ্রন্থ ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ বচন নিম্পন্ন হয়েছে দুই ভাবে :  
ক) প্রানীবাচক শব্দের সঙ্গে ‘গন’, ‘ph’, ‘Se’, ‘Ij’, ‘HIj’ যোগ করে-  
যেমন : দেবগন, গোপীজন, সব সখি, আম্মারা/তোম্মারা/তারা।  
খ) অপানীবাচক শব্দের সঙ্গে শুধু ‘Ne’ যোগ করে-  
যেমন : ʃʃʃjeNe, hʃʃʃʃNe, Bi ʃʃʃʃNe

11z Bc- মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় ধাতুর সঙ্গে ‘ই’, “CBj”, ‘ইতে’, ‘ইলে’, “L” যোগ করে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়েছে।  
যেমন:

C- Ets fts SjJz

CAy fñAymŁjJz

ইতে-তুলিতে পানি

ইলে- বুলে মধুর বানী

L-করিবাক পারে।

১২। এ যুগের ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে ‘আছ’ ধাতু যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়েছে। যেমন :

রহিলছে-রহিল+আছে; লইছে-লই+আছে। ফুটিলছে, আনিছিল।

এছাড়াও আমরা আরও তিনটি যৌগিক ক্রিয়ার উল্লেখ LIŁR-

চলি গেলি রাখিকা হরিষে। চাহিনেহ কাহাঞি বাঁশি। রাখা চলি জাএল।

১৩। এ যুগের ভাষায় উত্তম পুরুষে অতীত কালে ‘লৌ’, “Cm”; বর্তমান কালে ‘ওঁ’, “C”, এবং ভবিষ্যত কালে ‘ইব’ যোগ হয়েছে। যেমন :

AaŁa- চিত্তিলৌ। আনিলৌ। ছাটিলৌ মো মাহাদান। আরতিল-BIŁam LjLz BMjŁumz fjŁLmz

haŁje-তুলী লৈলৌ। দহে পইসঙ। দেখিতে না পাঙ। আমহে করি। শুনি।

i ŁhoŁv- করিবা। জাইবা। পেলাইবৌ।

১৪। এ যুগের ভাষায় ‘যা’ J “i” ধাতুর সাহায্যে যৌগিক কর্মভাব বাচ্যের প্রচলন ছিল। যেমন :

ততেকে সুবাল গেল মোর মহাদানে

১৫। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাম-ধাতুর যথেষ্ট ব্যবহার ঘটেছে। যেমন :

হেন মনে পড়িহাসে। এবেঁ তাক উপেকহ কেহে।

### 3. RŁŁ °hŁŁŁŁ

ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় ছন্দ-বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। এই যুগের NŁŁ“nŁŁo-LŁaŁŁ” fŁj ArŁŁŁ ŁŁaŁ (aŁe fŁŁe) পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে। পয়ার, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, চীপদী, একাবলী এবং মহাপয়ার জাতীয় ছন্দ-hŁŁ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রশংসনীয় সাফল্য লাভ করেছে। যেমন :

fujl- পাখি নহৌ তার ঠাই | EsŁ fts SjJ 8+6=14 jŁŁj

ŁŁefŁŁ- চান্দ সুকজের | ভেদ না জানো

QŁŁce nŁŁŁ aŁH 6+6+8=20 jŁŁj

### AŁŁ j dŁŁ hŁŁmŁ i jŁŁ dŁŁaŁŁŁ °hŁŁŁŁ (Linguistic Features of Late-Middle-Bengali-Language)

#### 1) LŁmpŁŁj :

অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষার কালসীমা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন- ১৫০১ খ্রী: থেকে ১৭৬০ খ্রী:। তবে ড.সুকুমার সেন বলেছেন- শুধু ভাষার পরিবর্তনের কথা মনে রাখলে এর স্থিতিকাল ১৫০১ থেকে ১৭৫০ খ্রী: আর সেই সঙ্গে সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য রাখলে এর স্থিতিকাল ধরতে হয় ১৫০১ খ্রী: থেকে ১৮০০ খ্রী:।

#### 2) ŁŁcŁŁŁe :

AŁŁj dŁŁ hŁŁmŁ i jŁŁj সাহিত্যিক নির্দেশন প্রচুর। তার সংক্ষিপ্ত তালিকা হলো :

L) °ho-hŁŁcŁŁhmŁ : জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রমুখের পদাবলী

M) °ho-h (°QaŁŁ) SŁŁŁŁ : °QaŁŁi jNha, °QaŁŁŁŁ aŁjŁ fŁŁŁŁ

N) jŁŁmŁjŁŁŁ : মুকুন্দ চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রমুখের গ্রন্থ

O) AŁŁjŁŁ jŁŁŁŁ : কাশীরামদাস প্রমুখের গ্রন্থ

P) jŁŁmŁ jŁŁŁŁŁŁŁ : দৌলত কাজী ও আলাওলের গ্রন্থ

Q) nŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ : রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত প্রমুখের রচনা।



23

৫। এই যুগের ভাষায় নিম্নলিখিতভাবে কারক ও বিভক্তি চিহ্নিত হয়েছে :

LaLj|L : nŋŋ ŋi ŋŋ

প্রনমিয়া পাটনী কহিছে যোড় হাতে।

LaLj|L : H ŋi ŋŋ

এক এক মাঝিকে কিলায় তিন জনে

Lj|L : কে বিভক্তি-

বীরকে লাগিল ব্যাথা

Lle Lj|L : এ, তে বিভক্তি-

মায়াতে মোহিত সব

Afj|e Lj|L : a ŋi ŋŋ

দূরত দেখিলে পুড়ে মন

Afj|e Lj|L : কে বিভক্তি-

ইহাকে অধিক তুমি জানিও তাঁহার

সম্বন্ধপদে : "I", "L", "LI", "Lj", 'কের' fi ŋa বিভক্তি মেলে-জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল।

AdLle : "H", 'তে', 'রে', 'কে' ŋi ŋŋ

তোমার কুটারে হৈল মোর দরশনে

সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে। 'এথাকে আনহ'z

৬। এযুগেও 'ইল' দিয়ে অতীত কাল এবং 'ইব' দিয়ে ভবিষ্যত কাল গঠিত হয়েছে। যেমন :

Aafa : Lŋm, fŋŋm, Sjŋm, Rjŋm

i ŋoŋa : থাকিবে, পারিবে, মাখিবে, রাখিবে, বাড়িবে, ছাড়িবে।



teachinns  
Text with Technology

### 1.3.3 BdeL h;wmj i ;o;l i ;o;a;SL °hnoE

#### 1) i;Lj :

ভাষাতত্ত্বিকদের মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভদ দশম শতাব্দীতে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর ধরে বাংলা ভাষা নানাভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। এই হাজার বছরের ইতিহাসকে পন্ডিতেরা তিনটি যুগে বা স্তরে বিন্যস্ত করেছেন :

L. BcU1 h; fQe h;wmj (900-1350ME)

M. j dEU1 h; j dE h;wmj (1351-1760/1800 ME)

N. BdeL U1 h; BdeL h;wmj (1761- ১৮০১ থেকে BS fklj)z

তন্মধ্যে আমাদের আলোচ্য বিষয় আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয়।

#### 2) L;mpfj i :

ড. সুকুমার সেন বলেছেন, ‘অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ্বে হইতে বাংলার আধুনিক স্তরের আরম্ভ’। তবে কেউ কেউ ভারতচন্দ্রের মৃত্যু সাল ১৭৬০ খ্রী: থেকেই এর সূচনা ধরতে Qjez pCfটি স্থির হয়েছে, আধুনিক বাংলার সূচনা ও বিস্তৃতি কাল হলো- অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আজ পর্যন্ত।

#### 3) ecnE :

আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয় ও ভাবের বিচারে সর্বতোমুখী প্রসার লাভ করেছে। সেগুলি হলো :

L) LjhE-Lha; ( j qLjhE-BMjeLjhE-NkaLjhE) - j dpe, IhBcejb, SthejeC, kaBcejb, eSl;m, Agju, ho-¥  
pehmz

M) NcfIQej- Efejp - বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ, তারাশঙ্কর, মানিক, মহাশ্বেতা

-e;VL - মধুসূদন, গিরিশ, রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, বিজন, শম্ভু

-ছোট গল্প - IhBcf fi ja-nlv-jteL-pehm, üfju QeThaE

-fhâ - বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শ্রীকুমার, সুবোধ, সুকুমার সেন, ক্ষুদীরাম দাস।

-Sthef - IhBcf AQ;fLj j lz

#### 4) BdeL h;wmj i ;o;l i ;o;a;SL °hnoE

BdeL h;wmj i ;o;l aew fhe প্রবনতা লক্ষ্য করবার মতো -

১. লেখ্যভাষা ও কথ্যভাষার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য

২. লেখ্যভাষায় কবিতা রচনার পাশে গদ্য বিবিধ রচনার বিকাশ।

৩. ইংরেজী শব্দের প্রচুর ব্যবহার

প্রধানত গদ্যরীতিএ দুটো রূপ গড়ে উঠেছে-

L) pjd#ka

M) Qmal ka (Lbfika)

সাধুরীতিতে দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য লেখা চলছিল। উনিশ শতকে সাধুরীতি পরিপুষ্টি লাভ করে। পরবর্তীকালে চলিত গদ্যের ধারাটি সাহিত্য রচনার বাহন হয়ে উঠে। তাই এই যুগের ভাষার আলোচনায় সাধুরীতি ও চলিত রীতির কেউ কেউ পৃথক পৃথক, কেউ কেউ পাশাপাশি আলোচনা করেছেন।

## 1. দ্ব্যর্থক শব্দ

- ১) সাধুভাষায় ক্রিয়া, সর্বনাম, বিশেষ্য ও অনুসর্গের পূর্ণ রূপ পাওয়া যায়। কিন্তু চলিত (কথ্য) ভাষায় সেগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ দেখা যায়। যেমন-  
 পদ > পদা  
 করিতেছি > LIQ, LCUQRMj > LIQRMj, LCh > LIhz  
 বিশেষ্য : hieuj > বেনে, জালিয়া > জেলে, পটুয়া > পেটো।  
 phlj : aij > ai, ayqil > ayl, Eqi > J, Eqil > Jlz  
 AepNl : সহিত, সমভিব্যাহারে > সঙ্গে, হইতে > হতে, অপেক্ষা > চেয়ে।
- ২) সাধুভাষায় সংস্কৃত, তফসম, সন্ধি ও সমাসবদ্ধ এবং আভিধানিক শব্দের প্রাচুর্য, LjQma i joju pqS plm J hy প্রচলিত শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। সাধুভাষায় বাক্যের জটিলতা, শব্দের দুর্বোধ্যতা, প্রকাশের গুরু গম্ভীরতা লক্ষণীয়। কিন্তু চলিত ভাষা এই সব গুলিকে পরিহার করে চলতে চায়। চলিত ভাষায় সংস্কৃতের পরিবর্তে তদ্ভব ও দেশী শব্দের প্রাধান্য। তার চাল লঘু ও স্বতঃস্ফূর্ত। তাতে আছে কৃত্রিমতায়ুক্ত স্বাভাবিক সৌন্দর্য।
- ৩) অভিশ্রুতির প্রাচুর্য। মধ্যযুগের বাংলায় ছিল অপিনিহিত ও বিপর্যাস। আধুনিক বাংলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অপিনিহিতির পরের স্তর অভিশ্রুতি। যেমন-করে (করিয়া > LCIfj > করে)। নেটো (নাটুয়া > ejEVlj > নেটো)। পাইয়া > পেয়ে। hCp > hpz
- ৪) আধুনিক বাংলা ভাষার রীতিতে স্বরসঙ্গতি প্রক্রিয়ায় দুটি বিষয় স্বরধ্বনি অভিন্ন বা প্রায় অভিন্ন স্বরধ্বনিতে পরিনত হয়েছে। যেমন- hmqda > বিলিতি। দেশি > cenz ci Mjcl > ci Mclz Lbjm > Lbjhz
- ৫) এ যুগের ভাষায় ব্যঞ্জন-সঙ্গতি বা সমীভবন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যেমন- fcl > fYz NOf > Nez Lfll > Lfllfz
- ৬) ধ্বনি বিপর্যয় এ যুগের ভাষায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষণ। যেমন- Bmej > Bethj ; hljepf > বেনারসী ;
- ৭) ধ্বন্যগম ও ধ্বনিলোপ এই যুগের ভাষায় দুটি বিশিষ্ট লক্ষণ। যেমন- ūh > Cūh ; Øfdl > BØfdl ; paē > ptaē ; i Nef > i Nā ; ejtaef > ejaē ; EÜjl > djlz
- ৮) শব্দার্থ পরিবর্তন (শব্দের অর্থবিস্তার, অর্থসংকোচ, উৎকর্ষ, অপকর্ষ) আধুনিক বাংলাভাষার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যেমন- "Ljm" = Bc Abll তরল কালো রং ; flpda Abll যে কোনো রং এর তরল রূপ। "i aē" = Bc Abll ভরনের যোগ্য ; pwLQa Abll QjLlz

## 2. দ্ব্যর্থক শব্দ

- ১) আধুনিক বাংলা ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার প্রচুর। যেমন- গান করা, বাজনা বাজানো, বসে পড়া, শুয়ে থাকা, প্রশ্ন করা, উত্তর দেওয়া, নৌকা বাওয়া, বিবাদ করা।
- ২) X. সুকুমার সেন বলেছেন,- B-Ljijz' কোনো কোনো নিজন্ত ধাতুর রূপ অনিজন্য হয়ে দাঁড়ালো। যেমন- পেলা, ফেলা (পেলায়, ফেলায়) > ফেল (ফেলে), খলা (খেলায়) > খেল (খেলে), পৌছা > পৌছ।
- ৩) আধুনিক বাংলায় সংযোজক অব্যয়রূপে 'ও', "Hhw" শব্দের প্রচুর ব্যবহার আছে। তবে সাধারণত মনে করা হয় 'ও' cH পদকে যোগ করে। 'এবং' দুটি বাক্যকে যোগ করে। ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও এদের ব্যবহার পর্যাাপ্ত। যেমন- রাম, সীতা ওলক্ষন বনে গিয়েছিল এবং গোদাবরী তীরে তারা কুঁড়ে বেঁধেছিল।
- ৪) BdteL hjwmju eUbl Ahlu "ej", "le", "ejc" প্রভৃতির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। সাধারণত এগুলি সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে ও অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। এই lkaW BdteL-পূর্ব যুগে ছিল না। এর উদাহরন- সে খেল না (সমাপিকা ক্রিয়া)  
 সে না খেয়ে চলে গেল (অসমাপিকা ক্রিয়া)
- ৫) আধুনিক বাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করে একাধিক বাক্যকে একটি মাত্র সরল বাক্যে প্রকাশ করার রীতি দেখা যায়। যেমন- HLjdl hjLē = সে গান গাইল। সে পুরস্কার পেল। সে বাড়ি ফিরল। সে মাকে দেখাল।  
 HLW plm hjLē = সে গান গেয়ে পুরস্কার পেয়ে বাড়ি ফিরে মাকে দেখাল।

৬) আধুনিক বাংলায় পদ গঠনের বিচিত্র বিধি। পন্ডিতেরা বলেছেন কর্তৃপদ তিন রকমের  
 L) ধি ঙ্গে M) "H" ধি ঙ্গে গ) নির্দেশক প্রত্যয় যুক্ত। যেমন-  
 রাস্তায় লোক চলেছে। পাগলে কিনা বলে। লোকটা গেল কোথায়?

### ৩. বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ:

বিদেশী শব্দ গ্রহণ- আধুনিক ভাষায় প্রচুর বিদেশী শব্দ ঢুকেছে-piqat pwúta, IjSe&a J hthpi-বানিজ্য গত কারনো। যেমন-  
 ইংরেজী শব্দ- গ্লাস, চেয়ার, টেবিল, রেডিও, ইউনিভার্সিটি, fl0VJu0z  
 fa11IS nè- আলপিন, আলমারি, কেরানী, চাবি।  
 এছাড়া বহু বিদেশী উপসর্গ বাংলা শব্দের যুক্ত হয়েছে। যেমন :  
 ফি (ফি বছর), বে (বেয়াদবি), হাফ (হাফটিকিট), ফুল (ফুলহাতা)।

### 4. R% 'hnoF:

আধুনিক বাংলাভাষা ও সাহিত্যে ছন্দের দ্যোতনা আমাদের মুগ্ধ করে। অক্ষরবৃত্ত, j;œ;hS, ülhS- HC tae fðje R% Hhw  
 Agjœ;rI, NcÉ Lhaji R% flí ta R%-বন্ধ বাংলার ছন্দের ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ ও সুসমৃদ্ধ করেছে।



teachinns  
 Text with Technology

## Sub Unit - 4

## হুম্মি i joi B' m L Efi joi

### 1.4.1 Efi joi

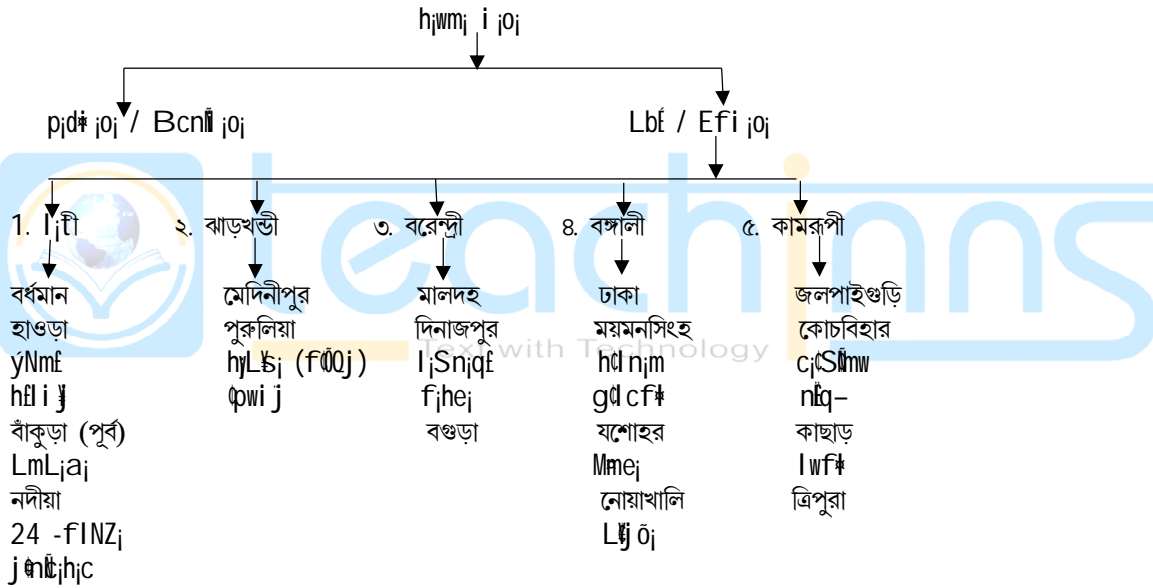
Efi joi pw% :-

উপভাষা সম্পর্কে আলোচনার আগে আমাদের জনা দরকার ভাষা কাকে বলে ?

এর উত্তরে সংক্ষেপে বলা যায় ভাষা হচ্ছে কতকগুলি অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপ যার সাহায্যে একটি বিশেষ সমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করে। যে জন সমষ্টি একই ধরনের ধ্বনি সমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপের দ্বারা নিজেদের মধ্যে বাব বিনিময় করে ভাবা বিজ্ঞানীরা তাকে একটি ভাষা সম্প্রদায় বলেন।

তবে এক একটি ভাষা সম্প্রদায় যে ভাষার মাধ্যমে ভাববিনিময় করে, সেই ভাষারও রূপ সর্বত্র সম্পূর্ণ একরকম নয়। যেমন , বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে একই বাংলা ভাষা প্রচলিত ঠিকই কিন্তু ঐ দু-SuNju humi Ejole J i joi ta পুরোপুরি একজরকম নয়। একই ভাষার মধ্যে এই যে আঞ্চলিক পার্থক্য একে বলে আঞ্চলিক উপভাষা।

### 1.4.2 humi i joi Efi joi chi N



### 1.4.3 1z ‘lɪtʃ Efi jɔj’

#### (L) Area hɪ HmɪLɪ x

‘lɪtʃ Efi jɔj’ fɪjɛa fɔɔj hɪwmɪl hɔɪje, hɪi j, hɪLɪɪ (fɪɪ), ɣNmɛ, qɪJsɪ, LmLɪaj, 24 fɪNZɪ, ecɪuɪ J মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত।

#### (M) ʈʊɪNa pʃɪhi jN x

বাংলা ভাষার উপভাষা গুলির মধ্যে রাউর বিস্তার সর্বাধিক। সেজন্যে রাউর উপভাষার মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা যায়। যেমন - ‘fɪɪhɪLɪɪ’র লোকেরা যেভাবে কথা বলে, ‘qɪJsɪ’র লোকেরা সেভাবে বলে না। আবার ‘ɣNmɛl’ লোকেরা যেভাবে কথা বলে, ‘cɔre 24-fɪNeɪ’র লোকেরা সেভাবে কথা বলে না। তাই রাউর উপভাষাকেও কেউ কেউ চারভাগে ভাগ করতে চান :

A z fɪɪhɪLɪɪ - LmLɪaj, 24 fɪNeɪ, hɔɪje (fɪɪ), qɪJsɪu fɔɔma Lbɛ i jɔz

B z fɔɔj lɪɪɪ - বাঁকুড়া (পূর্ব), হুগলী, বীরভূম, বর্ধমানে (পশ্চিম) প্রচলিত কথা।

C z Eɪl lɪtʃ - নদীয়া, মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কথা।

D z cɔre lɪtʃ - দক্ষিণ পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ হুগলী, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রচলিত কথা।

আবার কেউ কেউ অন্যভাবেও বিভাগ নির্দেশ করেছেন।

কেউ কেউ ‘fɪɪhɪLɪɪ’ J ‘fɔɔj-lɪtʃ’ নামেও দুটিবিভাগ করেছেন।

#### (N) lɪtʃ Efi jɔj Ecɪqle x

Bcnɪlɪtʃ x হতভাগা ছেলে ! তোকে কখন বলেছি - গাইটা দুইয়ে দিয়ে বাজারে যা। তা ছেলের কথা শোনো, বলে কি না, শীত করছে ! ঘাড়াটা ধরে নিয়ে আসবো। মারবো গালে চস

fɔɔj lɪtʃ x হতভাগা ছেল্যা ! তুখে কখন বলেছি, গাইটাকে দুয়ে দিয়ে বাজারে যা। তা ছেল্যা কুন কথা শুনবেক নাই। বলছে, জাড়াচ্ছে বটো। ঘাড় ধরো লিয়গে আইসব। গালে চড়াই দিব।

রাউর উপভাষাই আদর্শ বাংলাভাষার উৎস স্থল। আজকে সারা বাংলায় যে-i jɔj ‘Bcnɪl’ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, aɪ HC lɪtʃ উপভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

Text with Technology

#### (O) lɪtʃ Efi jɔj fɪjɛ ʔhɔɔɛ x

##### dɛaɪɪL ʔhɔɔɛ x

1. lɪtʃ Efi jɔj fɪjɛ ʔhɔɔɛ - ‘A’ স্থলে ‘J’ উচ্চারণ। যেমন :

হল > হলো। মত > মতো। বড় > বড়ো। অতুল > ওতুল। অজিত > ওজিত।

মধু > মোধু। তথ্য > তথ্যো। পাগল > পাগোলা। মন > মোনা। পরমান > প্রোমান।

বন > বোন (জঙ্গল)।

2. lɪtʃ Efi jɔj Bɪ HLW fɪjɛ ʔhɔɔɛ - ‘Aɪ nɪa’। অর্থাৎ শব্দ মধ্যে অপিনিহিতির ‘C’ hɪ “E” ধ্বনি লোপ পাবে ; অথবা ইউ অন্য স্বরের প্রভাবে লোপ পাবে, অথবা অন্য স্বরের সঙ্গে মিশে নতুন রপ পাবে - সেই হল অভিপ্রতি।

যেমন : করিয়া > কইর্যা > করে ; চারি > চাইর > চার ; বহিন > বইন > বোন ;

৩. রাউর উপভাষায় পদের আদিত শাসাঘাত প্রবনতা আছে এবং তারই ফলে পদের মধ্যবর্তী ও অনন্তঃস্থিত মহাপ্রানবর্ন<sup>১</sup> অল্পপ্রানবর্নে<sup>২</sup> পরিনত হয়। যেমন :

cɛɪ > cɛɪ ; hɪO > hɪN

৪. রাউর উপভাষায় শব্দান্তস্থিত অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন :

LɪL > LɪN, Rɪa > Rɪc,, EɪLɪl > EɪNɪlɪz

৫. রাউর উপভাষায় নাসিকীভবন ও স্বতোনাসিকীভবনের প্রাধান্য দেখা যায়। যেমন :

fɔɔLɪ > fɔɔB > fɔɔ - পুঁথি। সূচ > ছুঁচ, পেচক > পৈঁচা।

CɔL > CV - ইটা। তেমনি - Qɪc (< Qɪcɔ), hɪN, Bɪɪ, QɪLɪ

hɪLɪɪ, পুকুলিয়ার প্রচুর আনুনাসিকের আগম - চা ইয়েছে না কি বাঁ। (= চা হয়েছে কি, ও হে) ! ফুঁটাই মরে যাঁবি (= দেহ ছিলভিন্ন বা বিদীর্ণ হয়ে মারা যাঁবি)।



- 30

## 2z "TjSMäf Efi joi'

### (L) Area hj HmjLj x

"TjSMäf Efi joi'" প্রধানত মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, দক্ষিণ পশ্চিম বাঁকুড়া ও সিংভূম অঞ্চলে প্রচলিত আছে। 'ঝাড়খড়ী' নামটি দিয়েছেন সুকুমার সেন। উল্লিখিত অঞ্চলটি একদা ঘন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ছিল বলে 'জঙ্গল মহল' নামেও পরিচিত ছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃত' এই অঞ্চলকেই বলা হয়েছে 'বারিখন্ড'। ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে প্রায় আড়াই হাজার বর্গমাইল স্থানে "TjSMäf Efi joi'" বিস্তৃত বলে জানিয়েছেন।

### (M) TjSMäf Efi joi' Ecjle x

অ দিদি, চিনাই দে ন কে বটে লকটি।

অ বিষ্ণুপুরের হলদ মাথ্যে গা করেছে আল।

অ বহিন, নামহ কুলহিতে মাদল বাজে

পান চিবাঁই উটা : ঘুরে মরছে i jm zz A Cc N.....

### Bcnñh;wm;l l f;il x

ওগো দিদি, লোকটি কে বটে, আমাকে চিনিয়ে দাও। লোকটি বিষ্ণুপুরের হলদ মেখে গা টি আলোর মতো উজ্জ্বল করছে। ওগো বোন, নামোকুলিতে মাদল বাজছে। লোকটি পান চিবিয় চিবিয় সানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

### (N) TjSMäf Efi joi' 'hñof x

#### dñaj;L 'hñof x

- ঝাড়খড়ী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য আনুসঙ্গিক ধ্বনির প্রচুর প্রয়োগ।  
যেমন : আটা > আঁটা, বাসা > বাঁসা।। চা > চাঁ। গরুড় > গুঁড়ুর। ঘড়া > ঘঁড়া। কুঁয়ো > কুঁই। জটা > জঁটা।  
দেশজ / আঞ্চলিক শব্দে আনুসঙ্গিকতা : কঁকা (বোবা)। কঁচড় (কোমর)। আঁক (কাঠের দরজা)। চঁদড় (বদরগী)।
- ঝাড়খড়ী উপভাষাতে প্রায় সবত্রই 'ও'-কার লোপ পেয়ে 'অ' করে পরিনত হয়েছে।  
যেমন : লোক > লক ; গোয়ালা > গয়াল ; মোটা > মটা ; রোগা > রগা ; ঘোড়া > ঘড়া। অশোক > অশক।  
আলো > আল।
- TjSMäf Efi joi' Añffjedle j qjñধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়।  
যেমন : দূর > ধূর। কাঁকড়া > খাঁকড়া। তোকে > তখে। পতাকা > ফতকা। কাঠি > খাড়ি। নিতাম > লিখম।
- ঝাড়খড়ী উপভাষাতে 'ল' J "e" Hhw "h" J "j" বিপর্যস্ত হয়েছে।  
যেমন : নাতি > লাতি। লাল > নাল। নাচনী > লাচনী। যমুনা > যবুনা। রামায়ণ > রাবায়ণ।
- ঝাড়খড়ী উপাষায় মহাপ্রান্তার নবতর বৈশিষ্ট্য হলো : - "qñ, "jñ, "mñ, "lñ" ðLwhj "t" fiñ ðal ðñññ hñqñlñ  
যেমন : কুমার > কুমহার।। কুমীর > কুমহীর। কুলি > কুলহি। পাল্লা > পালহা। জোড়া > জোড়হা। গেড়ি > গেড়হি।  
কালহা (গাভাঅর্থ)। চুলহা (উনুন অর্থ)।
- ঝাড়খড়ী উপাষায় স্বরসঙ্গতির তেমন প্রভাব নেই।  
যেমন : ধূলা > ধুলা। শিয়াল > শিয়াল।
- বহুবচনে 'গা', "ñmj"র প্রয়োগ। যেমন : গরুগিলা ডহুঁরাই দে। কামিনগাকে যাতে বল। ছঁড়াগা মরে নাইখ।

### ১। ঐচ্ছিক উপভাষা

১. ঐচ্ছিক উপভাষার ক্রিয়াপদে সার্থক 'ক' প্রত্যয়ের fQ hqj x  
যেমন - যাবেক নাই। মরবেক করবেক।
২. TjsMaf Efi jQj ej-dja fQ hqj x  
যেমন - জাড়াচ্ছে। সিঁদাইছিল। মেঘ বিজলাচ্ছে। ভোকে খাবল্লাই মরছে। হুঁবড়াই যাচ্ছে। চটাই দিব। পখরের জনটা গধাচ্ছে।
৩. TjsMaf Efi jQj "BR" ধাতুর বদলে 'বট' dja fQ যোগ :  
যেমন - উ টা ইউডার বটে। কে বটে লক টা। বিটি বটে ন।
৪. ঐচ্ছিক উপভাষায় বিভক্তির প্রয়োগ নিম্নরূপ :  
(ক) কর্মে ও সম্প্রদান কারকে 'কে' hi S' - জনকে গেছে, ঘরকে চল।  
(খ) অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হল - 'লে', "e". যেমন : মায়ের লে মাসীর দরদ। বাঁশের নু LfQ hsz  
বেকারের নু বেগার ভাল।  
(গ) অধিকরণে 'কে', "H" বিভক্তি। যেমন : কে = রাইতকে বড় জাড়াবেক। কবকে যাবি গ। গাকে আল সুরু শাকা।  
এ = সিতাএ সিঁদুর দে। কুলহিএ কেউ নাইখ। গাড়াএ জল বঠে ন।

### ৩। 'বরেন্দ্রী উপভাষা'

#### (L) Area hi HmLj x

'বরেন্দ্রী উপভাষা' উত্তর বঙ্গে প্রচলিত। প্রধানত মালদহ, দিনাজপুর এবং বাংলাদেশের রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া জেলার লোখমুখের ভাষাকেই 'বরেন্দ্রী উপভাষা' বলে।

ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেন : একদা রঢ়ী ও বরেন্দ্রী একই উপভাষা ছিল। পরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত 'বঙ্গালী' J hqj থেকে আগবত 'বিহারী' Efi jQjর নানা প্রভাব পড়ে মালদহ প্রভৃতি স্থানের মৌখিকভাষা একটি স্বতন্ত্র উপভাষা রূপে পরিগণিত হয়। তারই নাম 'বরেন্দ্রী'।

#### (খ) বরেন্দ্রী উপভাষার উদাহরণ :

মালদহ জেলার পশ্চিমাংশে ব্যবহৃত - Text with Technology

হতভাগা ছুয়া ! হামি কহনু এ্যাকনা গড়ুডা দুহায় লিয়ে হাটত যা। উকি শুনহে ? উ কহছে, বড়া জার লাগছে।  
গর্দানটা ধর্যা ওয়াক্ লিয়ে আয়। গালত চর ঠাটামু।

#### (গ) বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্য :

##### ১। ঐচ্ছিক উপভাষা

১. বরেন্দ্রী উপভাষায় ঠিক রঢ়ী মতোই আনুসঙ্গিক স্বরধ্বনি আছে।  
যেমন - কাঁটা, চাঁদ, ইট, পুঁথি, ছুঁচ, পেঁচা।
২. বরেন্দ্রী উপভাষায় স্বরধ্বনি প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। তবে এ > এ্যা হয়।  
যেমন - cfje, cmfje, HfjL, cfjL, cfjJz
৩. বরেন্দ্রী উপভাষায় কেবলমাত্র শব্দের আদিতে সম্বোধন মহাপ্রাণ ধ্বনি থাকে। শব্দের মধ্যে ও শেষে থাকলে সেগুলি অল্পপ্রাণ হয়ে যায়।  
যেমন - hj0 > hjNz
৪. বরেন্দ্রী উপভাষায় বঙ্গালীর মতো জ > জ (z) রূপে উচ্চারিত হয়।  
যেমন - Se > GZ (Zan), Ljmf fSj > MjmgSjz LjNS > MjNSz

৫. বরেন্দ্রী উপভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অপ্রত্যাশিত স্থানে ‘র’ এর আগম বা লোপ।  
যেমন :

(ক) শব্দের আদিতে যেখানে ‘র’ নেই, সেখানে ‘র’ এসে যায় - Bj > Ijz

(খ) শব্দের আদিতে যেখানে ‘l’ আছে, তা আকস্মিক উচ্চারণে লোপ পায় ও ‘অ’ Eɔɪl a qu - Ip > Apz  
Ecɔɪle - Ij hɪh# Bj hɪNje > Bj hɪh# Ij hɪNjez

আমের রস > রামের অস।

৬. বরেন্দ্রী উপভাষায় শ্বাসাঘাতের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই।

#### lɪaɪɪl ʰhɔɪ x

১. বরেন্দ্রী উপভাষায় কর্তৃকারকের বহুবচনে ‘গুলি’, "ŋmɪ", এবং অন্য কারকের বহুবচনে ‘দের’ বিভক্তি দেখা যায়।  
যেমন : বান্দরগিলা। মাইয়াদের।

২. বরেন্দ্রী উপভাষায় অধিকরন কারকে ‘ত্’ বিভক্তি প্রয়োগ দেখা যায়।  
যেমন : মনে > মনত্ ; বুক > বুকত্ ; বাড়িতে > বাড়িত্ (বাইগন বাড়িত্ উভাও সার)

৩. বরেন্দ্রী উপভাষায় অতীত কালের উত্তম পুরুষে ‘লাম’; ভবিষ্যত কালের উত্তম পুরুষে ‘মু’, ‘j’ বিভক্তি দেখা যায়।  
যেমন : ‘কলা গাড়লাম সারি সারিরে’; ‘আর কতয়কাল রাখিম ডালিম চোরক দিয়া ফাঁকি।’; ‘মুই নারী ক্যামনে  
দিম্ পারি রো’

৪. বরেন্দ্রী উপভাষাতে গৌণ কর্মে ‘কে’, 'L' বিভক্তি দেখা যায়।  
যেমন : ‘হামাক দাও’ ; ‘অবোদ একটা পাগোলক্ ধরিয়া’ZZ

#### 4. "h%ɪmɛ Efi jɔj"

##### (L) Area hɪ HmɪLɪ x

"h%ɪmɛ Efi jɔj" রাঢ়ী উপভাষার মতোই বিস্তার লাভ করেছে। পূর্ববাংলার এটি প্রধান উপভাষা। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, নোয়াখালি, কুমিল্লা প্রভৃতি বিশাল এলাকা জুড়ে ‘বঙ্গালী উপভাষা’ fDmaz  
তবুও মনে রাখতে হবে, এই সব জেলা গুলির মধ্যে লোকমুখের উচ্চারণে আরও অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

(খ) বঙ্গালী উপভাষার উদাহরণ (ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত) :

ছাইকপাইলা পোলারে ! কি আর কমু? কোন্ হাত হাকালে কইচি - গরুডারে পানাইয়া বাজারে যা। এমন্ পোলা ! তা  
নিকথা হোনে ? কয়, হীতে ধরচে। দ্যাক্ , ঘাড়ড ধইরা লৈয়া আমু , মারুম গালে থাপরা।

#### (N) h%ɪmɛ Efi jɔjɪ ʰhɔɪ x

##### dɪaɪɪl ʰhɔɪ x

১. বঙ্গালী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য অপিনিহিতির সার্বিক প্রয়োগ। সাধারণ শব্দে তো বটেই, ‘ক্ষ’, "rɛ", " ", hɪ "k"-gmɪ  
যুক্ত শব্দেও অপিনিহিতি বর্তমান।

যেমন : করিয়া > কইর্যা ; ধরিয়া > ধইর্যা ; আজি > আইজ ; লক্ষ > লইক্খ ; ব্রাহ্ম > ব্রাইস্ম ; য' > kCɪz

২. h%ɪmɛ Efi jɔju pwhɔ "H" > ʰhɔ "Hɛɪ"z

যেমন : কেশ > ক্যাশ ; তেল > তাল ; দেশ > দ্যাশ ; কেন > ক্যান।

৩. h%ɪmɛ Efi jɔjɪ "l" J "s" Hɪ fDɔ ʰfɪkɪz Abɪv HC Efi jɔɪj "s" কে ‘র’ Hhw "l" কে ‘ড’ উচ্চারণ করে।

যেমন : তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো > তারাতারি বারি আইসো। চার > চাড, করি > কডি। ঘোড়ার গাড়ি > ঘোরার গারি।  
Oli jɔj > Os i jɪz

৪. বঙ্গালী উপভাষাতে অনেক সময় ‘ও’ > "E" Eɔɪl a quz

যেমন : কোদাল > কুদ্যাল ; কোপ > কুপ ; দোষ > দুষ। কোট > কুটা।

৫. বঙ্গালী উপভাষাতে ‘শ’ Hhw "p" স্থানে ‘হ’ Eɔɪl a quz

যেমন : শালা > হালা ; শাক > হাগ ; সকল > হগল ; বসো > বহো।



### 5. "Lj lʃf (h; l; Shwn) Efi joi'

#### (L) Area h; Hm; L; x

"Lj lʃf (h; l; Shwn) Efi joi' প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং পূর্ববঙ্গের শ্রীহরী, LjR;S, রংপুর ও ত্রিপুরা অঞ্চলে প্রচলিত।

HC Efi joi' অনেকটা বরেন্দ্রী ও অনেকটা বঙ্গালীর মিশ্রনে গড়ে ওঠেছে। কারো কারো ধারণা কামরূপী হলো কামরূপের leLvhā Efi joi, ai "h%qm'র রূপভেদ মাত্র। আবার কেউ কেউ মনে করেন - কামরূপীর পূর্বদিকের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য থেকেই অসমীয়া ভাষা গড়ে ওঠেছে।

#### (M) Lj lʃf Efi joi' tcn' x

তুই কোটে যাইস ?

j t LCmLja; k;h; d lQwz

কইলকাতা এক আজব শহর। পৃথিবীর সউগ দেশের মানসি সেটে দেখির পাবু।

Bph=L tce ?

বছর ডেরেক পাতে।

চিনির পাবুতো ? দেখিস ফির গোটায় বদলি না যাইস। আমার গুলার কতাও

মাঝে মাঝে মানত করবু।

#### (N) Lj lʃf Efi joi' 'hno' x

##### dlea; t' hno' x

১. উপভাষায় বরেন্দ্রীর মতো অপিনিহিতি আছে, তবে তুলনায় কম। যথা : আজি > আইজ।

২. Lj lʃf Efi joi' h%qm' j aC "l' Hhw "s'-এর বিপর্যয় ঘটে। যেমন : শাড়ী পরে বাড়ি যাবা > সারি পইর্যা বারি k; j z

৩. কামরূপী উপভাষাতে বঙ্গালীর মতোই চ > ঞস, ছ > স ; জ > দ, জ (Dz), T > z quz

৪. কামরূপী উপভাষাতে অনেক সময় 'ন' J "m'-এর বিপর্যয় ঘটেছে। যেমন - m; m' > e; m, m; m' > e; m z

অপরপক্ষে - Seef > Sme; tpeje > tpm; jez

৫. কামরূপী উপভাষায় পদের আদিতে মহাপ্রানব্যঞ্জন বজায় থাকে। কিন্তু পদের মাঝে বা শেষে থাকলে, তা আল্পপ্রানে f'lea quz

৬. Lj lʃf Efi joi' "n', "o', "p' phC "n' EpQ; t' a quz

৭. কামরূপীতে শব্দের 'অ' শ্বাসাঘাতের জন্য 'আ' উচ্চারিত হয়। যেমন - A'ta > B'ta ; Ap'm > Bp'm ; Lb; j > Ljb; z

৮. কামরূপীতে কখনো কখনো 'ও' > "E' হয়। যেমন - কোন > কুন, বোন > বুন।

৯. কামরূপী উপভাষায় অনেক সময় স্বরধ্বনিতে অনুনাসিকতা দেখা যায়। যেমন - Cq; j > Cq; j ; Eq; j > Eq; j z

১০. কামরূপীতে কখনো কখনো শব্দের অদিস্থিত 'র' d'le h'Shā qu Hhw "A' ধ্বনি রক্ষিত হয়। যেমন : রাতি > আতি ; l; jN > BN ; l; ip > Ai n

#### I'faj; t' hno' x

১. কামরূপী উপভাষাতে মুখ্যকর্মে ও গৌণকর্মে 'ক' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন : আমাকে ভাত দাও > হামাক বাত দ্যাও।

২. কামরূপী উপভাষাতে অধিকরণে 'ত' এবং অপাদানে 'থাকি' অনুসর্গ যোগ হয়। যেমন : 'ঘরত যামু'z "f; j'a'z "oI b; t' z

৩. Lj lʃf উপভাষাতে পুরুষভেদে সর্বনামের নিম্নোক্ত রূপ লক্ষ্য করি :

(ক) উত্তম পুরুষে 'মুই' - B; j l; z

(খ) মধ্যম পুরুষে 'তুই' - তোমরা।

৪. কামরূপী উপভাষাতে মধ্যম পুরুষের অতীতকাল ও ভবিষ্যৎকালে 'উ' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন : 'তুই করলু', "a'f L; h; z



5. Lj l ¼ উপভাষাতে ‘ই’ প্রত্যয় দেখিয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন : দেখি, পাই।
6. কামরূপীতে যৌগিক ক্রিয়াপদে খোয়া ধাতুর ব্যবহার আছে। যেমন - রাগ করা > ‘আগ খোয়া’; মনে লাগা > ‘মনত্ খোয়া’Z
7. কামরূপীতে ক্রিয়াপদের পূর্বে নঞর্থ উপসর্গের ব্যবহার দেখা যায়। (এ বৈশিষ্ট্য রাঢ়ীতেও আছে।  
যেমন : ‘না জাওঁ’; ‘না লেখিম্’ZZ



teachinns  
Text with Technology



## Sub unit - 5

### 1.5.1

### ধ্বনি (Sound)

#### (L) ধ্বনি x পদ : J Ecqle

ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান হল 'ধ্বনি'। মানুষ স্বেচ্ছায় তার বাগযন্ত্র থেকে বায়ুস্তরে শোনার মতো যে-স্পন্দন তোলে, তাকে 'ধ্বনি' বলে। যেমন : অ আ ই ঈ, ক খ গ্ শ্ হ - এদের উচ্চারণটুকুই ধ্বনি।

#### (M) ধ্বনি 'হ্রস্ব'

১। ধ্বনি একমাত্র মানুষেরই কণ্ঠজাত।

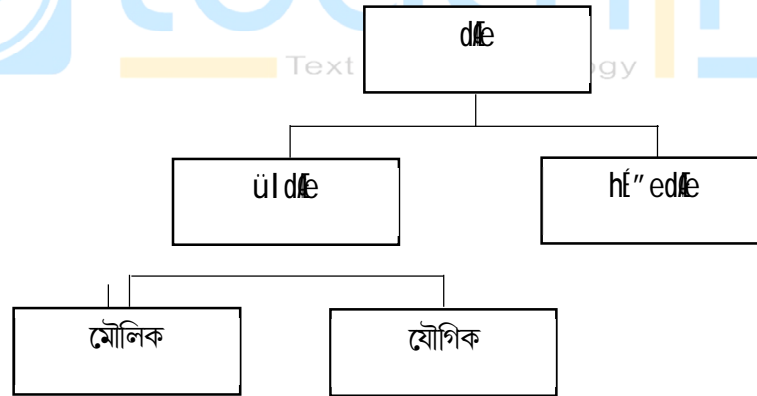
২। পশুপাখির ডাক বা পদার্থের ওপর আঘাত সৃষ্ট কোনো আওয়াজ ধ্বনি নয়।

৩। ধ্বনি নাহীন - তা কানে শোনা যায়।

৪। ধ্বনি চোখে দেখা যায় না। তাই ধ্বনি রূপহীন। তার কোনো চেহারা নেই - প্রতীক নেই।

৫। ধ্বনিকে রূপ দিলেই তার নাম হবে 'বর্ণ'। সুতরাং যা শোনার বিষয় তার নাম 'ধ্বনি' - আর সেই ধ্বনি যদি চোখে দেখার বিষয় হয়, তবে তার নাম হবে 'বর্ণ'। বর্ণ হল ধ্বনির প্রতীক। তাই ধ্বনি ও বর্ণ - একই জিনিস। যেমন - 'A' বললে যা শুনি - a-ই হলো 'ধ্বনি'। আর 'অ' লিখলে যা-দেখি তা-ই হলো বর্ণ।

৬। ধ্বনি হলো ভাষার সবচেয়ে ছোট উপাদান। অনেক ধ্বনি মিলে শব্দ--অনেক শব্দ মিলে বাক্য। অনেক বাক্য মিলে ভাষা। ধ্বনি > শব্দ > বাক্য > ভাষা।



ধ্বনি c=fLj - উচ্চারণ (উচ্চারণ) J ধ্বনি (ধ্বনি) zz



■ সর্বজনীন মৌলিক স্বরধ্বনির নামকরণ - উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে

	pjM üldē	কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি	f0Q;c üldē	
Ej0;h0Uk	C		E	pwĥa üldē
Ej0j dē	H		J	Adĥpwĥa
ēj j dē	Hē	B	A	Adĥĥa
ēj ĥ0Uk	Aēj		(B)	ĥĥa

সর্বজনীন মৌলিক স্বরধ্বনির নামকরণ

জিহ্বার অবস্থান ও ওষ্ঠের আয়তন অনুযায়ী মৌলিক স্বরধ্বনিগুলিকে তিন শ্রেণীতে চিহ্নিত করা যায় :

**HLz (L) (S)qĥ AhÜē Aek;uē fĥj fL;l ejLle**

1z "pĥjM üldē" x যে স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণ কালে জিহ্বা সাধারণত সামনের দিকে এগিয়ে আসে, তাদের সম্মুখ স্বরধ্বনি (Front Vowel) বলে। যথা - C, H, Hē, Aējz

2z "f0Q;v üldē" x যে স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণকালে জিহ্বা সাধারণত পিছনের দিকে যেতে থাকে, তাদের পশ্চাদ স্বরধ্বনি (Back Vowel) বলে। যথা - A, J, Ez

৩। 'কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি' : সম্মুখ ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনির মাঝে জিহ্বা রেখে যে-স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি (Central Vowel) বলে। যথা - Bz

**(M) (S)qĥ AhÜē Aek;uē ĥaĥ fL;l ejLIZ**

1z "Ej0 üldē" x যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চস্থানে অবস্থান করে, তাদের উচ্চাবস্থিত বা উচ্চ স্বরধ্বনি (High Vowel) বলে। যথা - C, Ez

2z "ējÄüldē" x যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা নিম্নে অবস্থান করে, তাদের নিম্নাবস্থিত বা নিম্ন স্বরধ্বনি (Low Vowel) বলে। যথা - Aēj, Bz

3z "Ej0j dē üldē" x যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা কিছুটা উচ্চে অবস্থান করে, তাদের উচ্চ-j dē üldē (High Middle Vowel) বলে। যথা - H, Jz

4z "ēj j dē üldē" : যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা কিছুটা নিম্নে অবস্থান করে, তাদের নিম্নমধ্য-üldē (Low Middle Vowel) বলে। যথা - Hē, Az

---উল্লিখিত উচ্চমধ্য ও নিম্নমধ্য স্বরধ্বনিগুলিকে সাধারণভাবে 'মধ্যস্বর' বলা হয়।

**দুই। ওষ্ঠের অবস্থা অনুযায়ী মৌলিক স্বরধ্বনির নামকরণ**

(1) "fĥp a üldē" x যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে ওষ্ঠ দুটিকে কমবেশী প্রসারিত করতে হয়, তাদের প্রসারিত বা প্রসৃত (Retracted) স্বরধ্বনি বলে। যথা - C, H, Hē, Aējz

(2) "Lĥ a üldē" x যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে ওষ্ঠ দুটিকে কমবেশী কুণ্ঠিত করতে হয়, তাদের কুণ্ঠিত (Rounded) স্বরধ্বনি বলে। যথা - A, J, Ez

### তিন। মুখবিবরের অবস্থান অনুযায়ী মৌলিক স্বরধ্বনির নামকরণ

1z "pwh̃a üld̃e" x যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবরের আয়তন সবচেয়ে কম থাকে, তাদের সংবৃত (Closed) üld̃e বলে। যথা - C, Ez

2z "hh̃a üld̃e" x যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবরের আয়তন সবচেয়ে বেশী হয়, তাদের বিবৃত (Opened) üld̃e বলে। যথা - B, Af̃z

3z "Ad̃hpwh̃a üld̃e" x যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে মুখবিবর কিছুটা সংবৃত থাকে, তাদের অর্ধ-pwh̃a (Half-closed) স্বরধ্বনি বলে। যথা - H, Jz

4z "Ad̃h̃hh̃a üld̃e" x যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে মুখবিবর কিছুটা বিবৃত (প্রসারিত) থাকে, তাদের অর্ধ-h̃hh̃a (Half-opened) স্বরধ্বনি বলে। যথা - A, Hē zz

### (২) যৌগিক স্বরধ্বনি (Dipthong) x "pāfr̃l'/'d̃ül'

১। যৌগিক স্বরধ্বনি : সংজ্ঞা

ভিন্ন ভিন্ন দুটি স্বরধ্বনির সাহায্যে গঠিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলা হয়। এর একাধিক নাম আছে - g̃nē üld̃e, d̃üld̃e, p̃d̃ül, p̃āfr̃l Caḥcz

বাংলা ভাষায় যৌগিকস্বর প্রধানভাবে ২টি--

$$I = (A + C)z \quad K = (A + E)z$$

-এই ২টি বাংলা বর্ণমালা রক্ষিত হয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এইরূপ ২৫টি যৌগিকস্বরের উল্লেখ করেছেন - যেগুলি (১) বর্ণমালায় প্রদর্শিত হয় নি, (২) যেগুলির ঐ, ও এর মতো পৃথক কোনো প্রতীক বা বর্ণ নেই, (৩) যেগুলিকে পাশাপাশি লিখে বা য-কারের সঙ্গে যুক্ত করে প্রকাশ করা হয়।

এগুলি হলো :

AJ	Au,	AB	
BC	Bu	BE	BF
ইয়ে	Cuḥ	ইয়ো	CE
EC	উয়ে	Euḥ	উয়ো
HC	Huḥ	এয়ো	HE
Af̃ju	Af̃J		
JC	Juḥ	Juḥ	Jez

### ২. যৌগিক স্বরধ্বনি : বৈশিষ্ট্য

১. যৌগিক স্বরধ্বনি প্রধানত ২টি স্বর দিয়ে গঠিত।
২. যৌগিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় তার গুনগত চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে।
৩. যৌগিক স্বরে ২টি স্বর-কোনোটিই পূর্ণাঙ্গস্বর নয়। অন্ততঃ দ্বিতীয় স্বরটি পরিপূর্ণ উচ্চারিত হয় না-ভাষাবিজ্ঞানীর মতে তা Ad̃h̃EjQ̃d̃ az
৪. যৌগিক স্বরের মতোই বাংলায় ত্রিস্বর, চতুঃস্বর আছে।  
d̃kj e-আইএ (খাইয়ে দাও), আওয়াই (চাওয়াই যায় না)।
৫. বাংলার বর্ণমালায় ব্যবহৃত প্রধান ২টি যৌগিক স্বরের উচ্চারণ স্থান নিম্নরূপ :  
"I" - 'ঐ' কণ্ঠ ও তালুর সাহায্যে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ 'ঐ' উচ্চারণকালে জিহ্বা তালুর গা ঘেঁসে কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়।  
সেজন্যে 'ঐ' L̃-aḥmh̃ē h̃z̃  
"K" - 'ও' কণ্ঠ ও ওষ্ঠের সাহায্যে উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ 'ও' উচ্চারণকালে জিহ্বা ওষ্ঠের গা ঘেঁসে কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়।  
সে-জন্যে 'ও' কণ্ঠাষ্ঠ বর্ণ।

## 6. I Hhw K-HI I ƒ x

I - ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত না-হলে - ঐ; যুক্ত হলে 'ঐ' (বৈ)।

K - ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত না-হলে - ও; যুক্ত হলে 'ও' (বৌ)।

## 5. hƒwm; hƒ"edƒ h; hƒ"ehZŒ(Consonant) গুলির উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণের প্রকৃতি

## 1. hƒwm; hƒ"edƒ h; hƒ"ehZŒ pw' ;

যে-সব ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া নিজেরা উচ্চারিত হতে পারে না, তাদের ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। ভাষাবিজ্ঞানের ভাষায় - যে-ƒed উচ্চারণকালে মুখবিবরের কোথাও না-কোথাও সম্পূর্ণ বাধাপায় কিংবা জিহ্বা, পেশী বা ওষ্ঠের দ্বারা শ্বাসবায়ু বেরোতে গিয়ে সাময়িক বাধা পায়, তাদের ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।

বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনি মোট ৩৬টি--

L M N O P	f g h i j
Q R S T U	k l m h n
V W X Y Z	o p q s t u
a b c d e	HR;Sj - w x

## ২. বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ বা বগীকরণ

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি সংস্কৃত ব্যঞ্জনধ্বনির অনুসরণে পরিকল্পিত। তাই এগুলির শ্রেণীবিভাগ বা বগীকরণ যথার্থ বিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়ে উঠেছে। প্রধানত দু-ভাবে এই ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির শ্রেণীবিন্যাস করা যায় :

(HL) "EƒŒ;IZ-স্থান" অনুসারে,

(CE) "EƒŒ;IZ-প্রকৃতি" অনুসারে।

## 2. (1) "EƒŒ;IZ-স্থান" অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বৈচিত্র্য ও শ্রেণীবিভাগ :

ব্যঞ্জনধ্বনি মানেই, যে ধ্বনি বাগযন্ত্রের কোনো না কোনো স্থানে বাধা পেয়ে বেরিয়ে আসে। মানুষের বাগযন্ত্রটি গঠিত হয়েছে অনুক্রমিকভাবে - কণ্ঠ, তালু, মুখ, দন্ত ও ওষ্ঠ দিয়ে। বাইরের দিক থেকে দেখলে ঠিক এর উল্টো পর্যায় পাবো - Jü, CŒ; মুখ, তালু ও কণ্ঠ। নিশ্বাসবায়ু বেরোবার সময় প্রথমে কণ্ঠে, তারপর তালুতে, তারপর মুখে, তারপর দন্তে এবং সর্বশেষ ওষ্ঠে বাধা পেয়ে বের হয়। তাই এই পারস্পর্য অনুসারেই ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির নামকরণও ঘটেছে। বাংলা বর্ণমালাও তদনুসারে সংগঠিত হয়েছে।

## EƒŒ;IZŒ; J ƒed ej LIZ

1z EƒŒ;IZŒ; (SƒŒ;Œ, ƒed ej (SƒŒ;Œ ƒed x

যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বামূলকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের জিহ্বামূলীয়ধ্বনি বলে। যথা : ক, খ, গ, ঘ, ঙ।

(এদের ক-hNŒ hm; qu)z

2z EƒŒ;IZŒ; a;mƒ ƒed ej a;mƒƒed x

যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি তালুকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের তালব্যধ্বনি বলে। যথা : চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। এছাড়া য, শ ধ্বনিও a;mƒƒed

3z EƒŒ;IZŒ; j ƒed ej j ƒed x

যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি মুখকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের মূর্ধন্যধ্বনি বলে।

kb; x V, W, X, Y, Zz HR;Sj o, s, ƒ এই তিনটিও মূর্ধন্যধ্বনি। স্মরণীয় যে, ƒ - ƒI EƒŒ;IZ hƒwm; i jo;u AeƒŒ;Œz

4z EƒŒ;IZŒ; CŒ; ƒed ej CŒ;ƒed x

যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি দন্তকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের দন্ত্যধ্বনি বলে। যথা - a, b, c, d, ez H R;Sj "p" - CŒ;ƒed

‘ন’ কে অনেকেই দন্ত্যমূলীয় ধ্বনি বলেন।

5z EƒŒ;IZŒ; Jü, ƒed ej Jüƒed x

যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি ওষ্ঠকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের ওষ্ঠ্যধ্বনি বলে। যথা - f, g, h, i, jz

6z EpQ|ZUjē cZjñ, dñel ej cZjññudñe x

যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি দন্তমূলকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের দন্ত্যমূলীয়ধ্বনি বলে। যথা - l, mz

7z Epচারণস্থান দন্ত ও ওষ্ঠ, ধ্বনির নাম দন্তোষ্ঠ্যধ্বনি :

যে ব্যঞ্জনধ্বনিটি উচ্চারণকালে দন্ত এবং ওষ্ঠ দুটিকেই স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাকে দন্তোষ্ঠ্য ধ্বনি বলে। সেটি হল - hz

৮। যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণকালে কণ্ঠকে স্পর্শ করে, তাদের কণ্ঠধ্বনি বলে। যথা হ, ঃ।

## 2. (২) উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বৈচিত্র্য ও শ্রেণীবিভাগ :

উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিকে ভাষাবিজ্ঞানীরা নিম্নোক্ত ভাগে বিন্যস্ত করেছেন :

### (1) Plosive (Plosive) x

যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি উচ্চারণকালে মুখবিবরের কোনো না কোনো স্থানকে সম্পূর্ণ স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের Plosive x স্পর্শবর্ণ বলে।

kbj x

L - hññ/ L - P a - hññ/ a - e

Q - hññ/ Q - U f - hññ/ f - j

V hññ/ V - Z

### (2) Spirants (Spirants) x

যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি উচ্চারণ কালে বায়ুর আংশিক বাধা পায়, এবং বায়ু বেরিয়ে আসার সময় শিস্ দেবার মতো এক প্রকার ধ্বনি নির্গত হয়, তাদের শিসধ্বনি বা উষ্মধ্বনি বলে। যথা ঃ শ, ষ, স, হ।

### (3) Affricate (Affricate) x

ঘৃষ্টধ্বনি হল স্পৃষ্টধ্বনি ও উষ্মধ্বনির যৌগিক রূপ। যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি প্রথমে স্পর্শ ধ্বনির মতো ও পরে উষ্মধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়, তাদের ঘৃষ্টধ্বনি বলে। যথা ঃ চ, ছ, জ, ঝ। উদাহরণ - Q = Lñ+ n; S = Nñ+ S; R = añ+ p - RjJujm (fñññññ EpQ|Z)z

### (4) Nasals (Nasals) x

যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি উচ্চারণ কালে শ্বাসবায়ু শুধু মুখ দিয়ে বের না-হয়ে মুখ ও নাক উভয় পথ দিয়েই বের হয়, তাদের নাসিক্য বা অনুনাসিক ধ্বনি বলে। যথা ঃ ঙ, ঞ, ণ, ন, ম। এছাড়া ঙ্ - HC cññ Añññসক ধ্বনি। কিন্তু এরা অন্য কোনো স্বরের সংযোগ ছাড়া উচ্চারিত হয় না (=কংস, চাঁদ)।

### (5) Trilled (Trilled) x

যে ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় জিহ্বার সামনের দিক সামান্য কম্পিত হয় তাকে কম্পিত ব্যঞ্জন বলে। যথা- lz

### (6) Flapped (Flapped) x

যে ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় জিহ্বা দ্বারা দন্তমূল তাড়িত হয়, তাকে বলে তাড়িত ব্যঞ্জন। যথা - s, t (ojs, ljt)z s, t উচ্চারণের সময় মনে হয় জিহ্বার অগ্রভাগের উল্টো দিক যেন মূর্ধা থেকে নীচের দাঁতের উপর আছড়ে পড়ছে - একেই বলছি তাড়না। সংস্কৃতে ড, ঢ ছিল না। ছিল ড, ঢ। বাংলায় এ দুটি নতুন।

### (7) Lateral (Lateral) x

যে ধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বার দুপাশ দিয়ে বায়ু নির্গত হয়, তাকে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে। যথা - m (j mu, mai)z



**(8) Aꞡꞡꞡꞡꞡ x**

যে ধ্বনিগুলি স্পর্শধ্বনি ও উন্মথ্বনির মধ্যে অবস্থান করে, তাদের অন্তঃস্থধ্বনি বলে। যথা- য, র, ল, বা। ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন - এদের কোনোটিই পূর্ণ ব্যঞ্জনধ্বনি নয়।

L) "k' (k = y), "h' (h = w) হলো 'অর্ধস্বর'।

খ) 'র', 'ল' হলো - a l m d e z H c w "Ad h e" e'

**2. (৩) উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে অতিরিক্ত আরেক ভাবেও শ্রেণীবিন্যস্ত করা যায় :****১। ঘোষ (সঘোষ) ধ্বনি (Voiced Sound) x**

যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণকালে সেই ধ্বনির সঙ্গে স্বরতন্ত্রী কম্পনজাত সুর বা ঘোষ মিশে থাকে, তাকে ঘোষ বা সঘোষ বা ঘোষবৎ ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।

যথা : বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ বা ধ্বনি।

L - বর্গের - N O Pz

a - বর্গের - c d e z

Q - বর্গের - S T Uz

f - বর্গের - h i j z

V - বর্গের - X Y Zz

(বাংলার ড ঢ = ঘোষধ্বনি)

**2। অঘোষ ধ্বনি (Voiceless/Breathed Sound) x**

যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণকালে সেই ধ্বনির সঙ্গে স্বরতন্ত্রীর কোনো কম্পনজাত সুর মিশে থাকে না, তাকে অঘোষ ধ্বনি বলে।

যথা : বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি

L - বর্গের - L, Mz

a - বর্গের - a, bz

Q - বর্গের - Q, Rz

f - বর্গের - f, gz

V - বর্গের - V, Wz

স্মর্তব্য : ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন সঘোষ ধ্বনিগুলি ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে অঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়। এই ঘোষ এবং অঘোষ উভয়প্রকার ধ্বনিগুলিকে দুভাবে ভাগ করা যায় : (ক) মহাপ্রাণ। (খ) অল্পপ্রাণ।

**(L) j q i f z (Aspirated) d e x**

যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রীতে উত্তীর্ণ হ ধ্বনি (মহাপ্রাণতা) মিশে থাকে, তাকে মহাপ্রাণধ্বনি বলে। (মহাপ্রাণধ্বনি উচ্চারণের সময় 'প্রাণ' বা শ্বাসবায়ু জোরে বেরোয় ও অধিক পরিমানে বেরোয়)।

যেমন : খ উচ্চারণে - উচ্চারিত হয় ক + হ মিলিয়ে।

তেমনি : ঘ উচ্চারিত হয় - গ + হ মিলিয়ে।

তেমনি : ছ = চ + হ। ঝ = জ + হ। ঠ = ট + qh Y = Xu + qh b = al + qh

বর্গের ২য় ও ৪র্থ ধ্বনিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে :

L - বর্গের - M, Oz

a - বর্গের - b, dz

Q - বর্গের - R, Tz

f - বর্গের - g i z

V - বর্গের - W, Yz

**(M) A o f f z d e (Un-aspirated) x**

যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রীতে উত্তীর্ণ হ ধ্বনি (মহাপ্রাণতা) মিশে থাকে না, তাকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। অল্পপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় 'প্রাণ' বা শ্বাসবায়ু ধীরে ও কম পরিমানে বেরোয়)।

যথা : বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি :

L - বর্গের - L, Nz

a - বর্গের - a, cz

Q - বর্গের - Q, Sz

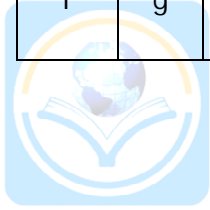
f - বর্গের - f, hz

V - বর্গের - V, Xz



### হাফ্‌জি উল্‌ জ হাফ্‌"এ খনির বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ

হাফ্‌ " এ দাফ্‌					A:U দাফ্‌	E: দাফ্‌	ü I দাফ্‌ ে	E:Q:Z Uে	E:Q:Z Uে Aek:uf দাফ্‌ ej LIZ
Øfnদাফ্‌									
অযোযধুনি		যোয ধুনি		e:qLে					
A0f- fZ	j qi- fZ	A0f- fZ	j qi- fZ						
						x, q		L~	Läদাফ্‌
L	M	N	O	P			A, B	Qqj ঙ্গ	Qqj ঙ্গদাফ্‌
Q	R	S	T	U		n, S	C, D, H, I	a:ma	a:mfদাফ্‌
V	W	X	Y	Z		o		j ঙ্গ	j ঙ্গদাফ্‌
		s	t					j ঙ্গ J c:z ঙ্গ	j ঙ্গ-c:z ঙ্গদাফ্‌
				e	l, m	p		c:z ঙ্গ	c:z ঙ্গদাফ্‌
a	b	c	d					c:z¹	c:zদাফ্‌
f	g	h	i	j			E, F, J, K	Jü	Jüদাফ্‌



Teachinns  
Text with Technology

## অক্ষর গঠনের প্রকৃতি

এই রূপায়ন সাধন করতে গিয়ে যে ভাষা ছিল মূলত মুখে বলার ও কানে শোনার জিনিস, মানুষ লিপির মাধ্যমে সেই ভাষাকে করেছে চোখে দেখার জিনিস, পড়ার জিনিস অর্থাৎ যেটা ছিল মূলত শ্রব্য, সেটাকে সে করেছে দৃশ্য। সুতরাং বলতে পারি লিপি হলো উচ্চারিত ধ্বনির দৃশ্য রূপায়ন যা স্থানান্তর যোগ্য এবং সংরক্ষণ যোগ্য।

মানব সভ্যতার খারক ও বাহকের এক অন্যতম মাধ্যম হলো লিপি। মানুষের জ্ঞান সাধনার সম্পদকে তার ভাব ভাবনার ফলগুলি দশজনের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য তাকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে। মুখের ভাষা সীমাবদ্ধ, - বহুদূরের মানুষকে বা অন্যকালের মানুষকে মুখের ভাষায় জানানো সম্ভব নয় বা সম্ভব হয় না। কেবলমাত্র লিপির মাধ্যমেই তা প্রকাশ করা সম্ভব। লিপিবদ্ধ দলিলের মধ্যে পড়ে প্রত্নলিপি, সাহিত্য ও ধর্মবিষয়ক পান্ডুলিপিগ্রন্থ ইত্যাদি এইগুলির মধ্যে ভাষার রূপ বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিবর্তন চিহ্ন বিধৃত থাকে।

আদিমকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত লিপির যে ক্রমবিকাশ তাতে মোটামুটিভাবে চারটি স্তরে দেখতে পাই। এই স্তরগুলি হলো - *Qeemcf, i;hmcf, Qeefal mcf Hhw dleemcfz*

চিত্রলিপির শেষ পর্বে চিত্রাঙ্কন অপেক্ষাকৃত সরলীকৃত হয়ে এসেছিল। তখন কোনো জিনিসের পুরো ছবি না ঐক্যে কয়েকটি রেখার সাহায্যে সংক্ষেপে জিনিসটি বুঝিয়ে দেওয়া হতো এর পরের ধাপে রেখাচিত্র ক্রমে কোন বস্তুকে না বুঝিয়ে বিশেষ ভাবে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হত। ভাবলিপি কলিফোর্নিয়াতে পাওয়া যায়।

০০৫ f1d4m6f Uরে অঙ্কিত চিত্র...0m E fUjrf hUj বা ভাবের প্রতীক না হয়ে সেই উপস্থাপাবসু বা ভাবের নামবাচক শব্দ বা ধ্বনি সমষ্টির প্রতীক হয়ে উঠল। যেমন - একটি লোক তার মুখের কাছে হাত এনে বলে আছে - H RthW "wnm'- nēW। প্রতীক ছিল। আর এই শব্দের অর্থ ছিল খাওয়া। ধীরে ধীরে চিত্রপ্রতীক লিপি ধ্বনি লিপিতে উদ্ভূত হলো।

## (০) ধ্বনিগুণ x-

চিত্র প্রতীকগুলি যখন বস্তু বা ক্রিয়ার প্রতীক না হয়ে ধ্বনিগুণের প্রতীক হয়ে উঠলে তখন লিপি হয়ে উঠল ধ্বনিলিপি। এই ধ্বনিলিপিরও কয়েকটি স্তর আছে। ধ্বনিলিপির প্রথমস্তরে একটি প্রতীকের মাধ্যমে একটি শব্দকে বা একাধিক ধ্বনির সমবায়কে বোঝাতো। ধ্বনির এই প্রথম স্তরের নাম শব্দ লিপি।

পরবর্তীকালে শীর্ষনির্দেশ (Acrology) আরও সরলীকৃত হয়ে যে লিপি পদ্ধতির জন্ম হলো তাকে বলে অক্ষর লিপি। অক্ষর হলো নিঃশ্বাসের এক ধাক্কায় যতটা উচ্চারিত হয়, ততটা ধ্বনি বা ধ্বনিগুণ। অক্ষর লিপিতে এক একটি রেখাচিত্র এক HLA অক্ষরের প্রতীক হয়ে উঠল

যেমন -  $L = (L + A)Z$

বাংলা স্বরবর্ণ নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারলেও বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ নিজে থেকে উচ্চারিত হতে পারে না। তাই রোমানীয় লিপি কেবলমাত্র বর্ণলিপি হলেও বাংলা লিপি কিছু অক্ষর লিপি এবং কিছু ধ্বনি লিপির সমন্বয়ে গঠিত। যেমন -

হাওয়া Ari ধ্বনি -  $L = LU + A$

$M = MU + A$

$N = NU + A$  Caŋtɕz

হাওয়া dŋeŋtɕf হা hZŋtɕf x-

A, B, C, D, E Caŋtɕz

এভাবে চিত্রলিপি, ভাবলিপি; চিত্রপ্রতীক, শব্দ লিপি, অক্ষরলিপি ও বর্ণলিপির মাধ্যমে ধাপে ধাপে অন্যান্য আধুনিক লিপির মতো বাংলা লিপিরও উদ্ভব হয়েছে।



teachinns  
Text with Technology

## 1.5.3

## dɛfɔhaɪ

## 1z "dɛ" (Sound)

মানুষের ইচ্ছায়, তার গলা থেকে নিঃসৃত স্বর, বায়ুস্তরে শোনার মতো যে স্পন্দন তোলে, তাকে বলে ধ্বনি। যেমন - A, B, C, E, H, I, L, N, n - এদের উচ্চারণটুকুই 'ধ্বনি'। কথা বলা বা গান করার সময় আমাদের গলা থেকে স্বর বের হয়। তা বেরিয়ে বায়ুতে আঘাত করে। তাতে যা উৎপন্ন হয়, তা-ই 'ধ্বনি'। 'ধ্বনি' আমরা কানে শুনি, চোখে দেখি eɪz AhnɪC i jɔj J RɪC-বিজ্ঞানে পশু পাখির ডাক বা পদার্থের আঘাতে সৃষ্ট ধ্বনিকে 'ধ্বনি' বলে না। সেখানে একমাত্র মানুষের কণ্ঠ জাত ধ্বনিই 'ধ্বনি'। সুতরাং 'ধ্বনি' হলো মানুষের কণ্ঠ জাত, মানুষের ইচ্ছায় সৃষ্ট, মানুষের শ্রুতিগ্রাহ্য। তার রূপ নেই, তবে প্রতীক দিলে তার নাম হবে 'বর্ণ'।

## "dɛ" cɜfɪlɪ - "ɪldɛ" J "hɪ"e dɛ'z

(ক) যে-ধ্বনি মানুষের গলা থেকে স্বাভাবিকভাবে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট উচ্চারিত হয়, তাকে স্বরধ্বনি বলে। যেমন - A B C D  
fɪ tɛz

(খ) যে-ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত হয়, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যেমন - L M N O P fɪ tɛz

## ২। ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

ভাষা নদীর স্রোতের মতো। নদীর মতোই সে প্রবাহমান। নিজেকে সর্বদাই সে সজীব রেখে চলেছে। নদীর মতোই সে গতিপথ বদলে দেয়। এই রূপ-বদলের মূলে আছে তার 'ধ্বনি' গুলির পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তন প্রথম দেখা যায় মানুষের মুখের i jɔjuz

যেমন - 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে গদাধর চন্দ্র বলেছে :

‘ডুডুও খাবো, টামাকও খাবো’।

ধ্বনিপরিবর্তনের এ এক চমৎকার উদাহরণ। আসল ধ্বনি ছিল - দুধও খাবো, তামাকও খাবো। এখানে 'দু' ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে 'ডু' হয়েছে, 'ধ' ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে 'ডু' হয়েছে, 'তা' ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে 'টা' হয়েছে। এই হলো ধ্বনি পরিবর্তন।

ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ অনেক। কিন্তু এই কারণ গুলি সব ভাষার ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য নয়। বাংলা ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের যে-কারণ গুলি আছে, ইংরেজি বা ফরাসী ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের পেছনে সে কারণ গুলি প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে স্বীকার্য যে, ধ্বনিপরিবর্তনের পেছনে সর্বাধিক দায়ী ধ্বনি উচ্চারণ-Lɪf jjeθz

## ৩. ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা ও চারটি সূত্র

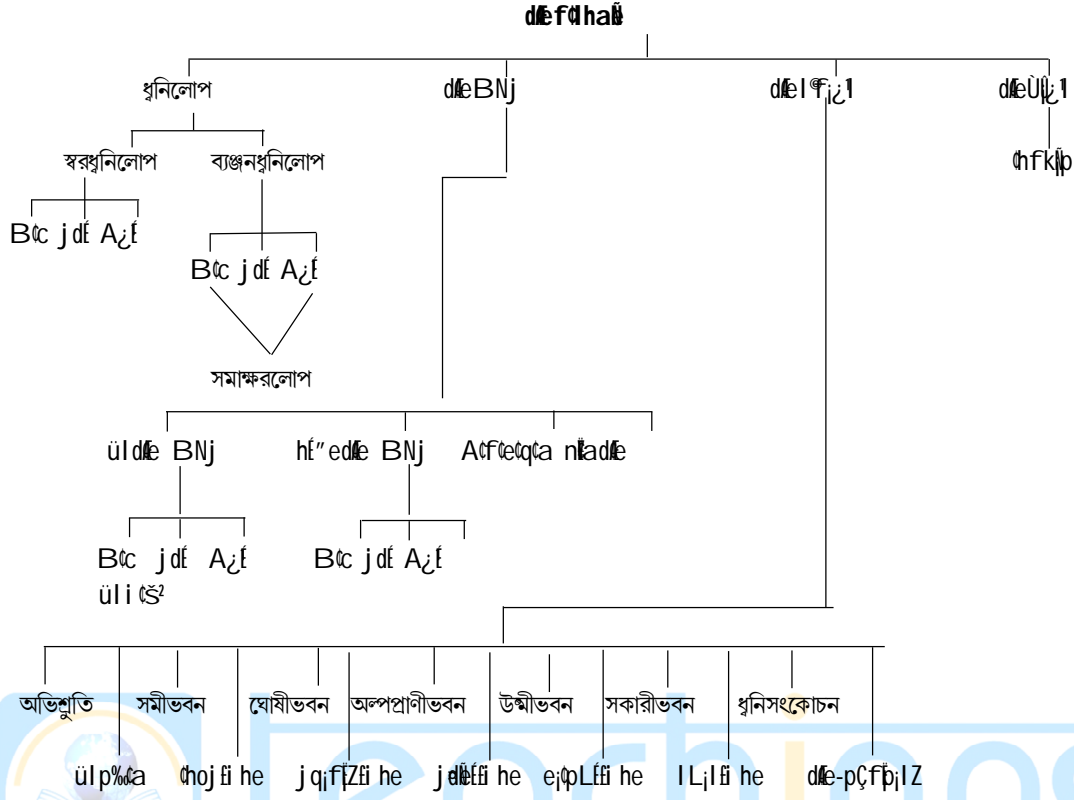
যে কোনো ভাষার পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে, সেখানে বহু বিচিত্র ভাবেই ধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে। কিভাবে, কোন্ পরিস্থিতিতে পরিবর্তন ঘটেছে, ভাষা-বিজ্ঞানীরা সে-নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁরা চারটি সূত্র আবিষ্কার করেছেন। সেগুলি হলো :

এক ।। ধ্বনি লোপ।

cɛ zz dɛ BNj z

tɛe zz dɛ lɪɪz

Qɪ zz dɛ ɪlɪɪz



### এক ১১. ‘ধ্বনি লোপ’

শব্দ উচ্চারণের সময় ‘শ্বাসাঘাত’, ‘দ্রুততা’, ‘অসাবধানতা’ ও ‘অনুকরণ ত্রুটি’-র জন্যে শব্দের কোনো কোনো ধ্বনি স্থলিত হয়ে পড়ে, ক্রমশঃ তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। একেই বলে ‘ধ্বনিলোপ’। ধ্বনিলোপ দুই প্রকার - (A) স্বরধ্বনিলোপ, (আ) ব্যঞ্জনধ্বনিলোপ। ধ্বনিলোপের আর একটি সূত্র - সমধ্বনিলোপ বা সমাক্ষরলোপ।

#### (A) ūldē-লোপ x

স্বরধ্বনিলোপ তিন প্রকার - Bṭcūl-লোপ, মধ্যস্বর-লোপ ও অন্ত্যস্বর-লোপ।

##### 1. Bṭcūl-লোপ x

কোনো কোনো সময় আদি ছাড়া অন্যস্বরে শ্বাসাঘাত পড়লে, আদি স্বরটি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে এক সময় লোপ হয়ে যায়। একে বলে আদিস্বর-লোপ।

যেমন : ওঝা > Tjz Eūj l > d j l z B R m > R m z B m j h > m j E z

##### 2. j dēūl-লোপ :

কখনো কখনো শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়লে, শব্দের মধ্যবর্তী স্বরধ্বনি দুর্বল হয়ে ক্রমশঃ লোপ পায়। একেই বলে j dēūl-লোপ।

যেমন : গামোছা > Nj R j z L m L j a j > L m L j a j e ṭ a S i j j C > e ṭ a S i j j C

i N e f > i N l z

##### 3. Aṭfūl-লোপ :

কখনো কখনো শব্দের আদি অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়লে, অন্ত্যস্বর ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে লোপ পায়। তাকেই অন্ত্যস্বর লোপ বলে।

যেমন : ভিন্ন > ṭ i e z l j ṇ > l j n z ṭ e a f > ṭ e a f A N e > B N z

**(আ) ব্যঞ্জনধনিলোপ :**

ব্যঞ্জনধনি লোপের উদাহরণ দুর্লভ। যদিও বা মধ্যব্যঞ্জন লোপের উদাহরণ দু-চারটি মেলে, আদি ও অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপের নিদর্শন পাওয়া দুষ্কর। তবুও পন্ডিতেরা কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। যেমন -

১. আদিব্যঞ্জন লোপ - nñje > jñje, ðh̥ɹ̥ > ðaɹ̥ ðje > bjez
২. মধ্যব্যঞ্জন লোপ - f̥iɹ̥L̥iɹ̥ > f̥iɹ̥L̥iɹ̥, nNim > ñBmz gm̥q̥il > gm̥ilz
3. অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ - pM̥e > pCz eɹ̥q̥ > eɹ̥Cz N̥je > N̥jz hsc̥c̥j > hsc̥jz hE̥c̥c̥ > hE̥c̥z

**(ই) সমাক্ষরলোপ :** পাশাপাশি অবস্থিত দুটি সমাক্ষর বা সমধ্বনির একটি লোপ পেলে সমাক্ষর লোপ পায়। যেমন -

hsc̥c̥j > বড়দা। ছোট কাকা > ছোটকা।

jMM̥je > মুখানি। লৌকিকতা > লৌL̥ajz fVm̥maj > fmajz

**c̥ & z̥ "d̥e-BNj"**

উচ্চারণে সরলতা বা সৌন্দর্য আনার জন্য অনেক সময় শব্দের আদি, মধ্য বা অন্তে স্বর বা ব্যঞ্জন ধ্বনির আগম ঘটে, তাকেই বলে 'ধ্বনি-BNj' z̥ d̥e BNj c̥ & f̥L̥i (A) üld̥e BNj; (B) h̥f̥"ed̥e BNj

**(A) üld̥e BNj x**

উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের কোনো স্থানে স্বরের আগমনকে স্বরধ্বনি আগম বলে। স্বরধ্বনি আগম তিন প্রকার :

1. B̥c̥ ülj̥Nj
2. j̥d̥e ülj̥Nj h̥j̥ ülj̥i̥ ʃ̥?
3. Ḁɹ̥ülj̥Njz

**1. B̥c̥ ülj̥Nj x**

শব্দের আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে, কখনো কখনো তার উচ্চারণ সৌকর্যের জন্য তার আগে একটি স্বরধ্বনি এসে যায়। তাকেই আদিস্বরাগম বলে।

যেমন : ʃ̥f̥d̥j̥ > B̥ɹ̥f̥d̥j̥ üh̥ > C̥üñz̥ ü̥ > C̥üf̥z̥ ü̥ > C̥üñz̥

স্টেশন > ইন্সটেশন। স্পিরিট > C̥üñz̥ V̥z̥

**2. j̥d̥e ülj̥Nj h̥j̥ ülj̥i̥ ʃ̥? h̥f̥Loñx**

উচ্চারণ সৌকর্যের জন্য কখনো কখনো শব্দের মধ্যবর্তী যুক্তব্যঞ্জন ভেঙ্গে তার মধ্যে স্বরধ্বনির আগম ঘটলে, মধ্যস্বরাগম হয়। একেই স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে।

ɹ̥k̥je x̥ i̥ ʃ̥? > i̥ L̥caz̥ j̥ʃ̥? > j̥ɹ̥h̥aj̥z̥ L̥j̥l̥ > L̥ij̥z̥ ɹ̥g̥j̥ > ɹ̥g̥m̥j̥z̥

শ্লোক > শোলোক। প্রীতি > ɹ̥f̥l̥h̥az̥

**3. Ḁɹ̥ülj̥Nj x**

উচ্চারণ সৌকর্যের জন্য শব্দের অন্তে স্বরধ্বনির আগম ঘটলে তাকে অন্ত্যস্বরাগম বলে।

যেমন : পিঙ > ɹ̥f̥äz̥ c̥ > দুই বেষ > বেষি। নস্য > e̥p̥f̥z̥ pḁf̥ > p̥ḁf̥z̥ L̥s̥j̥ > L̥s̥j̥C̥z̥

**(B) h̥f̥"ed̥e BNj x** উচ্চারণ সুবিধার জন্য শব্দের কোনো কোনো স্থানে ব্যঞ্জনধ্বনি আগম হলে তাকে ব্যঞ্জনাগম বা ব্যঞ্জনধ্বনি আগম বলে। তবে স্বরধ্বনি আগমের মতো ব্যঞ্জনধ্বনির আগম বেশী মেলে না - কিন্তু বিরল নয়। শব্দের আদিতে h̥f̥"e̥lj̥Nj f̥d̥j̥z̥

1. B̥c̥ h̥f̥"e̥lj̥Nj - JS̥j̥ > রোজা। উই > I̥C̥z̥ Ef̥L̥b̥j̥ > রূপকথা। ওমলেট > মামলেট।
2. Ḁɹ̥h̥f̥"e̥lj̥Nj - e̥je̥ > e̥je̥ez̥ h̥y̥ > h̥ym̥z̥ S̥j̥ > S̥j̥ez̥ p̥f̥j̥j̥ > p̥f̥j̥je̥z̥ h̥j̥h̥ > বাবুন। খোকা > খোকন।



**(C) Aftēḡa (Epenthesis) x**

শব্দের মধ্যে ‘ই’ বা ‘উ’ থাকলে, সেই ‘ই’ বা ‘উ’ যথা-নির্দিষ্ট স্থানের আগেই উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে।  
ckje x

১. ‘ই’ কারের অপিনিহিতি : রাতি > I;Caz BtS > BCSz Ldu; > LCIf;iz NyV > NyCVz f;M > f;CMz Q;d > Q;Clz

২. ‘উ’ কারের অপিনিহিতি : সাধ > p;Edz j;bb; > j;Eb;iz j;Rb; > j;ERb;iz e;Vb; > e;EVb;iz j;Wb; > j;EWb;iz i;ab; > i;Eab;iz

অপিনিহিতি নামটি দেন ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার। উক্ত সংজ্ঞাটিও তাঁরই দেওয়া। পশ্চিমবাংলা ‘রাঢ়ী’ উচ্চারণে এখন অপিনিহিতি মেলে না। এখন বাংলাদেশের লোকদের মৌখিক উচ্চারণে অপিনিহিতি প্রচুর। তবে রাঢ়েও যে একদা অপিনিহিতি ছিল, তার প্রমাণ মেলে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে : ‘কার সনে দ্বন্দ্ব ‘কইর্যা’ চক্ষু কৈলা রাতা।’ কিংবা লোচন দাসের গানে : ‘আঁখির জলে বুক ভিজিল ‘ভাইস্যা’ গেল পাটা।’

৩. সুকুমার সেন বলেন, যুগ্ম-ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বে ‘ই’কার আগম হলে অপিনিহিতি হয়। যেমন : বাক্য > h;C, iz mr > mCLWz kr > যইগুগৌ ইত্যাদি।

**(D) "nāde" (Glide) x**

পাশাপাশি দুটি ধ্বনির উচ্চারণ কালে, অসাবধানতাহেতু কিংবা উচ্চারণ-সৌকর্যের জন্যে, ঐ দুটি ধ্বনির মাঝখানে তৃতীয় একটি ধ্বনি এসে গেলে, তাকে শ্রুতিধ্বনি বলে। যেমন -

nNjm > nBm > শিয়াল। এখানে প্রথমে ‘গ’ - এর লোপ, পরে ‘য়’ এর আগম। তেমনি বানর > h;C;Cl (f;h;w, এখানে ‘দ’ - H BNj) > h;C;Cl (B. h;w- O;C;h;C;Cl ( ) BNjz

nāde f;h;ea c;Lj - ‘য়’ শ্রুতি ও ‘ব’ শ্রুতি। এছাড়া ‘দ’, ‘ল’ প্রভৃতি শ্রুতিও আছে।

(1) u-শ্রুতি : দুই ধ্বনির মাঝে ‘য়’ - এর আগম ঘটলে ‘য়’ শ্রুতি। যেমন - p;NI > p;AI > সায়া। লোহ > নোয়া।

এখানে ল > ন উচ্চারিত হয়েছে। ‘হ’ লোপ পেয়ে, অ এসেছে। সেই ‘অ’ > ‘য়’ হয়েছে।

(2) h-শ্রুতি : দুই ধ্বনির মাঝে ‘ব’ - এর আগম ঘটলে ‘ব’ শ্রুতি হয়। তবে বাংলায় অন্তঃস্থ ‘ব’ নেই বলে লেখা হয় -

উঅ, ওঅ, ওয়া। যেমন, যা + আ = যাওয়া (এখানে যথার্থ বানান হওয়া উচিত ছিল ‘যাবা’। তেমনি - n;L > n;AI

> শূওর, শূয়োরা। এছাড়া : Text with Technology

(৩) ‘হ’ আগম হলে হ শ্রুতি - বেয়ারা > h;q;Ij, I;SLh > I;Em > I;ymz

(৪) ‘দ’ আগম হলে ‘দ’ শ্রুতি - h;el > বাদর, জেনারেল > জাঁদরেল।

(৫) ‘র’ আগম হলে ‘র’ শ্রুতি - f; > f;I;Oz

**ḡae zz dēl;iz1**

শব্দের মধ্যে যদি কোনো স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি স্থান পরিবর্তন করে, বা একটি অপরের সঙ্গে বিনিময় করে, তখন তাকে ধ্বনিরূপান্তর বলে। ধ্বনিরূপান্তর বহু রকম।





সম্বোধন যদি অঘোষ হয়, তাহলে অঘোষীভবন হয়। যেমন - Ahpl > Afpl, Rjc > Rja, fifts > fhts, hswjLl > hVWjLl (i j p\*)z

বর্ণের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ বা ধ্বনি এবং ‘হ’ বর্ণ হলো মহাপ্রাণবর্ণ। মহাপ্রাণবর্ণের প্রভাবে অল্পপ্রাণবর্ণ যদি মহাপ্রাণবর্ণের মতো উচ্চারিত হয়, তবে তাকে মহাপ্রাণীভবন বলে। যেমন - fɪn > gypz θɦɦq > θɦ jz ðɦ̃ > bɪjz

মহাপ্রাণধ্বনির প্রভাব ছাড়াই যদি কোনো অল্পপ্রাণধ্বনি মহাপ্রাণিত হয়, তখন তাকে স্বতঃমহাপ্রাণীভবন বলে। যেমন -  
 ʈʰiL > পুঁথি (এখানে ত > থ, কোনো মহাপ্রাণধ্বনির প্রভাব নেই)। তেমনি - Siʈi > টি, ɔʈʰi > খেলা, kiʈiŋ >  
 কলি

মহাপ্রাণধ্বনি অল্পপ্রাণধ্বনিতে পরিণতি হলে, অল্পপ্রাণীভবন হয়। যেমন - LIR > LqR, cd > cēz n<sup>m</sup>Mm > ŋLmz qŋ<sup>l</sup>  
> q> > qjaz j qŋŋ > j jNŋŋz

G, I, 0 - এর প্রভাবে দন্ত্যবর্ণ মুর্খ্যবর্ণে পরিণত হলে মুর্খ্যনীভবন হয়। যেমন - jĩŁĩ > jĩŴ, rĩ > Mĩ, hũ > বড়ো, চতুর্থ > চৌঠা।

কারো প্রভাব ছাড়াই দন্ত্যবর্ণ মূর্ধ্যাবর্ণে রূপ পেলে স্বতঃমূর্ধ্যনীভবন হয়। যেমন -  $h_{im}a > h_{im}wz \quad fa_{\%} > g_{\%}sz$   
 $fa_{\%} > f_{\%}sc > পাডো$

ফ্রিউচ্চারণ কালে (ক) শ্বাসবায়ু পূর্ণ বাধা পেলে স্পর্শধ্বনি (= ক-j) qu, (M) আংশিকবাধা পেলে উষ্মধ্বনি (= শ য স হ) হয়। কিন্তু (গ) স্পর্শধ্বনি উচ্চারণে যদি পূর্ণ বাধা না-ফিউ - আংশিক বাধাপায়, তবে সেই স্পর্শধ্বনি উষ্মধ্বনিতে রূপ পায়। একেই বলে উষ্মীভবন। প্রধানত চ-গ্রামী উপভাষায় উষ্মীভবন লক্ষ্য করা যায় (রাঢ়ী উচ্চারণে নেই)। যেমন - L<sub>1</sub>mfɪʃi > M<sub>1</sub>. mf gʃi (Xalifuza), gʃh (Phul) > gʃh (fool), hɪcj > h<sub>1</sub>. c<sub>1</sub>. j.z

নাসিক্যধ্বনি (= ঙ ঞ ণ ন ম) যদি নিজে লুপ্ত হয় এবং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করে তোলে, তাহলে তাকে নাসিকীভবন বলে। যেমন - qwp > q̃wp, cɟ¹ > c̃ɟa, pãt̃j > p̃ɬz

নাসিক্যধ্বনির লোপ বা প্রভাব ছাড়ই যদি অকারণে কোনো ধ্বনি অনুনাসিক হয়ে ওঠে, তবে তাকে স্বাতেনাসিকীভবন বলে। যেমন -  $f\theta l > f\theta z \text{ } \emptyset l > \text{ইটা}$  পেচক  $> \text{পেঁচা}$ , যুথী  $> \text{সুঁচ}$ ,  $p\theta > R\theta z \text{ } q:p f j a m > q:p f j a m z$

উদ্ভাবনের জন্য যদি পৃষ্ঠ বা ঘৃষ্টধ্বনি স (s) n (f) S (r) -তে পরিণত হয়, তবে তাকে সকারীভবন বলে। প্রধানত পূর্ববঙ্গের একটি উপভাষাতেই সকারী ভবনের ছড়াছড়ি। যেমন - খেয়েছে > খাইসে, গাছ > গাস, আছে > আসে।

**(13) ILiIð he (Photacism) x**

"p' (s) kC প্রথমে 'জ' (z) এবং পরে 'র' (r) - তে পরিণত হয়, তাকে রকারীভবন বলে। যেমন - àicn > chjSp  
> hjl p > hjlq > hjl; f' cn > fæXq > felz

**(14) dE-সংকোচন (Contraction) x**

দ্রুত উচ্চারণে কোনো কোনো সময় শব্দের সবকটি ধ্বনিই আমরা উচ্চারণ করি না - কিছু ধ্বনি মিলে তার সংক্ষিপ্ত রূপ EjdilZ  
করি। একে বলে ধ্বনি সংকোচন। যেমন - যাহা ইচ্ছা তাই = যাচ্ছেতাই, বাঁকুড়া > বাঁকুড়ো, পরিষদ > folz mh% > mw  
(hyLkij)z Cæ-q-Bp > Cæqjipz

**(15) dE-fp;IZ (dE-বিস্ফোরণ) (Expansion) x**

দীর্ঘ বা ধীর উচ্চারণে কোনো কোনো সময় আমরা শব্দের নির্দিষ্ট সংখ্যক ধ্বনিকে বাড়িয়ে উচ্চারণ করি, তাকে প্রসারণ বলে।  
যেমন - পর্তুগীজ পেরা > বাংলা পেয়ারা; স্মান > peje zz

**Q;I zz dE-Üð;1**

শব্দের মধ্যে একটি ধ্বনি অন্য ধ্বনির স্থানে গেলে, বা ধ্বনিগুলি পরস্পর স্থান বদল করলে, 'ধ্বনি-স্থানান্তর' হয়। প্রধানত বিপর্যাসের  
(= বিপর্যয়) মাধ্যমেই স্থানান্তর ঘটে।

**ðfklp (Metathesis) x** একটি শব্দের মধ্যে যদি দুটি ধ্বনি পরস্পর স্থান বিনিময় করে তাহলে বিপর্যাস ঘটে। যেমন -  
jæV > jæL; ðLp; > ðpL; qæ > cq > qcZ Sjeimj > Simjei, hLp > hplL, SfhjZæ > hSjZæ

এছাড়া 'জোড়কলম শব্দনির্মাণ', 'মিশ্রণ' প্রভৃতি আরো বহুবিধ কারণে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। যেমন - জোড়কলম শব্দ  
নির্মাণে - qyp + Sijl' > "qypSijl'z æ00m + Qf > æ00f zz



Teachinns  
Text with Technology

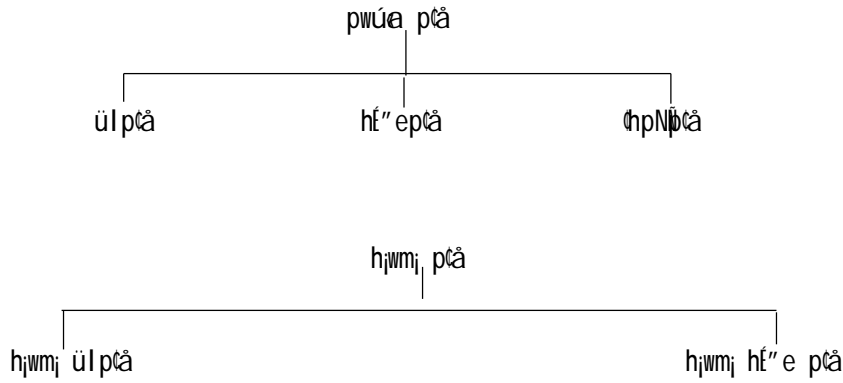
## Sub Unit - 6

### 1.6.1

পট

পট x পরস্পর সম্মিত দুটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে।

সন্ধির প্রকারভেদ :



উপপট x স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের যে মিলন হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে।

(1) "A'-Lj| Lwhj "B'-কারের পর 'অ'-Lj| Lwhj "B'-কার থাকলে উভয় মিলে 'আ'-কার হয় ; সেই 'আ'-Lj| পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

পট	EcqlZ
A + B = B	üjüš = ü + Buš ; qpwqipe = qpwq + Bpe
B + B = B	pejdj  = সুখা + আধার ; কল্পনালোক = কল্পনা + আলোক
B + A = B	fšj  = fšj + A  ; kb  = kb  + A
A + A = B	বেদান্ত = বেদ + অন্ত ; অপরাহ = অপর + অহ

(2) C-Lj| hj D-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঈ-কার হয় ; সেই ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

পট	EcqlZ
C + C = D	lh  = lh  + C  ; Ai  = Ai  + C
C + D = D	nl  = nl  + Dn ; fl  = fl  + Dr
D + C = D	pe  = pe  + C  ; pa  = pa  + C
D + D = D	fb  = fb  + Dn ; n  = n  + Dn

(3) "E'-কার বা 'উ' কারের পর 'উ'-Lj| hj "F'-Lj|র থাকলে উভয়ে মিলে 'উ'-কার হয় ; সেই 'উ'-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

পট	EcqlZ
E + E = F	LVš = LVš + Eš ; j  = j  + E
E + F = F	m  = m  + Fj  ; Ae  = Ae  + Fd
F + E = F	hd  = hd  + Ecu ; hdyph = hd  + Evph
F + F = F	plk  = সরয়ু + উর্মি ; ভূর্ষ = ভূ + উর্ষ

4) "A'-Lj| Lwhj "B'-কারের পর 'ই'-Lj| Lwhj "D'-কার থাকলে উভয়ে মিলে 'এ'-কার হয় ; সেই 'এ'-কার পূর্ববর্গে যুক্ত হয়।

pñ	EcqI Z
A + C = H	স্বচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা ; পূর্ণেন্দু = পূর্ণ + ইন্দু
A + D = H	রাজ্যেশ্বর = রাজ্য + ঈশ্বর ; ভবেশ = ভব + ঈশ
B + C = H	যথেষ্ট = যথা + ইষ্ট ; সুধেন্দু = সুধা + ইন্দু
B + D = H	সহেশান = সহা + ঈশান ; সারদেশুরী = সারদা + ঈশান

5) "A'-Lj| Lwhj "B'-কারের পর 'উ'-Lj| h; "F'-কার থাকলে উভয়ে মিলে 'ও'-কার হয় ; সেই 'ও'-কার পূর্ববর্গে যুক্ত হয়।

pñ	EcqI Z
A + E = J	দামোদর = দাম + উদর ; রাসোৎসব = রাস + উৎসব
A + F = J	চঞ্চলোর্মি = চঞ্চল + উর্মি ; পর্বতোর্ত্তে = পর্বত + উর্ত্তে
B + E = J	মহোপকার = মহা + উপকার ; বিদ্যোপার্জন = বিদ্যা + উপার্জন
A + F = J	নবোঢ়া = নবা + উঢ়া ; মহোর্মি = মহা + উর্মি

6) "A'-Lj| Lwhj "B'-কারের পর 'ঋ'-কার থাকলে উভয়ে মিলে 'অব্' এর 'অ' পূর্ববর্গে যুক্ত হয় এবং 'ব্' রেফ ( ' ) হয়ে পরবর্গের ক্ষেত্রে 'রেফ' মাথায় বসে।

pñ	EcqI Z
A + G = All	দেবর্ষি = দেব + ঋষি ; বিপ্রর্ষি = বিপ্র + ঋষি
B + G = All	j qoñl = j qñ + Gñ ; j qoñl = j qñ + Goñ
A + Ga = Ball	nñajall = nñaj + Ga ; cññajall = cññaj + Ga
B + Ga = Ball	বেদনার্ত্ত = বেদনা + ঋত ; পিপাসার্ত্ত = পিপাসা + ঋত

7) "A'-Lj| Lwhj "B'-কারের পর 'এ'-কার কিংবা 'ঐ' থাকলে উভয়ে মিলে 'ঐ'-কার হয় ; সেই 'ঐ'-কার পূর্ববর্গে যুক্ত হয়।

pñ	EcqI Z
A + H = I	S°eL = Se + HL ; Q°aoZj = Qa + HoZj
A + I = I	j°aLñ = ja + I Lñ ; Q°ñññl = Qññ + I nññl
B + H = I	p°ch = pcñ + Hñ ; a°bh = abñ + Hñ
B + I = I	j°qñkñl = j qñ + I nññl ; j°qñlha = j qñ + I lha

8) "A'-Lj| Lwhj "B'-কারের পর 'ও'-কার কিংবা 'ঔ'-কার থাকলে উভয়ে মিলে "K'-কার হয় ; সেই 'ঔ'-কার পূর্ববর্গে যুক্ত হয়।

pñ	EcqI Z
A + J = K	বনৌষধি = বন + ওষধি ; মাৎসৌদন = মাৎস + ওদন
A + K = K	অমৃতৌষধ = অমৃত + ওষধ ; চিত্তৌদাস্য = চিত্ত + ওদাস্য
B + J = K	গঙ্গৌষ = গঙ্গা + ওষ ; মহৌষধি = মহা + ওষধি
B + K = K	মহৌদার্ষ = মহা + ওদার্ষ ; মহৌৎসুক = মহা + ওৎসুক

9) "C'-Lj| Lwhj "D'-কারের পর 'ই'-Lj| Lwhj "D'-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে পূর্ববর্তী 'ই'-Lj| Lwhj "D'-কার স্থানে 'য' হয় ; সেই 'য' যফলা (i) হয়ে পূর্ববর্গে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর 'y' তে যুক্ত হয়।

Bñ + AeX = Bcñā ; fñā + BNje = fñññje
Cñā + Bñ = Cañññ ; Adñ + Eñā = Adññā
fñā + Acñññ = fñññññññ ; fñā + Eñ = fññññ
Aññ + Bñā = Añññññ ; kññ + Acññ = kñññññ

10) "E'-Lj| Lwhj "F'-কারের পর 'উ'-Lj| Lwhj "F'-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে পূর্ববর্তী 'উ'-Lj| Lwhj "F'-কার স্থানে 'হ' হয় ; সেই 'ব' যফলা হিয়া পূর্ববর্গে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর 'v-gmñl kññ quz

Aeññ + Au = Aeñññ ; pññ + Añññ = ùñññ ; pññ + Añññ = ùñññ
jñññ + Añññ = jñññññññ ; pññ + Bñññ = ùññññ ; pññ + Añññ = ùñññ



11) "G"-কারের পর 'ঋ' ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকলে 'ঋ'-স্থানে 'র' হয়। এই 'র' 'র' ফলা (২) হইয়া পূর্ববর্ণের পদতলে বসে ; পরবর্তী স্বর।  
lŋgmju kʂʰ quz

পিতৃ + অনুমতি = পিত্রনুমতি ; মাতৃ + আদেশ = মাত্রাদেশ

12) অন্যস্বর পরে থাকলে পূর্ববর্তী 'এ'-কার স্থানে 'অয়' , 'ঐ'-কার স্থানে 'আয়' 'ও'-কার স্থানে 'অব' 'ঔ'-কার স্থানে 'আব' হয়।  
fɪhaŋ ũhZw̃ "uŋ ɕLwhj "h' HI pɕqa kʂʰ quz

নে + অন = নয়ন ; শে + আন = শয়ান ; গৈ + অক = গায়ক

নৈ + ইকা = নায়িকা ; ভো + অন = ভবন ; পো + ইত্র = পবিত্র

#### • ɕfjae pɕa x

যে সমস্ত শব্দ সন্ধিসূত্রের মধ্যে পড়ে না অথচ সন্ধিবদ্ধ হয় কিংবা যে সমস্ত শব্দ সন্ধির নিয়ম মতো সুনির্দিষ্ট রূপ না পেয়ে অন্যপ্রকার রূপ লাভ করে, নিয়ম বহির্ভূত সেই সন্ধিকে নিপাতন সন্ধি বলা হয়। নিপাতন সিদ্ধ স্বরসন্ধিগুলি হল -

কুল + অটা = কুলটা ; সম + অর্থ = সমর্থ ; গো + ইন্দ্র = গবেন্দ্র

প্র + উত্ = প্রৌত্ ; গো + অক্ষ = সার + অঙ্গ = সারঙ্গ

#### • hɕ'e pɕa x

ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণের কিংবা স্বরবর্ণের সহিত ব্যঞ্জন বর্ণের মিলন কে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।

1) স্বরবর্ণ, বর্ণের তৃতীয় বা চতুর্থবর্ণ কিংবা য় র ল্ ব্ হ্ পরে থাকলে পূর্ববর্ণের অন্তস্থিত ক্ স্থানে গ্ চ্ স্থানে জ্ ট্ স্থানে ড্ এবং প্ স্থানে ব্ হয়।

ɕLU + Aɕɕ' = ɕNɕɕ' ; ɕLU + 'ij = ɕNi'j ; ɕLU + ɕhSuɕ = ɕNɕhSuɕ

hɕLU + Dnɕɕ = hɕNɕhɕɕ ; ɕLU + NS = ɕNɕNS

প্রক্ + উক্ত = প্রাণুক্ত ; বাক্ + দেবী = বাগদেবী

2) স্বরবর্ণ গ্ ঘ্ দ্ ধ্ ব্ ভ্ কিংবা য় র্ ব্ পরে থাকলে পূর্ববর্ণের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে দ্ হয়।

জগৎ + ঈশ্বর = জগদীশ্বর ; উদ্ + যোগ = উদযোগ ;

Eɕɕ + ka = Eɕɕa ; Eɕɕ + ɕɕɕ = EYɕɕ

i Nhv + Nɕaɕ = i Nɕhɕɕaɕ ; hɕv + lɕ = hɕɕab

3) 'চ' কিংবা 'ছ' পরে থাকলে পূর্ববর্ণের অন্তস্থিত 'ত' বা 'দ' স্থানে চ্ হয়।

pɕv + ɕɕɕ = pɕɕɕɕ ; pɕv + ɕɕɕɕɕ = pɕɕɕɕɕɕ

উদ্ + ছেদ = উচ্ছেদ ; উদ্ + চকিত = উচ্চকিত

4) 'জ' কিংবা 'ঝ' পরে থাকলে পূর্ববর্ণের অন্তস্থিত 'ত' বা 'দ' স্থানে 'জ্' হয়।

kɕhv + Sɕhe = kɕhɕɕ he ; Eɕɕ + Sɕh = Eɕɕ hɕ

Eɕɕ + Sɕha = Eɕɕ hɕa ; ɕhɕɕ + SeL = ɕhɕɕɕ eL

5) 'ট' কিংবা 'ঠ' থাকলে পূর্ববর্ণের অন্তস্থিত 'ত' বা 'দ' স্থানে 'ট্' হয়।

aɕɕ + Vɕɕj = a-ɕɕj

6) 'ড' কিংবা 'ঢ' পরে থাকলে পূর্ববর্ণের অন্তস্থিত 'ত' বা 'দ' স্থানে 'ড্' হয়।

Eɕɕ + Xɕe = E-ɕe

7) 'ল' পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত 'ত' বা 'দ' স্থানে 'ল' হয়।

$Ecl + mlp = Eôlp$  ;  $acl + mf = aôf$

8) ক খ ত থ প ফ স পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত দ বা ধ স্থানে ত (ৎ) হয়।

$hfcl + fja = hfvfja$  ;  $acl + pj = avpj$

9) 'শ' পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত বা দ স্থানে চ এবং শ স্থানে ছ হয়।

$Ecl + np = EjRp$  ;  $Ecl + npu = EjRpui$

10) হ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত 'ত' বা 'দ' স্থানে 'দ' স্থানে 'দ' এবং 'হ' স্থানে 'ধ' হয়।

$Ecl + qh = EUa$  ;  $Ecl + qil = EUil$  ;  $fcl + qia = fUia$

11) পূর্বপদের অন্তস্থিত 'হ', 'ধ' কিংবা 'ভ' এর পরে 'ত' থাকলে হত হবে '†' ধত হইবে 'দ্ধ' ভত হইবে 'ঝ'।

$hjel + a = hje†$  ;  $hd + a = h†$  ;  $cel + a = c†$

12) পূর্বপদের অন্তস্থিত স্বরবর্ণের পরে 'ছ' থাকলে 'ছ' স্থানে 'চ্ছ' হয়।

$û + R% = ûR%$  ;  $র্গ + ছেদ = পূর্ণছেদ$  ;  $সুর্গ + ছবি = সুবর্ণছবি$

13) পূর্বপদের অন্তস্থিত 'চ' বা 'জ' এর পর 'ন' থাকলে 'ন' স্থানে 'ঞ' হয়।

$kjûl + ej = kjûUj$  ;  $ljs + ef = lijef$

14) 'ন' কিংবা 'ম' পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত 'ক' স্থানে 'ঙ' 'ট' স্থানে 'ণ' , 'ত' বা 'দ' স্থানে 'ন' এবং 'প' স্থানে 'ম' হয়।

$cll + elfZ = cPelfZ$  ;  $SNv + ejb = SNæjb$

$acl + ju = aetu$  ;  $Ecl + eue = Eæue$

15) 'শ' 'স' 'হ' পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত 'ন' স্থানে অনুস্বর হয়।

$cell + ne = cune$  ;  $qell + pi = qwpi$  ;  $SOjell + pi = SOjwpi$

16) 'চ' থেকে 'ম' পর্যন্ত যেকোনো বর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত 'ম' স্থানে পরবর্তী বর্ণীয় বর্ণটির পঞ্চম বর্ণ হয়।

$pjû + Qu = p' u$  ;  $pjû + Lfa = p^fa$

সম + গোপন = সঙ্গোপন ; সম + গীত = সঙ্গীত

17) ক খ গ ঘ যে কোনো একটি বর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত 'ম' স্থানে 'ঙ' কিংবা অনুস্বর (ৎ) হয়।

$pjû + Lfe = p^fe$  ;  $pjû + Lfa = p^fa$

সম + গোপন = সঙ্গোপন ; সম + গীত = সঙ্গীত

18) য র ল ব শ ষ স হ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত 'ম' স্থানে অনুস্বর হয়।

$pjû + ka = pwka$  ;  $pjû + Ire = pwIre$

$pjû + mNA = pwmNA$  ;  $pjû + hyc = pwhyc$

19) 'ষ' এর পর 'ত' কিংবা 'থ' থাকলে 'ত' স্থানে 'ট' এবং 'থ' স্থানে 'ঠ' হয়।

hṭ + ṭa = hṭṭ ; Co + aL = CṭL ; oo + b = ou

20) উদ্ উপসর্গের পরে স্থা ও স্তন্য ধাতুর স্ লোপ পায়।

Ecl + Uṣfe = E>jfe

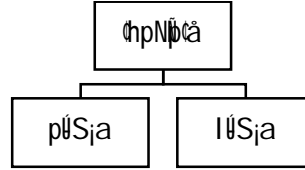
21) সম্ ও পরি উপসর্গের পরে 'কৃ' ধাতু (অর্থাৎ ওই ধাতুনিষ্পন্ন কার করণ , কারক, কারিকা কৃত, কৃতি ক্রিয়া ইত্যাদি থাকলে ধাতুর পূর্বে স্ র আগম হয় এবং ম্ অনুস্বর হইয়া যায়।

Qepḥl + A = Qpṃq ; fṣpl + Qm% = fṃQm%

#### • ণপNḥṭā x

বিসর্গের সহিত স্বরবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের যে সন্ধি তাকে বিসর্গসন্ধি বলে।

#### • শ্রেণীবিভাগ :



#### • pḥSja ণপNḥṭā পদের শেষে স্-এর স্থানে যে বিসর্গ হয় তাই স্-Sja ণপNḥṭā

jepḥl = jex ; pḥpl = plx ; hupḥl = hu x ; Qḥlp = Qḥlx

#### l-Sja ণপNḥṭā পদের শেষে 'র' এর স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে র-জাত বিসর্গ বলে।

Aḥl = Aḥk ; ḥell = ḥex ; fel = fex

1) 'চ' বা 'ছ' পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে শ্ হয়।

ḥex + Qm = ḥeQm ; ei x + Ql = ei Ql ; ḥex + Qq² = ḥeQq²

2) 'ট' বা 'ঠ' পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে 'ষ' হয়।

deḥ + Vḥl = deḥḥl ; Qaḥ + Vu = Qaḥu

3) 'ত্' বা 'থ' পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে 'স্' হয়।

Cax + aa = Caḥax ; jex + aḥf = jeḥḥf

4) পূর্বপদের শেষে যদি অ-কার ও বিসর্গ থাকে এবং পরপদের প্রথমবর্ণ ও যদি অ-কার হয় তবে সেই অ-কার ও বিসর্গ উভয়ে মিলিয়ে J-Lḥl qu J-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী অ-কার লোপ পায়।

ততঃ + অধিক = ততোধিক ; বয়ঃ + অধিক = বয়োধিক ; মনঃ + অভিলাষ = মনোভিলাষ ; যশঃ + অভিপ্সা = যশোভীপ্সা

5) পূর্বপদের শেষে যদি অ-Lḥl J pḥজাত বিসর্গ থাকে এবং বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ অথবা য়্ র্ ল্ ব্ হ্ এদের যেকোনো একটি যদি পরপদের প্রথমবর্ণ হয় তাহা হলে অ-কার ও বিসর্গ উভয়ে মিলিয়ে ও-Lḥl qu ; J-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

jex + দীন = মনোদীপ ; তপঃ + বন = তপোবন ; তিরঃ + ধান , সদা + জাত = সদ্যোজাত

6) পূর্বপদের শেষস্থ অ-কারের পর যদি র্-জাত বিসর্গ থাকে এবং স্বরবর্ণ বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ ; কিংবা য় ল্ ব্ হ্ এদের যেকোনো একটি যদি পরপদের প্রথমবর্ণ হয়, তাহা হইলে র্-জাত বিসর্গের স্থানে র হয় ; সেই নবজাত র্ পরবর্তী স্বরবর্ণের সাথে যুক্ত হয় কিংবা রেফ ( ' ) হয়ে পরবর্তী ব্যঞ্জনের মস্তকে চলে যায়।

অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা ; অন্তঃ + লোক = অন্তর্লোক

7) পূর্বপদের শেষে অ-Lj| J B-কার ভিন্ন স্বরের পরে যদি বিসর্গ থাকে, এবং স্বরবর্ণে বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চমবর্ণ বা য় mlhūql যেকোনো একটি যদি পরপদের প্রথমবর্ণ হয়, তবে বিসর্গের স্থানে 'র' হয় ; সেই নবজাত র্ পরবর্তী স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় কিংবা রেফ হয়ে পরবর্তী ব্যঞ্জনের মস্তকে চলে যায়।

tex + A~l = tel~l ; tex + Be% = telje%

8) পরপদের প্রথমবর্ণ যদি 'র' হয় তাহলে পূর্বপদের শেষে 'র' জাত বিসর্গের লোপ হয় এবং বিসর্গের পূর্বস্থ স্বরবর্ণটি দীর্ঘ হয় অর্থাৎ 'অ' স্থানে 'আ' ; 'ই' স্থানে 'ঈ' ; 'উ' স্থানে 'ঊ' হয়।

9) A-Lj| h| B-কারের পর বিসর্গ থাকে এবং পরপদের প্রথমবর্ণ ক্ খ্ প্ ফ্ যেকোনো একটি হইলে সেই বিসর্গ স্থানে 'স' হয়।

ejx + Lj| = ejūl ; h|Q + fta = h|Qfta

10) ক্ খ্ প্ ফ্ যেকোনো একটি বর্ণ পরপদের প্রথম বর্ণ হইলে নিঃ, আবিঃ, বহিঃ, দুঃ, চতুঃ, প্রভৃতি শব্দের বিসর্গ স্থানে 'ষ' হয়।

নিঃ + প্রয়োজন = নিশ্চয়োজন ; নিঃ + প্রভ = নিশ্চভ

11) প্রথমপদের অন্তে 'অ'-কারের পর যদি বিসর্গ থাকে এবং পরপদের প্রথমবর্ণ যদি অ-Lj| ti æ Aef স্বরবর্ণ হয় তখন বিসর্গের লোপ হয় লোপের পর আর সন্ধি হয় না।

Aax + Hh = AaHh ; nix + Eftl = niEftl

12) পরপদের প্রথমে স্ত, স্থ, স্প থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত বিসর্গ বিকল্পে লুপ্ত হয়।

tex + 0f% = te0f% ; jex + Uu = jeUu

#### • ef;ae pū hpNūptā x

NB + fta = NBfta ; অহঃ + রাত্র = অহোরাত্র

#### • h;mm; ūlpā x

1) পাশাপাশি দুইটি স্বরবর্ণ থাকলে একটি লোপ হয়।

বা + এক = বারেক ; গুটি + এক = গুটিক

অর্ধ + এক = অর্ধেক ; দাদা + এর = দাদার

2) অ, আ, ই, উ, এ, ও প্রভৃতি পরের পর এ-কার থাকলে সেই এ-কার বিকৃত হয়ে য় (য়ে) হয়।

i ; m + H = i ; mu ; আলো + এ = আলোয়

3) সংস্কৃত সন্ধির আনুকরণে বাংলা স্বরসন্ধি (তৎসম শব্দের সহিত অতৎসম শব্দের মিলন)

hif + Ačl = hifjčl ; ja + Ačl = jajčl

•  $h_i m_i h_f'' e p \hat{a} x$

1) পরপদের প্রথমবর্ণ ব্যঞ্জন হলে পূর্বপদের শেষ স্বর লোপ পায়।

‘অ’ লোপ : বড় + দাদা = বড়দাদা

‘আ’ লোপ : কাঁচা + কলা =  $L_i \hat{a} m_i$

‘ই’ লোপ : মিশি + কালো = মিশকালো

‘উ’ লোপ : উচু + কপালী = উচুকপালী

‘এ’ লোপ : পিছে + মোড়া = পিছমোড়া

2) পরপদের প্রথমবর্ণ ঘোষবর্ণ হলে পূর্বপদের শেষ অঘোষ ব্যঞ্জনটির স্থানে ঘোষ হয়।

$SNv + Se = SNSe$  ;  $SNv + h\hat{a} = SNh\hat{a}$

3) পরপদের প্রথমবর্ণ ঘোষবর্ণ হলে পূর্বপদের শেষ অঘোষ ব্যঞ্জনটির স্থানে ঘোষ হয়।

$X_i L + OI = X_i N\hat{O}I$  ;  $HL + ...Z = HN...Z$

4) পরপদের প্রথমবর্ণ অঘোষ হইলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ‘চ’ স্থানে ‘শ’ হয়।

রাগ + করেছে = রাক্করেছে ; বড় + ঠাকুর = বট্ঠাকুর

5) ‘শ’ ‘ষ’ ‘স’ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ‘চ’ স্থানে শ্ হয়।

পাঁচ + শ = পাঁশশ ; পাঁচ + যোলং = পাঁশযোলং

6) পরপদের প্রথমে ‘চ’ বর্ণের বর্ণ থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ‘ত’ বর্ণের বর্ণটি চ-বর্ণের বর্ণের সহিত মিলিয়া যায়।

$p_i a + Se\hat{t} = p_i < e\hat{t}$  ;  $q_i a + R_i\hat{t} = q_i R_i\hat{t}$

7) স্বরণের পর ‘ছ’ থাকলে ‘ছ’ স্থানে সংস্কৃত  $h_f'' e p \hat{a} l A e \hat{t} R' q u z$

$\hat{h} + R\hat{t} = \hat{h} R\hat{t}$

8) পরপদের প্রথমবর্ণ ব্যঞ্জন হইলে পূর্বপদের শেষবর্ণ ‘র’ সেই ব্যঞ্জনে পরিনত হয়।

$Q_i l + \hat{O} = Q_i \hat{t}$  ;  $L l + e_i = L\hat{e}_i$

## 1.6.2

## pjip

"pjip" শব্দটির অর্থ হল 'সংক্ষেপ'। পৃথক পৃথক সুন্দর করে বলার উদ্দেশ্যে পরস্পর অর্থ সম্বন্ধযুক্ত দুই বা ততোধিক বেশী পদকে একপদে পরিনত করার নাম সমাস।

উদা: বীনা পানিতে যার = hēṭṭiṭez

- **pjū'fc** : সমাসে একাধিক পদ মিলিত হয়ে কৈ নতুন পদ গঠন করে, তাকে সমস্ত পদ বা সমাস বদ্ধ পদ বলে।  
Ec: hēṭṭiṭez
- **pjpjje fc** : যে সব পদের সমন্বয়ে সমস্ত পদের সৃষ্টি, তাদের প্রত্যেকটিকে সমস্যমান পদ বলে।  
যেমন - বীনা পানিতে যার= বীনাপানি  
এখানে বীনা, পানিতে, যার তিনটি সমস্যমান পদ।
- **hēṭṭiṭez** : ব্যাস শব্দের অর্থ বিস্তার। সমস্ত পদের বিশ্লেষণ করে সমাসের অর্থটি যে বাক্য বা ব্যাকাংশের দ্বারা ব্যাখ্যা করে দেখানো হয় তাকে ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য বা সমাসবাক্য বলে।
- **সমাসের শ্রেণিবিভাগ :**  
সংস্কৃতে সমাস প্রদানত চার প্রকার - àṭc, avfṭo, hylṭa J Ahṭufi ṭhz
- বাংলা সমাসকে মোটামুটি ৬ ভাগে ভাগ করা হয় -  
L) àṭc M) avfṭo N) Ljṭiṭu O) à... P) hylṭa Q) Ahṭufi ṭh

L) **সংযোগমূলক সমাস** - àṭc J pjbṭ àṭc

M) **হেঁট্টিজি** **pjip** - 1. avfṭo pjip, 2. Ljṭiṭu pjip, 3. à... pjip

N) **হেঁট্টিজি** **pjip** - hylṭa pjip

- **àṭc pjip :**

যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্য pjpjje পদগুলি ও, এবং, আর প্রভৃতি সংযোজক অব্যয় দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে।

## ১) বিশেষ্য পদে দ্বন্দ্ব:

ক) দুটি সাধারণ বিশেষ্যপদে-

Lo J ASṭ = Loṭṭiṭ

nyṭi J ṭpṭ = nyṭiṭpṭ

nṭa J hpṭ = nṭahpṭ

খ) দুটি বিপরীতার্থক বিশেষ্য পদে-

দেব ও দানব = দেবদানব

BLṭn J fjaṭm = BLṭn fjaṭm

...lṭ J ṭnoṭ = ...lṭṭnoṭ

গ) দুটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদে-

Bpṭ J kṭJuṭ = BpṭkṭJuṭ

qṭṭ J Lṭṭ = qṭṭLṭṭ

দেনা ও পাওনা = দেনাপাওনা

ঘ) দুটি সমার্থক বা প্রায় সমার্থক বা সহচর পদে-

qṭṭ J hṭSiṭ = qṭṭhṭSiṭ

Baṭṭu J üSe = BaṭṭüSe



P) HLW pibll J HLW elbll পদে-  
 বাসন ও কোসন = বাসনকোসন  
 QjLI J hjLI = QjLIhjLI

চ) দুইয়ের বেশি বিশেষ্য পদে-  
 n^, Qœ², Nc; J fcl = n¹MQœ²Nc;fcl  
 Btc, j dñ J A¿¹ = Btcj dñ¿¹

ছ) বিশেষ নিয়মে সিদ্ধ দুটি বিশেষ্য দ্বন্দ্ব-  
 Aq: J Ijœ = অহোরাত্র [রাত্রি....রাত্র]  
 দৌ: ও ভূমি = cñhji çj

## ২. বিশেষন পদে দ্বন্দ্ব-

ক) বিপরীতার্থক দুটি বিশেষনে-  
 ভালো ও মন্দ = ভালোমন্দ  
 Cal J i â = Cali â

খ) দুটি সমার্থক বিশেষনে-  
 pqS J plm = pqSplm  
 cñe J cñ â = cñecñ â

গ) দুটি ক্রিয়াবাচক বিশেষনে-  
 kja J Buja = kja;uja  
 ðqa J Aqa = ðqa;qa

ঘ) একাধিক বিশেষন পদে-  
 pañ, ñnh J pñcl = pañ ñnhpñcl

৩. দুটি সর্বনাম পদে দ্বন্দ্ব সমাস-  
 kij J aji = kij-aji

4. cñ ApjññL; ðññji ñññ-  
 হেসে ও খেলে = হেসে-খেলে

5. cñ pjññL; ðññji ñññ-  
 দেখ ও শোন = দেখ-শোন

6. Amñ ñññ- যখন সমাসের সমস্ত পদ গঠনের সময় সমস্যাযুক্ত পদগুলির বিভক্তির লোপ হয় না তখন তাকে বলে অলুক বা আলোক সমাস।  
 মায়ে ও বিয়ে = মায়েবিয়ে  
 হাটে ও বাটে = হাটেবাটে

### ▪ avf#|o pjip :

যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রদান হয় এবং পূর্বপদকে দ্বারা, জন্য, হতে, র, এ প্রভৃতি কারকবোধক ও অকারকবোধক বিভক্তিগুলি যুক্ত থাকে তাকে বলে তৎপুরুষ সমাস।

তৎপুরুষের শ্রেণিভেদ :

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Lj lavf# o            | 2. Lle avf# o                |
| 3. eej š avf# o          | 4. Aficje avf# o             |
| 5. pðā avf# o            | 6. AðLle avf# o              |
| 7. hēç avf# o            | ৮. ক্রিয়াবিশেষণ avf# o      |
| 9. eU lavf# o/ ej avf# o | 10. f ç avf# o/ EfpN lavf# o |
| 11. Lš avf# o            | 12. Effc avf# o              |
| 13. Amle avf# o          |                              |

1) Lj|lavf#|o : যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্ব পদটিকে কে, রে প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত থাকে তাকে বলে কর্ম তৎপুরুষ।

কষ্টকে প্রাপ্ত = Løf|ç

বধূকে বরন = hdh|le

2) Lleavf#|o pjip : যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদটিকে দ্বারা যুক্ত তাকে বলে করন তৎপুরুষ সমাস।

যত্নের দ্বারা সাদ্য = kap|ðf

অশ্বের দ্বারা আহত = AUqqa

3) eej šavf#|o pjip : যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদটিকে জন্য, নিমিত্ত প্রভৃতি বিভক্তি (অনুসর্গ) যুক্ত থাকে তাকে বলে

eej š avf#|o pj ipz

Ijæ| eej š Ol = Ijæ|Ol

জলের জন্য কর = SmLI

4) Aficje avf#|o pjip : যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদটিকে হতে, হইতে, থেকে ইত্যাদি বিভক্তির চিহ্ন (অনুসর্গ) যুক্ত থাকে তাকে বলে অপাদান তৎপুরুষ সমাস।

হৃৎ থেকে চ্যুত = hēç|a

মনুষ্য হইতে ইতর = মনুষ্যেতর

5) pðā avf#|o pjip : সম্বন্ধ পদ এর বিভক্তি গুলি হল, র, এর, দেব, এদের। এই বিভক্তিগুলি পূর্বপদে যুক্ত থেকে যে তৎপুরুষ সমাস গঠন করে তাকে বলে সম্বন্ধ তৎপুরুষ।

গনের ইশ = গনেশ

গৌরীর ইশ = গৌরিশ

6) AðL|wv avf#|o pjip : যে তৎপুরুষের পূর্বপদটিকে এ, এতে, তে, য বিভক্তি যুক্ত থাকে তাকে বলে অধিকরন তৎপুরুষ

অগ্রগণ্য = ANNef

N%qu p|e = N%qp|e

7) hēç avf#|o : ব্যাপ্তি অর্থে পূর্বপদে কালবাচক বা স্থানবাচক শব্দের সঙ্গে যে avf#|o pj ip N|a qu তাকে বলে

hēç avf#|o

চির (কাল) ব্যোপেক্ষায়ী = QI U|ue

বিশ্ব ব্যোপেক্ষ যুদ্ধ = hnke

৮) **ক্রিয়াবিশেষণ তৎপুরুষ** : ক্রিয়াবিশেষণ পদের সঙ্গে পরবর্তী কৃদন্ত পদের তৎপুরুষ সমাসকে বলে ক্রিয়াবিশেষণ তৎপুরুষ।  
 আধরূপে পাকা = BdfjLj  
 অর্ধরূপে উচ্চারিত = অর্ধোচ্চারিত

9) **eUlavf#jo ej avf#jo** : নঞর্থক অব্যয় পূর্বপদে বসে যে তৎপুরুষ গঠন করে তাকে নঞ্ তৎপুরুষ না তৎপুরুষ  
 pj jp বলে।  
 eu Ateb = Aeteb  
 euL = AlL

10) **f#cavf#jo/ EfpN#avf#jo** :

"f#c' qm "f# আদিত্তে য়ার। অর্থাৎ 'প্র' দিয়ে যাদের সূচনা হয়েছে তারাই প্রদি। সংস্কৃতে 'প্রাদি' বলতে প্র, পরা, অপ,  
 সব, ইত্যাদি কড়িটি উপসর্গ বোঝায়।  
 f# (fL) i jh = f# jh  
 flj (Aanu) æj (hm) = fljæj

11) **L#avf#jo** : pwúa i jo;u "L# বলতে একটি অব্যয় আছে, বাংলাতেও আছে। 'কু' এই অব্যয়টিকে পূর্বপদে বসিয়ে  
 যে তৎপুরুষ সমাস গঠন করা হয় তাকে বলে কু তৎপুরুষ সমাস।  
 L# (L#pa) j ja; = L# ja;  
 L# (L#V) Qæ² = L#Qæ²

12) **Effc avf#jo pjip** : উপপদের সঙ্গে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয় তাকে বলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস।

জল দেয় যে = Smc  
 কঠে থাকে যা = LaU  
 বেদ জানেন যিনি = বেদজ্ঞ

13) **Am#lavf#jo pjip** : যে তৎপুরুষ সমাসের সমস্ত পদ গঠনের সময় পূর্বপদের বিভক্তি লোপ হয় না তাকে অলুক  
 তৎপুরুষ সমাস বলে।

হাতে (হাতের দ্বারা) কাটা = হাতে - LjV;  
 পরটস্ম (পরের নিমিত্ত) পদ = fl°Øj fc

▪ **Lj#i;ju pjip** :

বিশেষ্য - বৈশেষ্যে, বিশেষনে - বিশেষনে, বিশেষনে - বিশেষ্য, এবং বিশেষ্যে - বিশেষনে যে সমাস গঠিত হয় তাকে  
 বলে কর্মধারায় সমাস।  
 Ec;qle - নীল যে অম্বর = efm;Øl

ক) বিশেষনে-বিশেষ্যে কর্মধারায়  
 নীল যে আকাশ = efm;Ljn  
 ছিন্ন যে বস্ত্র = ছিন্নবস্ত্র

খ) বিশেষ্যে - বৈশেষ্যে  
 Øte I;Sj ØateC GØ= I;SØll  
 যা খোঁজ তাই খবর = খোঁজখবর

গ) বিশেষনে- বিশেষনে  
কাঁচা অথচ মিঠে= কাঁচামিঠে  
মিটে অথচ কড়া= মিঠে কড়া

ঘ) বিশেষ্যে- বিশেষনে  
সাধারণ যে জন= জনসাধারণ  
বিশিষ্ট যে নাটক= নাটক বিশেষ

**কর্মধারায় সমাসের গঠন:**

Ljḡiḡu pjḡp fḡḡea ḡae fḡḡi-

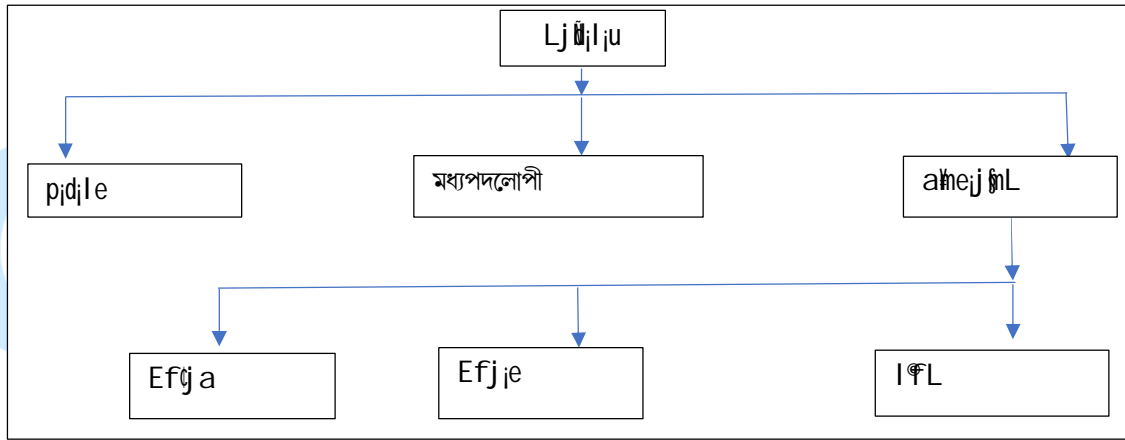
L) pjḡḡe Ljḡiḡu pjḡp

খ) মধ্যপদলোপী কর্মধারায় সমাস

N) aḡḡejḡḡL Ljḡiḡu pjḡp

aḡḡejḡḡL Ljḡiḡu pjḡp Bḡḡi ḡae fḡḡi-

Efḡḡa, Efḡḡe J ḡḡL



বিশেষ্য-বিশেষন সম্প্রকৃত যে সকলের কথা আগে আলোচিত হল সেগুলিই সাধারণ কর্মধারায়ের অন্তর্ভুক্ত।

**মধ্যপদলোপী কর্মধারায় সমাস :** যে কর্মধারায় সমাসের সমস্ত পদ গঠনের সময় ব্যসবাক্যের মধ্য থেকে এক বা একাধিক প্রধানপদ লুপ্ত হয়ে যায় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারায় বলে।

Ecḡḡe - fḡḡḡḡ Aḡ = fḡḡḡ

djḡḡḡḡOV = djḡḡ

মৌসংগ্রহকারী মাছি = মৌমাছি

**aḡḡejḡḡL Ljḡiḡu :** যে কর্মধারায় সমাসের ব্যাসবাক্যে একটি তুলনা থাকে তাকে বলে তুলনামূলক কর্মধারায়।

Ecḡḡe - তুষারের ন্যায় শুভ্র = aḡḡḡḡ

ঘনের ন্যায় কৃষ্ণ = 0eL0.

**Efḡḡa Ljḡiḡu pjḡp :** যে কর্মধারায় সমাসের ব্যাসবাক্য উপমেয় এবং উপমান উভয়েই উপস্থিত থাকে এবং সাদারন ধর্ম থাকে অনুপস্থিত তাকে বলে উপমিত কর্মধারায় সমাস।

Ecḡḡe - মুখ চন্দ্রের ন্যায় = jḡḡḡḡ

কাচের ন্যায় পোকা = কাচপোকা



3) **ফাঁচ হিঃ EfpNfñhñhñq** : প্র, পরা, বি প্রভৃতি উপসর্গ বাচক অব্যয়গুলি পূর্বপদে বসে যে বহুব্রীহি সমাস গঠন করে তাকে বলে প্রাদি বা উপসর্গ বহুব্রীহি।

Ecjqlē - ফাঁ (ফাঁNa) jññ kñl = ফাঁjññ  
 pñ(pñcl) ðja kñl = pñðjañ  
 Ecñ(EÜñ) hñu kñl = Eññuñ

**eUñññ eñ hyññq** : নঞর্থক বা নাবাচক অব্যয় পূর্বপদে বসে যে বহুব্রীহি সমাস গঠন করে তাকে বলে নঞ বা না বহুব্রীহি।

pñjñpñ  
 Ecjqlē - নেই জ্ঞান যার = A'ñ  
 ðe: ðññ kñl = ðeUññ

**hññññ hyññq** : যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ ও পরপদ উভয়েই বিশেষ্য এবং ভিন্ন বিভক্তিযুক্ত তাকে বলে ব্যধিকরন।

hyññq pñjñpñ  
 Ecjqlē - শূল পানিতে যার = ñññññ  
 বেদনা অস্তে যার = বেদনান্ত  
 অশ্রু মুখে যার = Anñññ

hññññ hyññq

pññññ hyññq

Efññññ

মধ্যপদলোপী

Aeñññññ

অনুক/ অলোপ

1) **pññññ hyññq** : সহার্থক অব্যয় (সহ ওস) পূর্বপদে বসে যে বহুব্রীহি সমাস গঠন করে তাকে সহার্থক বহুব্রীহি সমাস বলে।

Ecjqlē - মানের সহিত বর্তমান = pñjñpñ  
 বিশেষের সহিত বর্তমান = সবিশেষ

2) **Efññññ hyññq** : যে বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যে কোন তুলনা ব্যবহার করা হয় তাকে বলে উপমাবাচক বহুব্রীহি।

Ecjqlē - কমলের ন্যায় অক্ষি যার = Ljñññ  
 চাঁচল eññu hñe kñl = ðññññ

3) **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি** : যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্ত পদ গঠনের সময় ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী প্রধান এক বা একাধিক পদ লুপ্ত হয়ে যায় তাকে বলে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি।

Ecjqlē - চাঁদের ন্যায় সুন্দর বদন যার = ðññññ  
 পাঁচ সের ওজন যার = পাঁচসেরি

4) **Aeñññññ hyññq** : যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্ত পদটি বিশেষ কোন ও অনুষ্ঠানকে বোঝায় তাকে বলে অনুষ্ঠান বাচক বহুব্রীহি।

Ecjqlē - অন্তের প্রশ্ন (বক্ষন) হয় যে অনুষ্ঠানে = Aeñññññ  
 হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি

৫) **অলুক/ অলোপ বহুব্রীহি** : যে hyব্রীহি সমাসের সমস্ত পদ গঠনের সময় ব্যাসবাক্যের পূর্বপদ বা পরপদের বিভক্তির লোপ হয় না তাকে বলে অলুক বা অলোপ hyhŁqz

Ec;qle - গায়ে হলুদ দেওয়া যে অনুষ্ঠান = গায়ে হলুদ।

লকড়ি ঘাড়ে যার = লকড়িঘাড়ে

চাঁদ কপালে যার = চাঁদকপালে

ছাতা হাতে যার = ছাতাহাতে।

#### ▪ AhŁũĩ ħ pj;p :

যে সমাসের পূর্বপদে অব্যয় থাকে এবং সেই অব্যয়ের অর্থই প্রধান হয়ে ওঠে তাকে বলে অব্যয়ীভাব সমাস।

১) **অভাবার্থে** - মিলের অভাব = NIqj m

আমিষের অভাব = Łel;qj o

ভাতের অভাব = qji ħa

২) **সামীপ্যার্থে** - কুলের সমীপে = EfLĩm

পদের সমীপে = Effc

৩) **বীপ্সা/ পুনঃপুনর অর্থে** -

Łce Łce= fŁaŁce

hRI hRI= ŁghRI

৪) **ক্ষুদার্থে** -

rŁ ĬŁq = EfNŁq

rŁ ħr= Efħr

৫) **সাদৃশ্যার্থে** -

jŁaŁŁ pch= fŁajŁaŁŁ

fŁal pch= EffŁa

৬) **ব্যাপ্তার্থে** -

জীবন ব্যোপে=আজীবন

মাস ব্যোপে= মাসভর

৭) **সীমার্থে** -

LelŁfkŁŁŁ ħŁeLelŁ

pjŁŁ fkŁŁŁŁ BpjŁŁ

৮) **অতিক্রমার্থে** -

বেলাকে অতিক্রম করে = উদ্দেশ

মেনর বাইরে = EeŁe

৯) **অনতিক্রমার্থে** -

ভাগকে অতিক্রম না করে- যথাভাগে

ইষ্টকে অতিক্রম না করে- যথেষ্ট



## ১০) সাফল্যার্থে -

ঝুড়িকেও বাদ না দিয়ে = Tks pñ  
hjm, hÜ, hœa; pLjm = BhjmhÜh;œať

## ১১) পশ্চাদার্থে -

রথের পশ্চাৎ = Ae#b  
মরনের পশ্চাৎ = Aeple

## ১২) যোগার্থে -

রূপের যোগ্য = Ae#f  
বলের যোগ্য = Aehm

## ১৩) অভিযুক্তার্থে -

অক্ষির অভিযুক্ত = fñtr  
বাতের অভিযুক্ত = fñhja

## ১৪) অধিকারার্থে -

আত্মকে অধিকার করে = Bdjať  
কৃষকে অধিকার করে = AdLo

## ১৫) বৈপরীত্যার্থে -

ফলের বিপরীত = fñagm  
dñel ðñfla = fñadle

## ১৬) অন্তরালার্থে -

অক্ষির অন্তরালে = পরোক্ষ

## ১৭) আতিশয্যার্থে -

ýajñl Bñankť = qj-ýajñ

## ১৮) বিভক্তির অর্থে -

Bañu = Bdjať

## ১৯) পূর্ব অর্থে -

মাতামহের পূর্বে = fñjajq

## ▪ œañpjip :

যে সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাসবাক্য নিম্নয় করা যায় না বা ব্যাসবাক্য করতে গেলে অন্য কোনও পদের সাহায্যে নিতে হয় তাকে বলে নিত্য সমাস।

Ecjql e -

Aeť kñ = kñjčl

Aeť i jh = i jhčl

কেবল দর্শন = cnñbjœ

ajl Seť = acbñl

কেবল ইটা = qñVjñz

## 1.6.3

## fāfu

- "fāfu" nēwI hāfēš qm - "fā-√C+AQŋz "C" djaI Abl "kṛJuṣ"। 'প্রতি শব্দের অর্থ 'দিকে'z pāIṣ "fāfu" শব্দটির অর্থ 'দিকে গমন'....'শব্দগঠনের দিকে গমন' ....'শব্দ গঠনের পদ্ধতি'z
- প্রত্যয় হল কতগুলি চিহ্ন, বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যারা ধাতু বা শব্দের শেষে বসে নতুন নতুন শব্দ এবং নতুন নতুন ধাতু গঠন করে।

kbj - √L# Š²=Lə

এখানে '√L'র সঙ্গে নানা চিহ্ন যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করেছে।

...Z + Ce = ...ēell > ...Zf

এখানে 'গুন' শব্দের শেষে নানা চিহ্ন যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করেছে।

√n#ēQ#√nṣh

√L#ēQ# √Lṣṣ

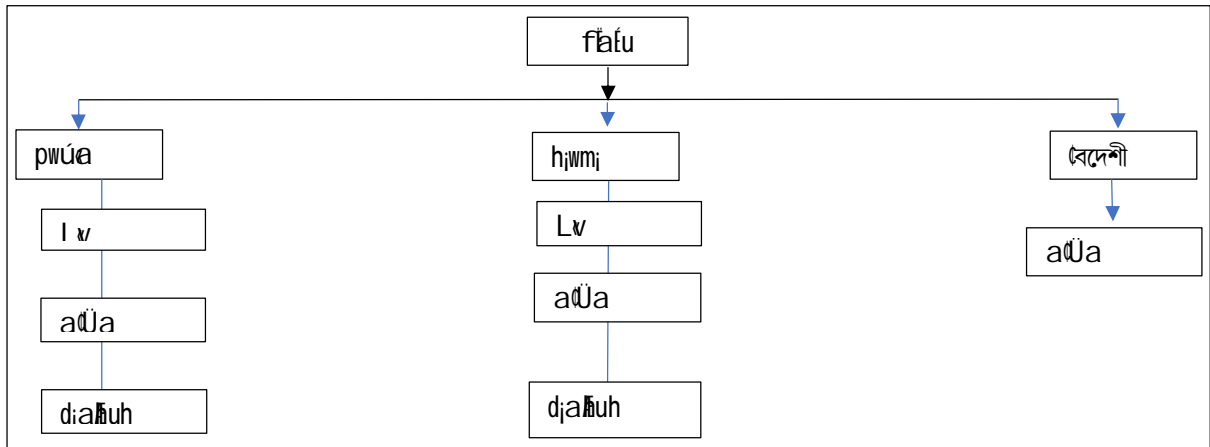
এখানে নতুন নতুন ধাতু গঠিত হয়েছে।

- কতকগুলি প্রত্যয় ধাতুর শেষে যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে। এদের বলে ধাতু প্রত্যয় বা কৃৎ প্রত্যয়। যেমন- Š² (a), Š²ēll (ā) AeVl (Ae) ahf, Aeṣ, kv, efv, Lf HI ph Lv fāfuz
- কতকগুলি প্রত্যয় শব্দের শেষে যুক্ত নতুন নতুন ধাতু গঠন করে। এদের বলে ধাতুব্যব প্রত্যয়। নতুন ধাতুটির অবয়ব অর্থাৎ শরীরের মধ্যেই প্রত্যয়টি অবস্থান করে বলে এদের নাম ধাতুব্যব।  
kbj- √L#ēQ (C) = Lṣṣ, eaē djaI "Lṣṣ"-মধ্যে "ēQ" HI "C" টি রয়েছে। তাই 'নিচ' djaṣuh fāfuz
- Evসের দিক থেকে প্রত্যয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায় -

**L) pwā fāfu** : Š², Š²ē, AeVl Caṣṣcz pwā Aā fāfu - ষ, ষি, ষ্য, ষেয়, ষয়ন ইত্যাদি। সংস্কৃত ধাতুব্যব fāfu-ēQṣ peṣ kP Caṣṣcz

**M) hṣmṣ Lv fāfu** : A,B,Ae, Aṣ¹ Caṣṣcz hṣmṣ aṣa fāfu Bṣ/ṣ,BC, Euṣ...J Caṣṣcz hṣmṣ djaṣuh fāfu- আ, আনো ইত্যাদি।

**গ) বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়** : ওয়ালা, দার, বাজ, সই, দান, গিরি ইত্যাদি। বিদেশি কৃৎ ও ধাতুব্যব প্রত্যয় বাংলায় নেই।



- 'Lv' nēvI hēvfš qm - √L#L#fz "Li হল একটি ধাতু লাক্ষনিক অর্থে 'ক্' বলতে সমগ্র ধাতুকেই বোঝায়, pəliw "Lv' nēvI Abllqm "dja#pwə#z Bhjl "Lv' শব্দটির আরেকটি অর্থ হল 'করে যে'z mjrteL অর্থে ক্রিয়াকেই বোঝায়। ধাতুর শেষে যুক্ত প্রত্যয় হলো 'ক্ৎ প্রত্যয়'z "š" প্রত্যয়ের মধ্যে তিনটি বর্ন আছে - "L#a#A' এদের মধ্যে 'ক্' চলে যায় থাকে 'ত'z pəliw "a' C qm "š" প্রত্যয়ের চিহ্ন যা ধাতুর শেষে যুক্ত হয়। 'অতীত' অর্থে 'ত' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। Ecqle - যা হয়ে গেছে = i" + a = i`az
- "a' চিহ্নটি ধাতুর শেষে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে -
- √i" + a = i`a  
fī - √i" + a = fī`a  
Ae# - √i" + a = Ae#`a  
eUll(A) - √i" + a = Ai`a
- √L# + a = L#a  
fī = √L# + a = fīL#a  
c# - √L# + a = c#e#a  
[c# + L#a = c#e#a - সন্ধিতো  
pjll - √L# + a = pwú#a  
eUll - √L# + a = AL#a
- √ef + a = e#a  
A - √ef + a = Be#a  
te: - √ef + a = tee#a  
[নতুন নিয়ম প্রযুক্ত হয়েছে]
- √nl + a = n#a  
A#a - √nl + a = A#i n#a
- √M# + a = M#a  
fīa - B - √M# + a = fīa#M#a
- √j<sup>a</sup> + a = j#a  
Ae# - √j<sup>a</sup> + a = ee#j#a
- √θj# + a = θj#a  
Ae# - √θj# + a = Aeθj#a
- √d<sup>a</sup> + a = d#a  
Ec# - √d<sup>a</sup> + a = EÜ#a
- √q<sup>o</sup> + a = q#a  
B - √q<sup>o</sup> + a = Bq#a
- √æ# + a = æ#a  
fī - √æ# + a = fīæ#a
- √Q + a = Q#a  
fī - √Q + a = fīQ#a
- √S + a = S#a  
p# - S + a = p#S#a

- $\sqrt{'}j + a = 'ja$   
 $\text{খ} - \sqrt{'}j + a = \text{খ}'ja$
- $\sqrt{i}f + a = i\text{fa}$   
 $\text{আ} - \sqrt{i}f + a = \text{আ}i\text{fa}$
- $\sqrt{c^a} + a = c^a$   
 $\text{B} - \sqrt{c^a} + a = \text{B}c^a$
- $\sqrt{\hat{a}}\text{f} + a = \hat{a}\text{f}$   
 $\text{Aci} - \sqrt{\hat{a}}\text{f} + a = \text{Aci} \hat{a}\text{f}$
- $\sqrt{d}\text{f} + a = d\text{f}$   
 $\text{Ah} - \sqrt{d}\text{f} + a = \text{Ah}d\text{f}$
- $\sqrt{f}\text{f} + a = f\text{f}$   
 $\text{Aca} - \sqrt{f}\text{f} + a = \text{Aca}f\text{f}$
- $\sqrt{f}\text{f} + a = f\text{f}$   
 $\text{B} - \sqrt{f}\text{f} + a = \text{B}f\text{f}$
- $\sqrt{n}\text{f} + a = n\text{f}$   
 $\text{B} - \sqrt{n}\text{f} + a = \text{B}n\text{f}$
- $\sqrt{i}\text{«} + a = i\text{«}$   
 $\text{«} - \sqrt{i}\text{«} + a = \text{«}i\text{«}$
- $\sqrt{h^a} + a = h^a$   
 $\text{pj}\text{f} + \sqrt{h^a} + a = \text{pwh}^a$
- $\sqrt{h}j + a = hja$   
 $\sqrt{i}j + a = ija$   
 $\sqrt{p}\text{f} + a = p\text{f}a$   
 $\sqrt{\text{U}}\text{f} + a = \text{U}f$   
 $\sqrt{q}j + a = qja$   
 $\sqrt{q^a} + a = ya$

"a' প্রত্যয়টি যুক্ত হওয়ার সময় খাতুর শেষে ই-কারের আগম হয়।

- $\sqrt{m}\text{M}\text{f} + a = m\text{M}a$
- $\sqrt{f}\text{S}\text{f} + a = f\text{S}a$
- $\sqrt{\text{se}}\text{b} + a = \text{se}b\text{it}$
- $\sqrt{A}\text{Q}\text{f} + a = A\text{Q}f$
- $\sqrt{f}\text{W}\text{f} + a = f\text{W}a$
- $\sqrt{f}\text{a}\text{f} + a = f\text{a}a$
- $\sqrt{A}\text{S}\text{f} + a = A\text{S}f$
- $\sqrt{A}\text{b}\text{f} + a = A\text{b}f$
- $\sqrt{A}\text{n}\text{f} + a = A\text{n}a$
- $\sqrt{i}\text{r}\text{f} + a = i\text{r}a$

$\sqrt{M_i c l} + a = M_i c a$   
 $\sqrt{C r l} + a = C l r a$   
 $\sqrt{L b l} + a = L b a$   
 $\sqrt{L \zeta f l} + a = L \zeta f a$   
 $\sqrt{L_i m l} + a = L_i r a$   
 $\sqrt{L_i n l} + a = L_i n a$   
 $\sqrt{L f l} + a = L f a$   
 $\sqrt{L S l} + a = L S a$   
 $\sqrt{N S l} + a = N S a$   
 $\sqrt{O V l} + a = O V a$   
 $\sqrt{N W l} + a = N W a$   
 $\sqrt{Q m l} + a = Q m a$   
 $\sqrt{Q l l} + a = Q l a$   
 $\sqrt{Q \zeta l} + a = Q \zeta a$   
 $\sqrt{Q l l} + a = Q l a$   
 $\sqrt{S d f l} + a = S d f a$   
 $\sqrt{S h l} + a = S h a$   
 $\sqrt{S m + m l} = S m a$   
 $\sqrt{d j h l} + a = d j h a$   
 $\sqrt{e \zeta l} + a = e \zeta a$   
 $\sqrt{f j m l} + a = f j m a$   
 $\sqrt{f l s l} + a = f l s a$

[‘Xl, ‘Yl, ‘k l, k lন দুটি স্বরবর্ণের মাঝখানে পড়ে যায় তখন তারা যথাক্রমে ‘ড’, “t”, “u” হয়ে যায়]

$\sqrt{g m l} + a = g m a$   
 $\sqrt{h j d l} + a = h j d a$   
 $\sqrt{i j o l} + a = i j o a a$   
 $\sqrt{i j p l} + a = i j p a$   
 $\sqrt{j \zeta l} + a = j \zeta a$   
 $\sqrt{g m} + a = g m a$   
 $\sqrt{j \zeta m l} + a = j \zeta m a$   
 $\sqrt{k j o l} + a = k j o a$   
 $\sqrt{l r l} + a = l r a$   
 $\sqrt{l o l} + a = l o a$   
 $\sqrt{l j s l} + a = l j s a$   
 $\sqrt{l j d l} + a = l j d a$   
 $\sqrt{h \zeta c} + a = h \zeta c a$   
 $\sqrt{h_i} + a = h_i a$

$$\sqrt{\text{qep}}/\text{qwp} + a = \text{qwp}a$$

[qep]হিংস সন্ধিতে fc j dŋ' "e' ৎ হয় যদি পরে শ, ষ, স ও হ থাকে, ফলে হিংসিত= হিংসিত]

ধাতুর শেষে ম/ন অনেক সময় লোপ পায়

$$\sqrt{\text{Nj}} + a = \text{Na}$$

$$\sqrt{\text{ej}} + a = \text{ea}$$

$$\sqrt{\text{ae}} + a = \text{aa}$$

$$\sqrt{\text{qe}} + a = \text{qa}$$

ধাতুর শেষে 'ন' থাকলে এবং তার লোপ হলে অনেক সময় ধাতুর প্রথম স্বরের hŋ qu

$$\sqrt{\text{Me}} + a = \text{Mja}$$

$$\sqrt{\text{Se}} + a = \text{Sja}$$

ধাতুর শেষে 'ম' অনেক সময় ত্ এর সঙ্গে সন্ধিতে 'ন' হয়, ধাতুর প্রথমস্বরের বৃদ্ধিও হয়।

$$\sqrt{\text{Lj}} + a = \text{Lj}^1$$

$$\sqrt{\text{Lj}} + a = \text{Lj}^1$$

$$\sqrt{\text{cj}} + a = \text{cj}^1$$

ধাতুর শেষে দ থাকলে সাধারন 'দ+ত' মিলে 'ন্ন' qu Abŋ cŋ + a = ee

$$\sqrt{\text{Ac}} + \text{ŋ}^2 = \text{Aæ/S}^2$$

$$\sqrt{\text{Lŋ}} + a = \text{Lŋ}$$

ধাতুর শেষে 'হ' থাকলে তার সঙ্গে 'ত' যুক্ত হয়ে সাধারনত 'র' qu,

$$\sqrt{\text{mq}} + a = \text{mŋt}$$

$$\sqrt{\text{j}} + a = \text{j}^2/\text{j}^3$$

ধাতুর শেষে " (cŋŋ) থাকলে 'ত' এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'ঈর্ন' qu Abŋ

$$+ a = \text{Deŋ}$$

$$\sqrt{\text{L}} + a = \text{Leŋ}$$

ত যুক্ত হলে ধাতুর প্রথম অঙ্ক-হ 'ব' উ/উতে পরিনত হয়

$$\sqrt{\text{hŋ}} + a = \text{Eŋ}^2$$

ধাতুব্যব প্রত্যয়যুক্ত ধাতুর ক্ষেত্রেও 'ত' প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে।

$$\sqrt{i} + \sqrt{eou} + a = i jha$$

$$\sqrt{fj} + pe + a = \sqrt{ffjpl} + a = \sqrt{ffjpa}$$

ঈ/এ/ঐ ফাঁদ

ধাতুর শেষে সরাসরি যুক্ত ভক্ত

$$\sqrt{i} S + a = i \text{ ঈ}^2$$

$$\sqrt{j} \text{ ঐ} + a = j \text{ ঈ}^2$$

$$\sqrt{p} S + a = p \text{ ঐ}$$

ধাতুর শেষে 'ম + e' থাকলে সাধারনত দুটি বর্ণের লোপ হয়-

$$\sqrt{Nj} + a = N a$$

ধাতুর শেষে ম+ন সবসময় লোপ হয় না। অনেক সময় 'ম+তি' যুক্ত হয়ে 'ট' হয় সন্ধিতে

$$\sqrt{Lj} + a = L \text{ ট}^1$$

$$\sqrt{pe} + a = p \text{ ট}^2$$

"AeV" ফাঁদ

"V" প্রত্যয় চলে যায় থাকে 'অন' বিশেষ্য পদ গঠিত হয়।

$$\sqrt{A} + AeV = A^e$$

$$\sqrt{q} + AeV = q^e$$

$$\sqrt{j} cl + eou + AeV = j^e ce$$

OU ফাঁদ

$$\sqrt{Lj} + OU = Lj$$

$$\sqrt{Rcl} + OU = ছেদ$$

OUd

$$\sqrt{Acl} + OU = Ojp$$

$$\sqrt{Q} + OU = Lju$$

$$\sqrt{i} eS + OU = i \%y$$

$$\sqrt{peS} + OU = p \%y$$

"AQ" ফাঁদ

$$\sqrt{Ar} + AQ = Ar$$

$$\sqrt{d} + AQ = dl$$

"Af" ফাঁদ

$$\sqrt{Sf} + Af = Sf$$

$$\sqrt{e} + Af = eh$$



"ahf' fāf

$$c_j + ahf = c_jahf$$

na<sub>x</sub> njeQ - fāfū

$$\sqrt{QmU} + na = Qmv$$

$$\sqrt{hv} + njeQ = ha_jje$$

Amūfāfū

$$S + AmU = Su$$

h<sub>j</sub>m<sub>j</sub> L<sub>v</sub> fāfū :-

"A': fāfū HC fāfūW dja! শেষে বসে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ গঠন করে সুতরাং এরা ক্রিয়ার কাজটিকে বোঝায়

$$\sqrt{L_jVU} + A = L_jc$$

$$\sqrt{MS} + a = যৌজ$$

$$\sqrt{OIU} + A = ঘের$$

"Ae' - fāfū

$$\sqrt{L_jcU} + Ae = L_jpe$$

$$\sqrt{dIU} + Ae = dle$$

$$\sqrt{pSU} + Ae = pSe$$

A<sub>z</sub>'fāfū :- যে ক্রিয়া চলছে সেই চলমানতার অর্থে ধাতুর শেষে 'অন্ত' fāfū quz

$$\sqrt{RV} + A_z' = RV_z'$$

$$\sqrt{h_jS_l} + A_z' = h_jS_z'$$

$$\sqrt{ShU} + A_z' = Sh_z'$$

"B' fāfū' :- "B' প্রত্যয়টির সাহায্যে বাংলায় বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ গঠিত হয়। ক্রিয়ার কাজ বোঝাতে বা অন্য অর্থে

"B' প্রত্যয়ের ব্যবহার বাংলা ভাষার লক্ষ্য করা যায়।

$$\sqrt{QmU} + B = Qm_j$$

$$\sqrt{hmU} + B = hm_j$$

$$\sqrt{hLU} + B = hL_j$$

BC - fāfū :- ক্রিয়ার কাজ বা ভাব অর্থে ধাতুর শেষে 'আই' প্রত্যয় বসে বিশেষ্য পদ গঠন করে।

$$\sqrt{hmU} + BC = hm_jC$$

$$\sqrt{dmU} + BC = ঘোলাই$$

"BJ'- fāfū :- ক্রিয়ার কাজ বা ভাব বোঝাতে ধাতুর শেষে 'আও' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়।

$$\sqrt{gmU} + BJ = gm_jJ$$

$$\sqrt{OIU} + BJ = ঘেরাও$$

"C' fñá :- ক্রিয়ার ভাব বা কাজ বোঝাতে ধাতুর শেষে 'ই' fñá quz

$$\sqrt{q\eta\Omega} + C = q\eta\Omega$$

$$\sqrt{L_i p\Omega} + C = L_i \phi$$

"ইয়ে' fñá :- দক্ষ বা নিপুন অর্থে ধাতুর শেষে বাংলায় 'ইয়ে' fñá quz

$$\sqrt{hm\Omega} + \text{ইয়ে} = \text{বলিয়ে}$$

$$\sqrt{L\Omega} + \text{ইয়ে} = \text{কইয়ে}$$

Bð/Ed fñá :- স্বভাব/ শীল/ বৃত্তি প্রভৃতি অর্থে ধাতুর শেষে আরি/উরি প্রত্যয় হয়।

$$\sqrt{\text{ti M}\Omega} + Bð = \text{ti M}\phi$$

$$\sqrt{Xh\Omega} + Ed = Xh\phi$$

He - fñá :- দক্ষ বা স্বভাব অর্থে 'এন' প্রত্যয় ধাতুর শেষে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ গঠন করে।

$$\sqrt{N_i} + He = \text{গায়েন}$$

Be - fñá :- ক্রিয়ার ভাব বা কাজ বোঝাতে ধাতুর শেষে 'আন' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষ্য পদ গঠন করে।

$$\sqrt{Q_i m\Omega} + Be = Q_i m\eta$$

আনো প্রত্যয় :-

$$\sqrt{S_i m} + \text{আনো} = \text{জালানো}$$

"ei'- fñá:

$$\sqrt{i \text{ } h\Omega} + ei = i \text{ } h\eta$$

'Ca' - fñá :-

$$\sqrt{S_i \eta\Omega} + Ca = S_i \eta a$$

Bð/Ed fñá

$$\sqrt{Rm\Omega} + Að = Rm\eta$$

$$\sqrt{hyd} + Eð = hyd\eta$$

'Ca' fñá

$$\sqrt{LI\Omega} + Ca = L\eta a$$

"EL' fñá

$$\sqrt{\eta \text{ } n\Omega} + EL = \eta \text{ } \phi L$$

"ai' fñá

$$\sqrt{S_i \eta\Omega} + ai = S_i \eta$$

"ta' fñá

$$\sqrt{0s\Omega} + ta = 0s\eta a$$

$$p_{\check{S}A} + o_{eL} = p_{i\check{S}La_i}$$
$$A_n \text{ এর পুত্র} = A_n + 0.1ue = B_n + ue$$
$$\sqrt{S_e} + B = S_j e_j$$
$$\sqrt{hs} + BC = hs_jC$$

$\sqrt{\text{TyS}}$  + আলো = বাঁজালো

$$\sqrt{f} \S_j + B \mathbb{I} = f \S_j \mathbb{I}$$
$$\sqrt{j|0V|} + C = j|0V|$$
$$\sqrt{Y_i}L + D = Y_iL\epsilon$$
$$\sqrt{h_{je1}} + Cu_j = h_{je0}$$
$$\sqrt{f_j} L_j + B_j = \text{পাকামো}$$

বিদেশী অঙ্কিত প্রত্যয় :-

Bej, Bê, Ñl, êhp -

আচরন, ভাষা বৃত্তি অর্থে

hjh + Bej = hjhêuej

কেরানী + Ñl = কেরানী - Ñl

cjl - fâlu : যুক্ত পাত্র বা বৃত্তিধারী অর্থে

পেশা + cjl = পেশাদার

"Mej" - fâlu - স্থান অর্থে

XiŠj! Mej = XiŠj! Mej



teachinns  
Text with Technology

## 1.6.4.

## Lj|L J hi Š²

## 1. Lj|L (Case) :

"œu|eW Lj|Lj| - f|Z|e

বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনামপদের যে সম্পর্ক, তাকে কারক (Case) বলে।

যেমন : ‘প্রচন্ড ক্ষিদের রবি হৈসেলে হাঁড়ি থেকে দু হাত দিয়ে ভাত খেল’

এখানে -

1) œu|fc (pj|fLj) = খেল।

২) বিশেষ্য পদ = ক্ষিদে, রবি, হৈসেল, হাঁড়ি, হাত, ভাত।

‘খেল’ - এই ক্রিয়াটি এই বাক্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারন- এরই সঙ্গে উক্ত ছ-টি বিশেষ্য পদ নানাভাবে সম্পর্কিত হয়েছে। যেমন -

১) কে খেল?- রাম। খেল-র সঙ্গে রামের কতৃ সম্পর্ক। তাই রাম = LaLj|Lz

২) কী খেল?- ভাত। খেল-র সঙ্গে ভাতের কর্ম সম্পর্ক। তাই ভাত = Lj|Lj|Lz

৩) কী দিয়ে খেল?- হাত দিয়ে। খেল-র সঙ্গে হাতের করন সম্পর্ক। হাত = L|eLj|Lz

৪) কোথা থেকে খেল?- হাঁড়ি থেকে। খেল-র সঙ্গে হাঁড়ির অপাদান সম্পর্ক। হাঁড়ি=অপাদানকারক।

৫) কোথায় খেল?- হৈসেলে। খেল-র সঙ্গে হৈসেলের অধিকরন সম্পর্ক। হৈসেল = AdL|ez

সুতরাং ‘খেল’ œu|fc/I সঙ্গে বিশেষ্য পদগুলি কোনো না কোনো সম্পর্কে জড়িয়ে গেছে, আর তার জন্যেই প্রতিটি বিশেষ্যপদ কারক হয়েছে।

## 2. hi Š² (Case-ending/Case termination/Inflection) :

বিভক্তি হলো কারকজ্ঞাপক চিহ্ন।

যে সব শব্দ বা শব্দানুর (চিহ্নের) যোগে বাক্যের ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্য পদগুলির সম্পর্ক নির্ণীত হয়, তাদের বিভক্তি বলে।

যেমন - প্রচন্ড ক্ষিদেয় রবি হৈসেলে হাঁড়ি থেকে দু হাত দিয়ে ভাত খেল-

এখানে- ১) ক্রিয়াপদ=খেল

২) বিশেষ্যপদ= ক্ষিদে, রবি, হৈসেল, হাঁড়ি, হাত, ভাত।

লক্ষণীয় যে - এখানে প্রতিটি বিশেষ্য পদের সঙ্গে কিছু না কিছু শব্দ বা শব্দানু (= চিহ্ন) যুক্ত হয়েছে।

১) ক্ষিদে- এর সঙ্গে ‘য়’ (ক্ষিদে + u) - "u" এখানে শব্দানু

২) হৈসেল - এর সঙ্গে ‘এ’ (হৈসেল + H) - "H" এখানে শব্দানু

৩) q|a - এর সঙ্গে যুক্ত ‘দিয়ে’ (q|a + দিয়ে) - ‘দিয়ে’ এখানে শব্দ

৪) l|h - এ শব্দে কোনো শব্দানু; œq² kš² qu|e

৫) i |a - এ শব্দে কোনো শব্দানু বা চিহ্ন যুক্ত হয়নি

সুতরাং দেখছি - উল্লিখিত প্রথম চারটি বিশেষ্যর সঙ্গে কিছু না কিছু শব্দ বা শব্দানু যুক্ত হয়েছে এবং যুক্ত হওয়ার ফলেই বাক্যটিতে ক্রিয়াটির (খেল) সঙ্গে বিশেষ্য পদগুলির সম্পর্ক নির্ণীত হয়েছে। তাই এই -"u", "H", দিয়ে - œeW nē h| nē|eœ হলো বিভক্তি।

বাংলা বিভক্তি সংস্কৃত বা প্রাকৃত বিভক্তির বিকৃতিতে জন্মেছে। জন্মসূত্র অনুসারে, বাংলা বিভক্তি দু রকমের -

1) hi Š²Sja hi Š² - "H"। এটি প্রধান ভারতীয় আর্যভাষা থেকে এসেছে।

2) AepNŠja hi Š² - "L", "a", "l'z H...œm AepNŠ শব্দের ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

বাংলায় বিভক্তি বলতে ঐ চারটি। তবে এদের পারস্পরিক যোগে আরো কিছু বিভক্তির জন্ম - কে, তে, রে, এতে, কার, কের, য, য়ে। এছাড়া যেখানে বিভক্তির কোনো চিহ্ন নেয়, সেখানে শূন্য (০) বিভক্তিও কল্পিত হয়েছে। যেমন -

1z nŋf (0) ʔhi ʃʒ- 0āfc:p Nje Njuz

2z "H' ʔhi ʃʒ- গাইল চন্ডীদাসে।

3z "L' ʔhi ʃʒ- মতি ঐ ঠাকুরক। কে,- চন্ডীদাসকে ডাকো।

4z "a' ʔhi ʃʒ- এ রূপোতে কিছুই হবে না।

5z "I' ʔhi ʃʒ- বাবার শরীর ভালো নয়। তোমার লাগিয়া ফিরি দেশে দেশে।

### AepNŋ:

বিভক্তি ছাড়াও আরো কিছু শব্দ আছে, যেগুলি বিশেষ্য পদের পরে বসে বিশেষ্যটির কারক-অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলিকে ‘অনুসর্গ’ বলে। এ শব্দগুলি হলো- দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক, সঙ্গে, সনে, জন্য, বিনা, হতে, থেকে, চেয়ে, কাছে, নিকটে, মধ্যে প্রভৃতি। স্মরণীয় যে ‘বিভক্তি’ হলো শব্দানু-তার নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। ‘অনুসর্গ’ হলো শব্দ- aŋr নিজস্ব অর্থ আছে।

যেমন - তোর দ্বারা এ কাজ হবে না। কী জন্য দুঃখ করিস? কানু বিনা রাই থাকিতে পারে কি!

এখানে - "aŋr" মানে সাহায্য, ‘জন্য’ = Lje (Why), "ʔhej" = hfaŋa (Without)z Abŋw AepNŋ.ŋmŋ ʔeSü Abŋl আছে। এগুলিও কারক অর্থ প্রকাশ করছে। সুতরাং কারক নির্মানে বা ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্যের সম্পর্ক নির্মানে ঐ ‘বিভক্তি’ J "AepNŋ HLjz' J Afŋqkŋ

### 3. LjL J aŋr ʔhi ʃʒ: ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা

#### 1. কারকের ঐতিহাসিক বিবর্তন :

ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্য পদের সম্পর্কই হলো কারক। ঐই সম্পর্ক বৈচিত্রপূর্ণ। তাই কারকের স্বরূপও বিভিন্ন।

1z সংস্কৃত ভাষায় কারক হলো ছটি- 1) Laŋ 2) Ljŋ 3) Lje, 4) pŋfcŋe, 5) Afŋcŋe, 6) AdLiez

২। কিন্তু ইংরেজী ব্যাকরণে কারকের সংজ্ঞা একটু আলাদা। ব্যাকরণে অন্তর্গত যে - কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের সঙ্গে অন্য বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সম্পর্কই যেখানে ‘কারক’ নামে অভিহিত। তদনুসারে ইংরেজী ব্যাকরণে ক।L BVŋ -

১) কর্তৃ, ২) কর্ম, ৩) করন, ৪) সম্প্রদান, ৫) আপদান, ৬) অধিকরন, ৭) সম্বন্ধপদ, ৮) সম্বোধন পদ।

৩। প্রাকৃত ব্যাকরণে কারক তিনটি- 1) Laŋ-Ljŋ 2) Lje-অধিকরন, ৩) সম্বন্ধ। এইজুরে সংস্কৃত ব্যাকরণেও সরলীকরন ঘটেছিল।

৪। প্রাচীন বাংলাতেও কারক ঐ তিনটিই ʔmz

৫। বাংলা ব্যাকরণে বিশেষত: ছাত্র পাঠ্য ব্যাকরণগুলিতে কারক আছে ছটি- ঠিক সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে এগুলি চারটি-

1) Laŋ 2) Ljŋpŋfcŋe, 3) Lje-AdLiez, 4) pŋáz

৬। গঠন প্রকৃতির দিক থেকে কারকগুলিকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

L) jŋf LjL- ক্রিয়ার সঙ্গে যাট প্রত্যক্ষ সম্পর্ক যথা- কর্তৃকারক। এখানে কারকই ক্রিয়াতে নিয়ন্ত্রিত করে।

M) Nŋe hŋ ʔakŋ LjL- যাদের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়। যথা- Ljŋpŋfcŋe, Lje-AdLiez, pŋáz-H...ŋm ʔeŋuŋŋ ŋŋŋŋ ʔeŋuŋŋ quz

#### 2. বিভিন্ন কারকের বিভিন্ন বিভক্তি-ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে :

প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে কারক আছে- 6ŋ : Laŋ Ljŋ Lje, pŋfcŋe, Afŋcŋe J AdLiez

এছাড়া কারকের সঙ্গে একযোগে আলোচিত হয়-‘pŋázfc’z

বাংলা ব্যাকরণে এক একটি কারকের জন্য এক একটি বিভক্তি নির্দিষ্ট হয়েছে। যেমন -

কর্তৃকারকে - 1jŋ hŋ nŋf ʔhi ʃʒ

কর্মে - 2uŋ- কে, রে।

করনে - 3uŋ- দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক।

সম্প্রদানে - 4bŋ- কে, রে।

অপাদানে - 5jŋ-হতে, থেকে, চেয়ে।





**6z AðLle (Locative Case) :**

ক্রিয়ার আধারকে অধিকরন কারক বলে। সংস্কৃতে এর বিভক্তি ছিল-H, qj h;wmj;IV ðhi Š²- "H" (এটা সংস্কৃতে 'এ' ðhi Š² নয়), 'তে', 'এতে', "u'z kb;- জলে মাছ আছে। সকালে উঠবি। অঙ্কে কাঁচা। শান্তিতে থেকো। আনন্দতে থাক। কলকাতায় b;ðLp; Nuju Šfä Šmz HR;sj- 'কে' (আজকে যাবি না); শূন্য বিভক্তি- আজ যাবো না; বর্ধমান যাবো; রবিবার সব ছুটি। প্রাচীন বাংলায় আছে- "a" (সাক্ষমত চড়িলে), মধ্যবাংলায়- 'রে' (জীবের সদয় হও)।

**7z pðšfc (Possessive/Genitive Case) :**

h;wmj;u pðšfc L;l eu-কারন ক্রিয়ার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তবে কারকের সঙ্গে এর অবস্থান সুনির্দিষ্ট। অথচ ইংরেজিতে সম্বন্ধপদ কারক। কোনো ব্যক্তি বা বস্তু, অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর উপর অধিকার থাকলে, তাকে সম্বন্ধ পদ বলে।

সংস্কৃতে এর ðhi Š² Šm- "pš" (সস)। প্রাকৃতো দিল -সস। প্রাচীন বাংলায় আছে তার ধ্বংসাবশেষ -pš > pš > q > Bz যেমন- pw rZpš > fš Mepš > প্রা বাং খনহ। তেমনি মুচস্য > মুঢ়া। সম্প্রতিক বাংলায় এটি বিলুপ্ত। এখন আছে-"l", "Hl'z Hhw "l' থেকে 'কের', "L;l'z kb;- বাংলার মাটি। গাছের ফল। আজকের দিনে অনেক বেকার; সবাইকার মন জোগানো কঠিন।



teachinns  
Text with Technology

## 1.6.5

## ঐক্য

বাংলার লিঙ্গ বিধির কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে সহজেই ধরা পড়ে। Bjli; S;te h;wm;u ঐক্য  
cae fLi;- fঐক্য Uঐ ঐক্য Hhw ক্রীবলিঙ্গ। কিন্তু ইংরেজিতে এই তিনটি ছাড়া আছে উভয় লিঙ্গ। আজকাল ইংরেজির  
অনুসরণে বাংলাতেও কেই কেউ উভয়লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাঁদের মতে সন্তান কবি শিশু ইত্যাদি হল উভয়লিঙ্গ। সংস্কৃত  
ও জার্মানেও লিঙ্গ তিন প্রকার- পুংলিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ ও ক্রীবলিঙ্গ। আবার হিন্দি ও ফরাসিতে লিঙ্গ শুধু দুই fLi; fঐক্য J  
স্ত্রীলিঙ্গ। ফলে যে শব্দকে আমরা ক্রীবলিঙ্গ মনে করি সেগুলি এইসব ভাষায় হয় পুংলিঙ্গ, নয় স্ত্রীলিঙ্গ।

বাংলায় লিঙ্গ অর্থ নির্ভর, অর্থাৎ শব্দের দ্বারা পুরুষ জাতীয় প্রানীকে বোঝালে পুংলিঙ্গ, স্ত্রী জাতীয় প্রানীকে বোঝালে স্ত্রীলিঙ্গ,  
আর অপ্ৰানীবাচক বস্তুকে বোঝালে ক্রীবলিঙ্গ হয়। যেমন- বাংলায় ঘোড়া= পুংলিঙ্গ, মেয়ে= স্ত্রীলিঙ্গ, লতা=ক্রীবলিঙ্গ। এই লিঙ্গ  
নির্নয় বিষিতে ইংরেজির সঙ্গে বাংলার সাদৃশ্য আছে। অন্যদিকে সংস্কৃত জার্মান, ফরাসি ও হিন্দি ভাষা থেকে বাংলার পার্থক্য  
আছে। এইসব ভাষায় লিঙ্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ নির্ভর হলেও সর্বদা অর্থনির্ভর নয়, কতকটা শব্দের গঠন নির্ভর এবং কতকটা  
প্রথা নির্ভর; ফলে অনেক সময় অর্থের সঙ্গে লিঙ্গের সম্বন্ধ থাকে না।

বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বে লিঙ্গের প্রভাব খুব বেশি নেই। বিশেষ্য পদের সঙ্গে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ পৃথক পৃথক প্রত্যয় যোগ হয়  
এবং তার ফলে তাদের পৃথক পৃথক রূপ দাঁড়িয়ে যায়; যেমন- hŪ-hŪi, f;WL-f;WLj, p;dL-সামিকা, বেদে-বেদেনী। বাংলায়  
অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিঙ্গ ভেদে বিশেষ্যের রূপভেদ হলেও সর্বনামে রূপভেদ হয় না। যেমন- আমি, তুমি, সে প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ  
ও স্ত্রীলিঙ্গে একই রূপ থাকে। বাংলায় বিশেষ্যের ক্ষেত্রেও লিঙ্গের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীয়মান। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে আমরা কখনো  
কখনো বিশেষ্যের রূপ পৃথক হতে দেখি বটে, তবে অনেক ক্ষেত্রে আবার পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে বিশেষ্যের একই রূপ ব্যবহৃত  
হয়। যেমন- ছোট ছেলে- ছোট মেয়ে। কিন্তু সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসি ও হিন্দি ভাষায় বিশেষ্যের লিঙ্গভেদ বিশেষ্য অনুযায়ী হয়।  
সংস্কৃতে বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে বিশেষ্যেরও লিঙ্গ নির্দিষ্ট হয়।

বাংলায় তৎসব বিশেষ্যের রূপ লিঙ্গভেদে পৃথক হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে বিশেষ্যের রূপভেদ হয় না।  
বিশেষ্যের রূপ নিয়ন্ত্রনে বাংলায় লিঙ্গের প্রভাব ক্ষীয়মান, আর ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রনে বাংলায় লিঙ্গের প্রভাব একেবারেই নেই।

বাংলায় ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রনে লিঙ্গেরও ও কোনো প্রভাব একই। বাংলায় সংস্কৃত, ইংরেজি ও জার্মান ভাষার মতো  
পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ ক্রিয়ার রূপ নেই।

## 1.6.6

## h0e

বস্তুর সংখ্যা বোঝাতে বচন ব্যবহৃত হয়।

বাংলা রূপতত্ত্বে লিঙ্গের প্রভাব বিশেষ নেই ; কিন্তু বচনের প্রভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়। সংস্কৃত বা গ্রীসের মতো বাংলার দ্বিবে নেই ; হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষার মতো বাংলায় বচন মাত্র দুটি -

L) HLh0e

M) hyh0ez

বাংলায় একবচন ও বহুবচন বিশেষ্যের পৃথক রূপই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত।

Ec;ql e-

HLh0e

ছেলে

hC

hyh0e

ছেলেরা

hC...0m

তবে বিশেষ্যের আগে যেখানে বহুবচনবোধক কোনো বিশেষণ তাকে সেখানে বহুবচন বিশেষ্যের আগে যেখানে বহুবচনবোধক কোনো বিশেষণ থাকে সেখানে বহুবচনে বিশেষ্যের পৃথক রূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলে না। কিন্তু অন্যান্য অনেক ভাষায় এক্ষেত্রে ও বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচনে প্রত্যয় যোগ করে তার পৃথক রূপ দেওয়া হয়। সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় একবচন ও বহুবচনের রূপ fbLz

সর্বনামের রূপে বাংলায় ফরাসি ভাষার মতো বচনের অব্যর্থ প্রভাব রয়েছে। একবচন ও বহুবচন সর্বনামের রূপ পৃথক হয়ে থাকে। যেমন- B0j-Bjl i, a0j -তোমরা ইত্যাদি।

বাংলায় সর্বনামের রূপতত্ত্বে বচনের প্রভাব তাকলেও আবার বিশেষণের ক্ষেত্রে এর বিশেষ প্রভাব নেই। একবচন ও বহুবচনে বিশেষণের রূপ একই রকম হয়ে থাকে। যেমন- ভাল ছেলে, ভাল ছেলেরা। শুধু বিশেষণের দ্বিত্ব সাধন করে কখনো কখনো তার দ্বারা বহুবচনের কাজ করা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচন প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয় না। যেমন- HLh0e-f;Lj Lbj, hyh0e-পাকাপাকা কথা। বিশেষণের রূপ নিয়ন্ত্রনে বচনের ভূমিকায় বাংলার সঙ্গে ইংরেজির সাদৃশ্য আছে, অন্য দিকে সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসি থেকে বাংলার পার্থক্য লক্ষণীয়। বাংলার মতো ইংরেজিতেও একবচন ও বহুবচনে বিশেষণের রূপ একই থাকে। যেমন - HLh0e- good boy, hyh0e-good boysZ কিন্তু সংস্কৃত, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় বচন ভেদে বিশেষণেরও রূপভেদ হয়।

যেমন - pw0a-p0m- elw: p0m: el; Sjl0- guter mann, gute manner; gl;0p- bon homme, bons hommesZ

h;wm;u 0e2u;l রূপ নিয়ন্ত্রনে বচনের কোনো ভূমিকা নেই, কারন বাংলায় একবচন ও বহুবচনে ক্রিয়ার রূপ একই, যেমন- একবচনে- B0j k;C, hyh0e-আমরা যাই, এক্ষেত্রে প্রথমই বাংলার স্বাতন্ত্র্য চোখে পরে। সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসি ও হিন্দি ভাষা তেকে। সংস্কৃত, হিন্দি, জার্মান ও ফরাসিতে বচন ভেদে ক্রিয়ার রূপ পৃথক হয়Z

## 1.6.7.

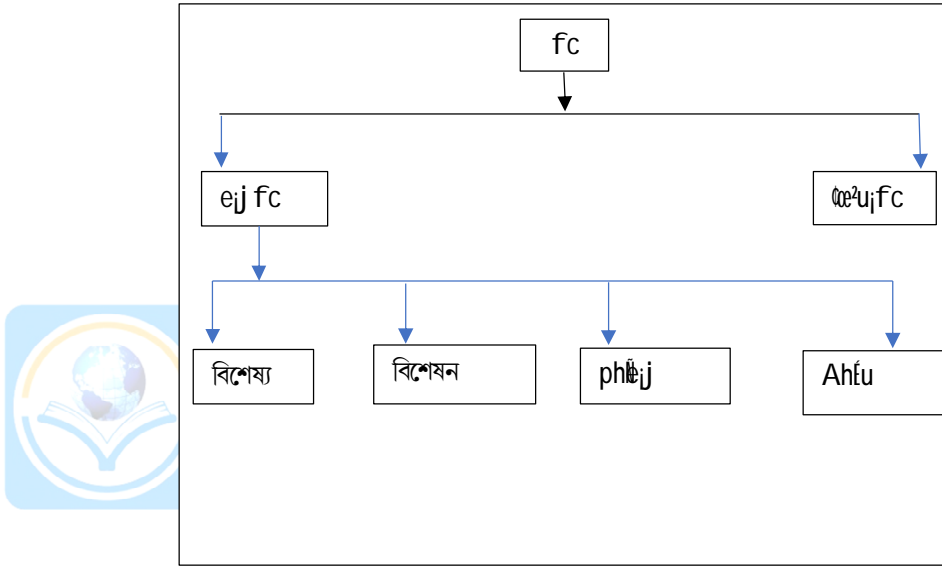
## fc-fLle

## fc (Parts of Speech):

1z pw' j : বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ বা ধাতুকে পদ বলে।

যেমন- 'এসো বই পড়ি'। এখানে তিনটি একক। 'এসো', "hC", "fS'z এই তিনটি শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে বলে এগুলি হলো এক একটি শব্দ। তবে প্রতিটি শব্দই কোনো না কোনো বিভক্তি যুক্ত না হলে শব্দই থাকবে, পদ হবে না। এখানেই শব্দ ও পদের পার্থক্য।

## ২। পদের শ্রেণিবিভাগ:



পদ প্রধানত দু শ্রেণীর- "ej fc" J "æu;fc'z

ej fc : 4 fLl-বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয়। সুতরাং দু শ্রেণী মিলে পদ মোট ৫ প্রকার।

ej fc - বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দকে নাম পদ বলে।

æu;fc - বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত ধাতুকে ক্রিয়াপদ বলে।

## 1. বিশেষ্যপদ (Noun):

যে পদে কোনো ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, গুণ বা ক্রিয়ার নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন- Ih/æb, Rja, h;Pim, cu, ðn; fli æz

প্রকারভেদ : বিশেষ্য পদ ৬ fLl:

১. শব্দ হলো = অর্থযুক্ত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি। যেমন- সুদীপ্ত মানে একজনের নাম।

q;æ- এক শ্রেণীর প্রাণী। তাই সুদীপ্ত ও হাতি- cæ/ nêz

dja% (Verbal Root) হলো = ক্রিয়ার মূল অর্থযুক্ত অবিভাজ্য অংশ অর্থাৎ ক্রিয়ার যে অংশে কোনো কাল বা ভাব বা পুরুষ ইত্যাদির বিভক্তি যোগ হয়, তাকে ধাতু বলে। যেমন- দেখ, কর, ডাক, যা ইত্যাদি। উদাহরণ- 'দেখিল' HLW æu;fcz HW ভাঙলে পাই দুটি অংশ- দেখ+ইল। এখানে দেখ = dja% Cm = বিভক্তি। যেমন- LI + C = Ldz

1) h;æh;QL h; pw' ;h;QL h; ejh;QL : যে বিশেষ্য পদে কোনো প্রাণী বা অপ্রাণীর নাম বোঝায়- Stheje/c, ðjm;L;: কৃষ্ণ, সোমা (প্রাণী); কোলকাতা, গঙ্গা, মহাভারত, হিমালয়, আকাশ, বাতাস, জল (অপ্রাণী)।

- 2) **hũhQL** : যে বিশেষ্য পদে কোনো বস্তু বা জিনিসের নাম বোঝায়- ছাতা, জুতো, তেল, জল, আকাশ, বাতাস, ভাত, ডাল।  
 3) **Sj̣ahQL** : যে বিশেষ্য পদে কোনো জাতির নাম বোঝায়-মানুষ, গরু, ছাগলক, বেড়াল, পাখি, বাঙালী, পাঞ্জাবী, ব্রিটিশ।  
 4) **...e h; i jhQL** : যে বিশেষ্যপদে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির গুণ বা অবস্থার নাম বোঝায়-cuj, jjuj, l;N, 0e; , ŋcŋ; , rji, ভালোবাসা, প্রেম।  
 5) **œu;hQL** : যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়া বা কাজের নাম বোঝায়-খেলা, ভোজন, দর্শন, শয়ন, বিশ্রাম, মিলন।  
 6) **pj̣ohQL** : যে বিশেষ্য পদে দলগত বা সমষ্টিগত এক জাতীয় বস্তু বা ব্যক্তির নাম বোঝায়-Rj̣œ, ŋrL, EdLm, Lh, লেখক, মেলা, সমারিক বাহিনী, যোদ্ধা, চোর, অধ্যাপক, ‘দাদা’, ‘নেতা’, ‘j̣ŋŋ’, পুরোহিত, পীর, ঠাকুর, দেবতা, খন্দের, বিক্রেতা, উপাচার্য।

## 2. বিশেষণ (Adjective) :

যে পদে বিশেষ্য বা অন্যপদের (বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া) দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ বোঝায়, তাকে বিশেষণ পদ বলে।

যেমন- সাদা কাপড়, ভালো ছেলে, বিশ্রী গন্ধ, নীল আকাশ, পরন্তু বেলা- এখানে প্রতিটি বাক্যের প্রথম শব্দটি **daũ nœŋl** দোষ, গুণ, অবস্থা প্রভৃতিকে বোঝাচ্ছে। তাই প্রতিটি প্রথম শব্দ বিশেষণ পদ।

প্রকারভেদ: বিশেষণ পদ প্রধানভাবে দু প্রকার। নাম বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ।

নাম বিশেষণ চার প্রকার- বিশেষ্যের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, সর্বনামের বিশেষণ, অব্যয়ের বিশেষণ। সুতরাং দুই মিলে বিশেষণ মোট পাঁচ প্রকার। যথা-

- ১। **বিশেষ্যের বিশেষণ** : যে বিশেষণ পদে বিশেষ্যের দোষ গুণ অবস্থা বোঝায়। - ছেঁড়া তার, অন্ধকার রাত, বাজে কথা। ভীষন চোর।
- ২। **বিশেষণের বিশেষ** : যে বিশেষণ পদে অন্য একটি বিশেষণের দোষ গুণ অবস্থা **ŋj̣Tju-** খুব ছেঁড়া তার, বড় অন্ধকার রাত, এত বাজে কথা। মহা-Lŋh-রবীন্দ্রনাথ।অতিবড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুন।
- ৩। **সর্বনামের বিশেষণ** : যে বিশেষণ পদে সর্বনামের দোষগুণ অবস্থা বোঝায়।-j̣m̄lœŋ Hpe ŋL hŋŋ, Hh;ŋ ūLũ L0fe; Rj̣sz
- ৪। **অব্যয়ের বিশেষণ** : যে বিশেষণ পদে অব্যয়ের দোষগুণ অবস্থা বোঝায়।-ধিক ধিক ওরে শত ধিক তোরে, ঠিক যেন প্রেতের L;œeŋ
- ৫। **ক্রিয়ার বিশেষণ** : যে বিশেষণ পদে ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ অবস্থা বোঝায়।- সে চোখে ভালো দেখে। আচ্ছা বলেছিল। ধীরে ধীরে পড়ে। জোরে বাতাস বইছে। চাকা ঘোরে বনবন। দেখা মাত্র গুলি হবে।

## 3. ph̄j (Pronoun):

যে পদ বিশেষ্যের পরিবর্তে বসে, তাকে সর্বনাম পদ বলে।

একটি অনুচ্ছেদে যদি একটি বিশেষ্য পদ বারবার বসে, তাহলে তা শুনতে ভালো লাগে না। তাতে ভাষার মাধু<sup>ŋ</sup> **ea quz HC** দুই দোষ দূর করতে ঐ বিশেষ্যটির পরিবর্তে যে পদ বসে, তাই হলো সর্বনাম। যেমন- “**lh̄œj̣b** hs কবো। **lh̄œj̣b** hy উপন্যাস লিখেছেন। **lh̄œj̣b** বহু গল্প লিখেছেন। **lh̄œj̣b**কে আমরা ভালোবাসি। রবীন্দ্রনাথের রচনা সকলে পরে। **lh̄œj̣b** নোবেল পেয়েছেন”। এই যে বারবার ‘রবীন্দ্রনাথ’, “**lh̄œj̣b**” শব্দটির ব্যবহার, তা শুনতে ভালো লাগে নি, তা সৌষ্ঠব নষ্ট করেছে। কিন্তু যদি বলি “**lh̄œj̣b** hs Lh̄z **œte** বহু উপন্যাস লিখেছেন। **œte** বহু গল্প লিখেছেন। **œte**কে আমরা ভালোবাসি। **œj̣l** রচনা সকলে পড়ে। **œte** নোবেল পেয়েছেন”। এই যে ‘রবীন্দ্রনাথ’ নামক বিশেষ্য পদটির পরিবর্তে ‘তিনি’, ‘তাকে’, “**œj̣l**” ইত্যাদি পদ ব্যবহার করা হলো-এগুলি হলো সর্বনাম পদ। অর্থাৎ সর্বনাম পদ হলো বিশেষ্য পদের বিকল্প।

প্রকারভেদ : **ph̄j** fc **fj̄œa** 6 **fLj̄l-**

- ১) **পুরুষ বা ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য** : ব্যক্তির পরিবর্তে বসে- আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, তুই, তোরা, সে, তারা, তিনি, তাঁরা, আপনি, আপনারা, আমাকে, তোমাকে, তোকে, তাকে, আমার, তাঁর, আমাদের, তাঁদের প্রভৃতি।
- ২) **নির্দেশক** : HC, Cœ, Hŋ, I , Eœz
- ৩) **অনির্দেশক** : কেউ, কিছু, কোনো, কোন।
- ৪) **f̄h̄j̄QL** : কে, কি, কোথায়, কেন।

5) pðā h<sub>0</sub>L: যে, যা, যিনি, যারা, যাকে, যেমন, তেমন।

6) Bañ<sub>0</sub>L: ü, ðeS, Bfez

#### 4. Ahlu (Indeclinable) :

বিভক্তি লিঙ্গ বচন ভেদে যে পদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় বলে।

যেমন- ও, বা, বরং, নতুবা, বটে, কিন্তু, পরন্তু, অথবা, অথচ, সঙ্গে, বিনা, সমান, মতন।

প্রকার: দ: অব্যয় প্রধানভাবে তিন প্রকার- পদানুয়ী, সমুচ্চয়ী, অননুয়ী। এছাড়া আছে অনুকার অব্যয়।

L) fceñ<sub>0</sub>L: যে অব্যয় পদ বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের সঙ্গে অনুয় বা মিলে OV<sub>0</sub>uz

যেমন- আমি তোর সাথে যাব, কি জন্যে এখানে আসবি, দু: বিনা সিখ লাভ হয় কি মহীতে, ভূতের মতন চেহারা জেমন, আজি হলে শতবর্ষ পরে, শেষ পর্যন্ত লোকটা মরে গেল।

M) pjñ<sub>0</sub>u<sub>0</sub> h; h<sub>0</sub>Lfeñ<sub>0</sub>L: যে অব্যয় পদ একাধিক পদ, বাক্য বা বাক্যাংশকে যুক্ত করে।

যেমন- আমরা পড়বো আর খেলবো, কাতা ও পেন নিয়ে আয়, মারতে মারতে লোকটা মরে গেল কিন্তু কেউ এলো না, তুমি আসবে বলে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

N) Aeeñ<sub>0</sub>L: যে অব্যয় পদের সঙ্গে বাক্যের প্রত্যক্ষ যোগ নেই, অথচ মনের ভাব প্রকাশে যাদের ব্যবহার হয়। যেমন- ð<sub>0</sub>L ধিক ওরে শতধিক তোরে, দূর ছাই এ কী করছে (ঘৃণা ও বিরক্তি প্রকাশ), বেশ বেশ চমৎকার হয়েছে, (প্রশংসাসূচক) এ তো ভাবতে পারি না (বিস্ময়সূচক), কাল আসবো তো (প্রশ্নবোধক), বেশ তো কাল এসো (অনুমোদন সূচক), বাপরে কি সাপটা (i up<sub>0</sub>L)z

অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় : এছাড়াও আর এক শ্রেণীর অব্যয় আছে, তা হলো অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়। যেমন- hñ<sub>0</sub> ফিরে টাপুর টুপুর, চরকার ঘর ঘর পড়শীর ঘর ঘর, ঝকঝক কলসীর বকবক শোন গো। শরীর ম্যাজম্যাজ করছে।

#### 5. ðeñ<sub>0</sub>fc (Verb):

যে পদে কোনো কাজ করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

যেমন- আমি বই পড়ি। সে বেড়াতে গেল। লোকটা মরেছে।

প্রকার: দ: ভাববিজ্ঞানীরা ক্রিয়াপদের নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

(১) এক শ্রেণীর প্রকারভেদ-

ðeñ<sub>0</sub>fc pjñ<sub>0</sub>lea cñ<sub>0</sub>Lj- pjñ<sub>0</sub>FLj J Apjñ<sub>0</sub>FLj

L) pjñ<sub>0</sub>FLj ðeñ<sub>0</sub>: যে ক্রিয়াপদে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়। -আমি বই পড়ি। ছাঁদ উঠেছে। ওরা চলে গেল। কবি কাব্য লেখেন।

M) Apjñ<sub>0</sub>FLj ðeñ<sub>0</sub>: যে ক্রিয়াপদে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। ‘আমি বই পড়ে’ বললে অর্থ সম্পূর্ণ হলো। তাই ‘পড়ে’ ক্রিয়াটি অসমাপিকা ক্রিয়া। এমনি হাসতে, ধরতে, ফাঁস করতে, ডেকে ইত্যাদি শব্দগুলি অসমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ।

(২) ক্রিয়ার অন্য শ্রেণীর প্রকারভেদ-

অন্যভাবেও ক্রিয়াকে দু ভাগে করা যায়- pLjñ<sub>0</sub> J ALjñ<sub>0</sub>L

L) pLjñ<sub>0</sub> ðeñ<sub>0</sub>: যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম থাকে। যেমন- আমি বই পড়ি। এখানে পড়া ক্রিয়াটির কর্ম হলো- hCz a<sub>0</sub>C Hñ<sub>0</sub> pLjñ<sub>0</sub> ðeñ<sub>0</sub>uz

M) ALjñ<sub>0</sub> ðeñ<sub>0</sub>: যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম নেই। যেমন- আমি পড়ি। এই পড়ি ক্রিয়ার কোনো কর্ম নেই। তাই এটি অকর্মক ক্রিয়া। তেমনি- Bp<sub>0</sub>, k<sub>0</sub>Ju<sub>0</sub>, q<sub>0</sub>p<sub>0</sub>, কাঁদা, হারা, জেতা, বাঁচা, মরা প্রভৃতি অকর্মক ক্রিয়া।

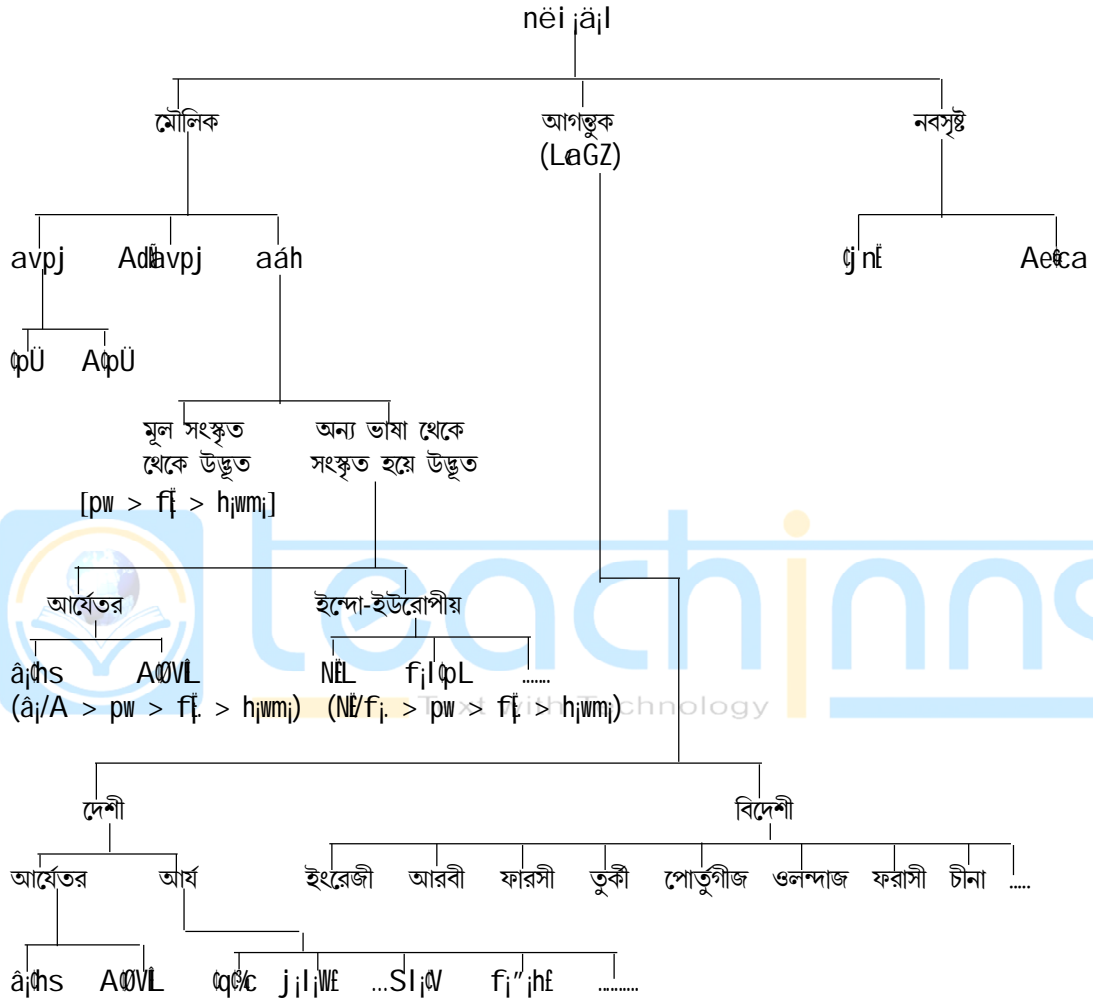
ð<sub>0</sub>Ljñ<sub>0</sub> ðeñ<sub>0</sub>: আরো একশ্রেণীর ক্রিয়া আছে, তার নাম-ð<sub>0</sub>Ljñ<sub>0</sub>L

যে ক্রিয়ার দুটি করে কর্ম থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- আমাকে একটা গান শোনাও। এখানে কী শোনাও?-ñ<sub>0</sub>jez a<sub>0</sub>C "ñ<sub>0</sub>je" HLñ<sub>0</sub> Ljñ<sub>0</sub> Hñ<sub>0</sub> jñ<sub>0</sub>ELjñ<sub>0</sub> Hñ<sub>0</sub> বস্তুবাচক। কাকে শোনাও?-আমাকে। ‘আমাকে’ HLñ<sub>0</sub> Ljñ<sub>0</sub>এটি গৌণ কর্ম, এটি hñ<sub>0</sub>ñ<sub>0</sub>h<sub>0</sub>QLz a<sub>0</sub>C ð<sub>0</sub>Ljñ<sub>0</sub> ক্রিয়ায় দুটি কর্ম তাকে- একটি বস্তুবাচক, তা মুখ্য কর্ম। অন্যটি ব্যক্তিবাচক, তা গৌণকর্ম।

## Sub Unit - 7

### 1.7.1

### হিঃমিঃ i joi nei jai





## i ʃL x nēi :äj|

"i :äj|", বললেই লোকে সঞ্চয়স্থানকে বোঝে। যেমন ধনের ভান্ডার 'ধনভান্ডার' (ধনাগার), রত্নের ভান্ডার 'রত্নভান্ডার' (রত্নাগার), অস্ত্রের ভান্ডার 'অস্ত্রভান্ডার' (অস্ত্রাগার)। তেমনি, শব্দের ভান্ডার 'শব্দভান্ডার' বললেই লোকে Dictionary হি অভিধান বোঝে। কিন্তু 'অভিধান'ই শব্দভান্ডারের সব নয়, শেষ কথা নয়। অভিধান ছাড়াও লক্ষ লক্ষ শব্দ আছে মানুষের সাহিত্যে, মানুষের মৌখিক কথাবার্তায়, অভিধান যার নাগাল পায় না।

এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য - যে ভাষার শব্দভান্ডার যত সমৃদ্ধ, সেই ভাষা ততই উন্নত, ততই সম্পদশালী। কারন, একমাত্র ভাষাই পারে মানুষের যত অনুভূতি আছে, তাদের সকলকে প্রকাশ করতে, বিশ্বে যত বস্তু আছে, তাদের পরিচিতি করতে।

আর ভাষার প্রাণ হলো শব্দ। তাই যে-ভাষায় যত বেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা তত বেশি - a|j| মান্যতা ততই বৃদ্ধি পায়, সাহিত্য রচনার ততই সে ভাষা অনুকূল হয়ে ওঠে।

কোনো ভাষার শব্দভান্ডার কেমন সমৃদ্ধ তা জানতে হলে, আমাদের নিজেদের সমৃদ্ধ হওয়ার দিকটি লক্ষ্য করতে হবে। আমাদের সমৃদ্ধির মূলে আছে প্রধান ৩টি সূত্র - (ক) আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে কী পেয়েছি, (খ) অন্যদের কাছে ঋণ বা সাহায্য পেয়েছি, (গ) নিজে কী উপার্জন করেছি। একটি ভাষার শব্দভান্ডারও এরকম তিনটি সূত্রেই সমৃদ্ধি লাভ করে :

এক ।। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন শব্দাবলীর সাহায্যে।

দুই ।। অন্যভাষা থেকে ঋণ প্রাপ্ত শব্দের সাহায্যে।

তিন ।। নতুন ভাবে সৃষ্ট শব্দের সাহায্যে। সাধারণত মূল ধাতু বা শব্দের সঙ্গে বিভক্তি বা প্রত্যয় যোগ করে নতুন

eaë nē pø quz

এই তিন সূত্রের নাম : এক । নিজস্ব বা মৌলিক শব্দ।

cē z BNzL nē (LaGZ nē)z

tae z eh pø nēz

### বাংলা শব্দভান্ডারে মৌলিক শব্দ বা নিজস্ব শব্দ

বাংলাভাষার জন্মকাল দশম শতাব্দী। সেদিন থেকেই এমন শব্দ বাংলা শব্দ-ভান্ডারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যেগুলি অন্য কোনো ভাষা থেকে আসে নি, বা অন্য কিছু প্রত্যয় দিয়ে তৈরী হয়ে আসেনি - এগুলি হচ্ছে জন্ম বা উত্তরাধিকার সূত্রে সংস্কৃত থেকে। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে এমন অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় হয় অবিকৃত ভাবে, না-qu dLRf fcl hcah হয়ে বাংলা শব্দভান্ডারে এসেছে। এই গুলিকে 'মৌলিক শব্দ' বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : এমন অনেক দ্রাবিড়, অস্ট্রিক বা অন্য ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর শব্দ আছে, যেগুলি একদা সংস্কৃতভাষা গ্রহণ করেছিল, এবং কিছু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে। এই গুলিকেও ভাষাচার্য ড. সুকুমার সেন বাংলা শব্দভান্ডারের মৌলিক শব্দ বলেছেন - কারন, এগুলিও বাংলাভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, দেশীয় ঐতিহ্য থেকে পেয়েছে। pøa|j|

বাংলা ভাষার জন্মের আগেই যদি কোনো শব্দ সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং যদি সেগুলি অবিকৃত ভাবে বা অল্প বিস্তর পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে সেগুলিকে মৌলিক শব্দ বলে।

এজন্যে মৌলিক শব্দগুলিকে প্রাচীন বৈয়াকরণেরা ৩ ভাগে বিভক্ত করেছেন x (1) avpj (2) Adhvpj (3) aāhz f|Qh প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা বলেছেন - "av' মানে 'সংস্কৃত' - "hcl' J "pūā' দুটোই।

## (1) avpj (Tatsama) x

"avpj" মানে সংস্কৃতের মতো বা সংস্কৃতের সমান। অর্থাৎ যে সমস্ত শব্দ সংস্কৃতভাষা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাভাষায় অবিকৃত ভাবে এসেছে, সেগুলিকে তৎসম শব্দ বলে।

বাংলা ভাষায় এর রাশি উদাহরণ আছে। তার মধ্যে কিছু শব্দ হলো -

সূর্য চন্দ্র জ্যোৎস্না রাত্রি। কৃষ্ণ বিষু বৈশাখ যাত্রী ॥  
বজ্র বৃষ্টি বন্যা বর্ষা। চঞ্চল চক্ষু রৌদ্র ফর্সা ॥  
fæ Lefj hæ fjez i æf cpæ ŋrj Rje z  
Anl Xð pŋwq nŋs² he hr fŋ"m i ŋs² z

avpj nē cē fLj - "pŋ avpj" J "Apŋ avpj" z

**A.** যে সব তৎসম শব্দ বৈদিক ও সংস্কৃতে পাওয়া যায়, সে গুলি ব্যাকরণ-সিদ্ধ, সেগুলি হলো 'সিদ্ধ তৎসম'। যেমন - pŋl  
Ōŋcf Sm hju=Cafj c nē...ŋmz

**B.** যে সব তৎসম বৈদিক ও সংস্কৃতে মেলে না এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ সিদ্ধ নয়, অথচ প্রাচীন কালে মৌখিক সংস্কৃতে ব্যবহৃত হতো, সেগুলি হল 'অসিদ্ধ তৎসম'। ভাষাচার্য সুকুমার সেন এর উদাহরণ দিয়েছেন -

Loje Ol Qm z V% Xjm Aām (= Aā hŋŋs²)z

ভাষাচার্য সুকুমার সেন বলেছেন, বাংলাভাষায় তৎসম শব্দ তদ্ভব শব্দের তুলনায় অনেক বেশী। তাই বাংলাভাষার প্রধান মূলধনই হলো এই তৎসম শব্দ। সেজন্যে যে-কোনো একটি 'বাংলা ভাষার অভিধান' উল্টালেই তৎসম শব্দের মহামিছিল mrŋ Ld z

## (2) Advpj (Semi-tatsama) x

যে সমস্ত বৈদিক বা সংস্কৃত শব্দ সোজাসুজি বা অবিকৃত ভাবে বাংলায় তৎসমরূপে এসেছে এবং আসার পর দ্বিতীয় স্তরে কিছু পরিবর্তিত হয়েছে, - সেগুলিকেই 'অর্ধতৎসম' hŋ "i Nŋ avpj" বলে। প্রধানত মৌখিক বা কথ্যভাষাতেই এর ব্যবহার।

যেমন :

বৈদিক সংস্কৃত	বাংলায় প্রবেশ তৎসম রূপে	বাংলায় পরিবর্তন (কথ্যভাষায়) অর্ধ-avpj lŋ mji
কৃষ্ণ >	[ কৃষ্ণ ] >	কেষ্ট
ক্ষুধা >	[ ক্ষুধা ] >	ক্ষিদে, খিদে
*hcf >	[ *hc ] >	hcY
জ্যোৎস্না >	[ জ্যোৎস্না ] >	জোছনা
নিমন্ত্রণ >	[ নিমন্ত্রণ ] >	নেমন্ত্রণ

তেমনি : সূর্য > সূর্যি, বৈশাখ > বোষ্টম, যজ্ঞ > যগণি, রৌদ্র > রোদুর, রাত্রি > রাতির, পুরোহিত > পুরুত, শ্রী > ছিরি, স্বামী > সোয়ামী, চক্র > চকর, মন্ত্র > মন্তর, যন্ত্র > যন্তর, পুত্র > পুতুর, বৃষ্টি > বিষ্টি, প্রণাম > পেলাম, গ্রাম > গেরাম, পথ্য > পথি, পিত্ত > পিতি, ঘৃণা > ঘোনা, গৃহিনী > গিন্নী z

রাতির সূর্যি সোয়ামী চকর। কেষ্ট বিষ্ট বোষ্টম মন্তর ॥

পথি যগণি বিষ্টি রোদুর। পিতি পেলাম বদি পুতুর ॥

## (3) aáh (Tat-bhava) x

(L)	pwúā jñ (qū)	>	fīLā (fīhāā Iḥ) (q>)	>	aáh (পরিবর্তিত রূপে বাংলা) (qja)
আর্যেতর (āḥs....) (M) jñ > ইন্দো-ইউরোপীয় (গ্রীক....)	pwúā Nḥā >	>	fīLā (fīhāā Iḥ) >	>	aáh (পরিবর্তিতরূপে বাংলা)

যে সমস্ত (ক) সংস্কৃত শব্দ এবং (খ) সংস্কৃতে গৃহীত ‘আর্যেতর’ ও ‘ইন্দো-ইউরোপীয়’ গোষ্ঠীর অন্যান্য শাখার শব্দ, প্রাকৃত-স্তরের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে সেগুলির ‘তদ্ভব’ শব্দ বলে।

(‘আর্যেতর’ গোষ্ঠী হলো - “āḥs” (aḥm, jīmumj, Lās) J “AḥVL”z

‘ইন্দো-ইউরোপীয়’ গোষ্ঠী হল - “NḥL”, “fīlḥL” প্রভৃতি) যেমন :

1. hīwmjñē - “qja”z Hī fīLā Iḥ Rm “q>”। হথের সংস্কৃত বা মূল রূপ ছিল ‘হস্ত’z Abḥv qja < q> < qūz

2. hīwmjñē - cījz Hī fīLā Iḥ Rm “cīj”z cīj-I pwúā Iḥ Rm “ājē”z “ājē”I Evpjñ Rm NḥL

nē - ‘দ্রাক্ষমে’z

অর্থাৎ দাম < দম্ম < দ্রম্য < দ্রাক্ষমে।

## (ক) মূল সংস্কৃত (উৎস) থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে উদ্ভূত তদ্ভব :

pwúa > fīLā > hīwmj aáh			pwúa > fīLā > hīwmj aáh		
কার্য	কজ্জ	কাজ	স্বর্ণ	সোন্ন	সোনা
গাত্র	গাঅ	গা	ষোড়শ	সোনহ	ষোল
A' m	AwOm	AyOm	pāḥ	peḥ	pyS
Efīdḥu	EhSṬA	JTj	lī' Lj	lḥB	līzē
Eo·jFZ	EZqihZ	Eeje	C%jNjI	C%jBI	C%jIj
Mjcf	M<	MjSj	HLjcn	HNḥjIq	HNjI
cḥqaj	ḍB	ḥ	Qae²	Q,	QjL
jḥSLj	jḥ-uḥ	jḥV	ḥfaḥpLj	ḥEppḥuḥ	ḥḥp
ArhḥVL	ALḥBsa	BMsj			

বাপ পিসি মেয়ে ছা । হাত চোখ বুক গা ॥

ঘড়বাড়ি কাম ভুল । বাল মাটি সোনা চুল ॥

Ljfs Eeje QjL z MjSj līzē fīsḥ YjL zz

ইদারা এগার পা । তদ্ভব গুণে যা ॥

প্রাকৃত থেকে এসেছে বলে এগুলিকে ‘প্রাকৃতজ শব্দ’ও বলে। বলাবাহুল্য, এগুলির মধ্যেই হাজার হাজার বছরের ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস মেলে ॥

## (খ) অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃতে গৃহীত শব্দ, তা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে উদ্ভূত তদ্ভব :

বাংলা শব্দ ভান্ডারে এক শ্রেণীর তদ্ভব শব্দ আছে, যেগুলি একদা অন্য কোনো ভাষার উৎস থেকে সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করেছিল এবং সেগুলিই প্রাকৃতির মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা-তদ্ভবে রূপ লাভ করেছে। এগুলিকে ‘কৃতঋণ’ nē’J বলে। এই জাতীয় শব্দ প্রধান দুটি গোষ্ঠী থেকে সংস্কৃতে এসেছে। গোষ্ঠী দুটি হলো -

১. আর্যেতর গোষ্ঠী - kbj = āḥs, AḥVLz

২. ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী - kbj = NḥL, fīlḥL fīlḥaz

## (১) আর্যেতর গোষ্ঠী থেকে :

ক. আর্যেতর-দ্রাবিড় গোষ্ঠী থেকে সংস্কৃত হয়ে উদ্ভূত বাংলা তত্ত্ব :

aṭṭm (āṭṭs)	pwúā	fṭLa	hṭwmṭaáh
Lṭm	Mṭf	Mō	Mṭm
মুটে	মুকট	মুডঅ	মোট (ছোট বোঝা)
ইরবু	ইঞ্চক	ইঞ্চঅ	ইচলা (মাছ বিশেষ)
পিল্লে	পিল্লিক	পিল্লিঅ	পিলে
Lṭjṭ	OV	Os	Osṭ
Em'h	Emf	EmA	Emṭ(Ms)

HRṭSṭ HILj aáh nē qm x hṭwmṭi (&lt; āṭṭs)

কোদাল (&lt; কুদাল), কাজল (&lt; কজ্জল), গোল (&lt; গুড), চুম (&lt; চুষ), তাল (&lt; তালক) হেঁতাল (&lt; হেঁতাল),

বালা (&lt; বলয়), কেয়া (&lt; কেতক)।

ইচলা পিলে ঘড়া কাল। কাজল গোল চুম কোদাল ॥

হেঁতাল উলু মোট তাল। কেয়া মুṭ j ṭṭ hṭmṭi zz

## খ. আর্যেতর-অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে সংস্কৃত হয়ে উদ্ভূত বাংলা তত্ত্ব :

AṭVL	pwúā	fṭLa	hṭwmṭi aáh
(A' ja)	Y,	Y,	YṭL
(অজ্ঞাত)	টোকয়তি	টুকই	টোকে

HRṭSṭ-V% (pw fṭ V^ )z উচ্ছে, বিঙ্গা, ঢেঙ্গা, ডেঙ্গর, খোকা, খুকি প্রভৃতি।

ভাষাচার্য সুকুমার সেনের মতে, এগুলি 'অজ্ঞাতমূল'z

## (২) ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী থেকে সংস্কৃত হয়ে উদ্ভূত বাংলা তত্ত্ব :

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে গ্রীক, আরসিক প্রভৃতি।

NL Evp x দ্রাকমে &gt; সং দ্রম্য &gt; প্রা দন্ম &gt; বাংদাম

pṭwLṭ &gt; pw pṭ% &gt; fṭ pṭ% &gt; hṭw pṭ%

সেমিদালিস &gt; সং সমিতা &gt; প্রা সমিতা &gt; বাং সিমুই (= ময়দা, ময়দাজাত)

fṭlṭL Evp x jṭju (= ṭṭnl) &gt; pw jṭ &gt; fṭ jṭ &gt; hṭw jṭz

কর্শ (বস্ত্রমান বিশেষ) &gt; সং কার্যাপণ (= মুদ্রাবিশেষ) &gt; প্রা কহাবণ &gt; hṭw Lṭqez

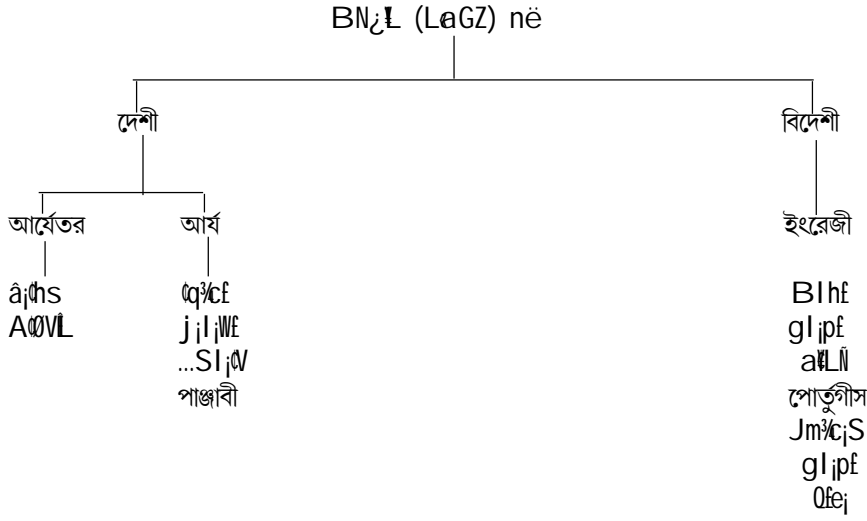
(অজ্ঞাত) &gt; সং মোচিক &gt; প্রা মোচিঅ &gt; বাং মুচি।

## (৩) ইন্দো-ইরানীয় গোষ্ঠী থেকে সংস্কৃত হয়ে উদ্ভূত বাংলা তত্ত্ব :

aṭṭ Evp x ṭāNI &gt; pw W, ṭ &gt; fṭ W, ṭ &gt; hṭ WṭLṭ

aṭṭ &gt; pw aṭLṭx &gt; fṭ aṭṭ, &gt; hṭ aṭṭL (= pJuṭl)

## 2. h;wmj শব্দভান্ডারে আগন্তুক (কৃতঋণ) শব্দ :



যে-শব্দ সংস্কৃত থেকে আসেনি, অন্য ভাষা থেকে সরাসরি বাংলায় এসেছে, সেগুলিকে ‘আগন্তুক’ (LaGZ) nē (Loan words) বলে।

যেমন ‘স্কুল’ (School) ইংরেজী শব্দ। এটি ‘স্কুল’ বলেই সরাসরি বাংলায় গ্রহীত হয়েছে, -pwúa-প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে আসে e, a|ç “úh” আগন্তুক শব্দ। তেমনি ‘চেয়ার’, ‘টেলিভিশন’, “X|ØV|i|”, -সবই ইংরেজী ভাষা থেকে বাংলা ভাষা ঋণ হিসেবে পেয়েছে। এগুলি আগন্তুক শব্দ।

### ■ আগন্তুক শব্দের প্রকার ভেদ :

আগন্তুক শব্দ দুই প্রকার : (ক) দেশী (খ) বিদেশী।

#### (ক) দেশী আগন্তুক শব্দ :

দেশে উৎপন্ন ‘দেশী’। সংস্কৃত ভিন্ন, এদেশেরই অন্য ভাষা থেকে যে-সব শব্দ বাংলায় সরাসরি গ্রহীত হয়েছে, তাদের ‘দেশী-BNŁŁ’ শব্দ বলে।

দেশী আগন্তুক শব্দ প্রধানত দুই প্রকার :

A. Ae|আর্য বা আর্যেতর-âjhs, AØVLz

B. Bk|œ%ç, j|l|wE, ...SI|wE, f|”|hē

অ. প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রধানতভাবে দুটি জাতি Rm- একটি ভারতের আদিম অধিবাসী - দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক গোষ্ঠী, যারা আর্যদের আসার আগেই এদেশে বসবাস করতো।

তাদের ভাষাকে বলে অন-Bk|দেশী। এদের ভাষার অনেক শব্দ সরাসরি বাংলায় গ্রহীত হয়েছে। এগুলিকেই বাংলা

শব্দভান্ডারের ‘দেশী অন-Bk|BNŁŁ nē’ বলা হয়। যেমন :

দ্রাবিড় থেকে সরাসরি আগত : আকাল। ইডলি (পিঠা বিশেষ), চেনি (পিঠা বিশেষ), চুরট, দোসা (ধোসা-çFW|), a|çm

#### অস্ট্রিক থেকে সরাসরি আগত :

চুলা খড় উচ্ছে ঝিঙা । ঢিল ঢোল ঢেঁকি ডিঙা ॥

তোতলা খোকা মুড়ি ঠোঙা । ঝোল পেঁতা ঝাঁটা ডোঙ্গা ॥

B. Ae-আর্যদের বসবাসের অনেক পরে আর্যরা এদেশে আসে। তাদের ভাষা থেকে পরবর্তী হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি স্থানীয়ভাষার উদ্ভব ঘটে। এই ভাষা গুলি থেকে অনেক শব্দ সরাসরি বাংলায় গ্রহীত হয়েছে। এগুলিকেই বাংলা শব্দ ভান্ডারের ‘দেশী আর্য আগন্তুক শব্দ’ বলকে। যেমন :

**হিন্দী থেকে আগত :**

পয়লা দোসরা তেসরা থানা । চৌঠা ঠাহর তের ঠিকানা ॥  
 হুন্ডি চিঠি বানি জোয়ার । গুজব তবু ফের চুড়িদার ॥  
 উল্টা খুরি পাটোয়ারী । পাঠান জুতো ধকলল ফিরি ॥  
 ভোর কুয়াশা চৌঠা দাঙ্গা । ফেরফার চোট ঝান্ডা নাঙ্গা ॥

মারাতী থেকে আগত : চৌথ, বগী  
 গুজরাতী থেকে আগত : aLm, qLa:m  
 পাঞ্জাবী থেকে আগত : m, Q;qCj

**(খ) বিদেশী আগন্তুক শব্দ :**

বিদেশী ভাষা থেকে যে সব শব্দ সারাসরি বাংলায় গৃহীত হয়েছে ; তাদের ‘বিদেশী আগন্তুক শব্দ’ বলে। এই বিদেশী ভাষা গুলি হলো - আরবী, ফারসী, তুর্কী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজী, চীনা প্রভৃতি।

আরবী থেকে আগত x Bōj, Mēj, j;ṡmL, Lhlz BCe Bc;ma MjSej Mhl zz  
 a;ṡM a;jj q;ṡI eh;h z cṡmm c;m;m g;ṡSm Sh;h zz

ফরাসী থেকে আগত : জামা মোজা পোসাক দিল । বাদশা সাজা ফাঁদ হাসিল ॥  
 দরখাস্ত পেশ সওয়ার । বিলেত বীj; m;m h;q;l zz  
 শাদী সিপাই চাকরী জোর । জবর জিগির নিমক খোর ॥

তুর্কী থেকে আগত : কাঁচি চাককু লাশ বারুদ বেগম বিবি বোচকা কুলি।

পর্তুগীজ থেকে আগত : আতা, পৈপে, পেয়ারা, আনারস, সাণ্ড  
 চাবি, বোতল, বোতাম, গামলা, বালতি, সাবান, ফিতে।

Jm;ṡS x Cú;fe,, l;Cae, qq;ae, a;l;fz  
 gl;pf x L;alṡ, L;fez  
 ইংরেজী : স্কুল কলেজ নোট মাস্টার । চক পেনসিল বোর্ড ডাস্টার ॥  
 পেন পিন ব্যাগ ফাইল । বল বেঞ্চ চেয়ার টেবিল ॥

Q; x Qj, Q;e, mQ, QmQ L;NS, a;ṡjez  
 hj; x m;ṡq, Oṡe; z  
 S;f;e;f x Cl „;z

**(3) eh pṡ nē x**

বাংলায় এমন কিছু শব্দ আছে, যেগুলি একাধিক ভাষার শব্দের সংমিশ্রণে গঠিত অথবা কোনো বিদেশী শব্দের অনুবাদ করণে

Eáa - সেই শব্দ গুলিকেই ‘নব-pṡ’ hm; quz

H-গুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা যায় :

(L) ṡj nē nēz

(M) Aeṡca nēz

**(L) ṡj nē x**

ফুলমোজা = ফুল (ইংরেজী) + মোজা (ফারসী)

M;e;e-aṡ;pf = M;e;e (g;l;pf) + aṡ;pf (Bl;hṡ)

Sm-q;Ju; = Sm (avpj) + q;Ju; (Bl;hṡ)

ঠেলা-গাড়ি = ঠেলা (দেশী) + গাড়ি (তদ্ভব)

h;,-বিছানা = বাস (ইংরেজী) + বিছানা (তদ্ভব)

## (M) Aetca nē x

ঐনব্রহ্মমু < University ; Aetce < Grant.  
 পত্রিকাবা < News Paper ; j jai ũ < Mother land  
 ক্বাওস < Wrist Watch ; কাদানবে গ্যাস < Tear gasz.  
 ঐজি Lmj < Fountainpen ; পিআঁBGe < Curfew.



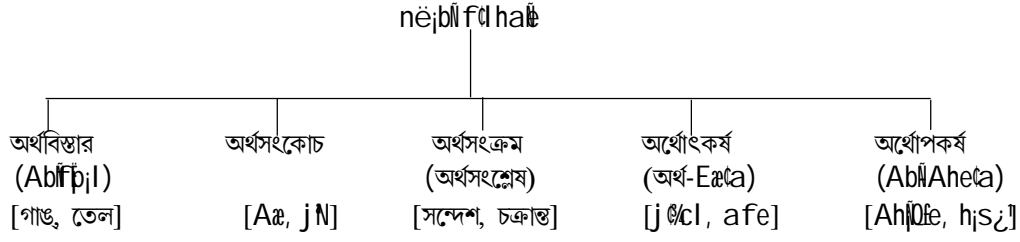
teachinns

Text with Technology





### ৩. শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা :



ভাষাবিজ্ঞানে শব্দার্থ পরিবর্তন বা শব্দার্থতত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাষা বড় সজীব বস্তু। সে নদীর স্রোতের মত। নদীর স্রোতের মতোই সে বার বার ধারা পরিবর্তন করে, পুরনোখাত ছেড়ে নতুন খাতে চলে। এমন করেই অনেক শব্দের এক-কালের-f d h a h Abll-পরবর্তীকালে বদলে যায়। নতুন শব্দের মিশ্রণে তার অর্থে নতুন ব্যঞ্জনা আসে। শব্দের এই অর্থ পরিবর্তনের এই ধারাগুলিকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করেছেন :

HL zz AbllhUj l h j Abllf p j l z

দুই ॥ অর্থ সংকোচ ।

æ zz Abllp w æ j h j Ablls æ h æ s

এছাড়াও শব্দার্থের উৎপত্তি (উৎকর্ষ) এবং অবনতি (অপকর্ষ) বিচার করেও শব্দার্থ পরিবর্তনের আরও দুটি ধারা উল্লেখ করা qu x

চার ॥ অর্থোৎকর্ষ ।

fy0 zz Abllf L o l l z

### ১. শব্দের অর্থবিস্তার বা অর্থপ্রসার (Expansion of Meaning) x

যখন কোনো শব্দ তার বৃৎপত্তিগত (সীমাবদ্ধ) অর্থ ত্যাগ করে ব্যাপকতর অর্থ গ্রহণ করে, তখন শব্দের সেই অর্থ পরিবর্তনকে শব্দের অর্থবিস্তার বা অর্থপ্রসার বলে।

যেমন :

(1) "NjP" HLW nëz HI Bt AbllRm "N% ecfz f l h a h কালে এর অর্থ পরিবর্তিত হলো 'যে কোনো নদী'z HMe গাঙ মানে 'যে কোনো নদীর শুকনো খাত' z

(2) 'তেল' HLW nëz HI Bt AbllQm-'তিলের নির্যাস' বা তিল থেকে তৈরী নির্যাস। এখন তেল মানে তিলের নির্যাস তো বটেই, তিলছাড়াও সরষে, বাদাম, নারিকেল, তিসি। রেড়ি, মছয়া ইত্যাদি যে কোনো শস্যদানা থেকে তৈরী যে কোনো নির্যাস। এখন অভোজ্য কেরোসিন, পেট্রলকেও তেল বলি।

(3) তেমনি "LjQm" একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল কালো রঙের তরল, যা দিয়ে লেখা হয়। এখন এর অর্থ প্রসারিত হয়ে দাঁড়িয়েছে লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি যে কোনো রঙের তরল।

(4) Abllবিস্তারের আরও কিছু নমুনা :

- në (hæfæt)
১. নগর = ন + গম্ + ড ; নগ + র  
(অন্ত্যর্থে)
2. f j Z N h Z = f Z U + C ; N h j + A e V
3. j d h = j d h + l
৪. যথেষ্ট = যথা-Col l + Š²
৫. রাজ্য = রাজন্ + য (যক)

- Bt Abll
- পাহাড়ের  
উপরিস্থিত জনস্থান
- qU' d j Z
- j d k s²
- ইষ্টকে অতিক্রম না করে  
রাজার শাসিত দেশ

- f d h a h Abll
- শহর।
- h h j q z
- p h j c z
- প্রচুর।
- স্বাধীন দেশ।

99

### ৪. অর্থের উন্নতি বা অর্থোৎকর্ষ (Elevation of Meaning) x

যখন কোনো শব্দ তার মূল অর্থ (হীন বা সাধারণ) পরিত্যাগ করে কোনো উন্নত অর্থ গ্রহণ করে, তখন তাকে শব্দার্থের উন্নতি বা উৎকর্ষ বলে।

যেমন -

(1) "j&I" একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল গৃহ বা ঘর বা ঘুমানোর স্থান (মন্দির বাহির kWeLfjVz -গোবিন্দ দাস)। কিন্তু এখন এর অর্থ দাঁড়িয়েছে-দেবালয়। এখানে শব্দটির অর্থগত উন্নতি বা উৎকর্ষ ঘটেছে ধর্মীয় ভাবের সংযোগে। (ভকত মন্দির মাঝে দেবতা প্রবীণ-রবীন্দ্রনাথ)। (যে কোনো ঘর দেবতার ঘর)

(2) "afe" একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল যা তপ্ত করে। কিন্তু এখন এর অর্থের উন্নতি ঘটেছে। এখন তপন মানে সূর্য।

(3) "c&aj" একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল দোহনকারিণী নারী। এখন এর অর্থের উন্নতি ঘটেছে। অর্থ দাঁড়িয়েছে কন্যা।

(৪) অর্থোৎকর্ষের আরও কিছু উদাহরণ :

nē	(hvf&S)	B& Abŋ	f&h&abŋ Abŋ
১. গোধূলি	= গো + √ ধু + লি (ক্রি)	গোরুর ক্ষুরের উৎক্ষিপ্ত ধুলো	সন্ধ্যা
২. পুরোহিত	= পুরস্ + √ ধা + ভ	অগ্রে স্থাপিত	পূজারী
3. j;S&ŋ	= √ j;Sŋ + A (AQ)	00j-j;Sj	r;jj
4. dlj	= √ d <sup>2</sup> + A (AQ)	d;lZL;l&	f&h&f
5. c&	= √ c&ŋ + A (AQ)	m;ŋ	n;pe

### ৫. অর্থের অবনতি বা অপকর্ষ (Deterioration of Meaning) x

kMe কোনো শব্দ অর্থপরিবর্তনের ফলে তার মূল উন্নত অর্থটি হারিয়ে ফেলে নিম্নতর বা অবনত অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে শব্দের অর্থাপকর্ষ বা অর্থাবনতি বলে।

যেমন -

(1) "Ahŋ&ŋ" একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল নবীন। এখন অর্থ দাঁড়িয়েছে মূর্খ। নবীন অর্থটি উৎকর্ষ জ্ঞাপক। মূর্খ শব্দটি Ahn&C AfL&ŋp&Lz Hই যে শব্দের উন্নত অর্থ হারিয়ে অবনত অর্থে ব্যবহার, এই হলো অর্থাপকর্ষ।

(2) "ApM" একটি শব্দ। এর আদিতে অর্থ ছিল সুখের অভাব (এটি উন্নত অর্থ)। কিন্তু এখন অসুখ শব্দের অর্থের অবনতি ঘটে দাঁড়িয়েছে রোগ।

(3) "h;s&ŋ" একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল বা বাড়াচ্ছে। কিন্তু এর অর্থের অবনতি হয়ে দাঁড়িয়েছে ফুরিয়ে যাওয়া। ঘরে চাল বাড়ন্ত মানে চাল নেই।

(৪) অর্থাবনতি / অর্থাপকর্ষের আরো কিছু নমুনা :

nē	(hvf&S)	B& nē	f&h&abŋ nē
1. e;ŋl		eŋl h;pf	A <sup>2</sup> hd f&Zu&
২. মহাজন		মহৎব্যক্তি	ঋণদাতা বা সুদের ব্যবসায়ী
৩. ঝি		মেয়ে	বেতনভোগী কাজের মেয়ে
৪. ধীবর	= ধ + বর (বরচ) (নিপাতিত)	বুদ্ধিশ্রেষ্ঠ	জেলে
5. A&i j;je	= A&i - √ j;e + A (OP)	'je	AqWLi
৬. বস্তি	= বস্ + ভি	বসতি	দরিদ্রদের ঘনবসতি-f&ŋ f&f

**NET - JUN – 2019**

1) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কয়েকটি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য দেওয়া হল। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে পণ্ডিত ESIW ehiDe LI'e :

- শব্দরূপের চেয়ে ক্রিয়ারূপে বৈশিষ্ট্য বেশি ছিল।
- ঐহী ঐহী চরকম রূপ ছিল পরস্পরোপদ ও আত্মনোপদ।
- তৃতীয়ার বহুবচনে ঐহী ঐহী ঐহী "ঐহী"
- B-LiLi, C-LiLi Hhw E-কারান্ত শব্দ ছাড়া বাকি সব শব্দের রূপ অ-কারান্ত শব্দের মতো হত।

সংকেত :

- (a) öÜ; (b) AöÜ; (c) AöÜ; (d) öÜz
- (a) AöÜ; (b) AöÜ; (c) öÜ; (d) öÜz
- (a) öÜ; (b) öÜ; (c) AöÜ; (d) AöÜz
- (a) AöÜ; (b) öÜ; (c) öÜ; (d) AöÜz

2) প্রদত্ত মন্তব্য ও তার সমর্থন যুক্তি দেওয়া হয়েছে। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন-  
মন্তব্য : বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বে লিঙ্গের ব্যবহার খুব বেশি নেই।

যুক্তি : কারন বাংলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে বিশেষ্য রূপভেদ হলেও সর্বনামের রূপভেদ qu eiz

সংকেত :

- j hē J kē cē-C öÜz
- j hē AöÜ, L j kē öÜz
- j hē öÜ, L j kē AöÜz
- j hē J kē cē-C AöÜz

3) যে সমাসকে ব্যাখ্যামূলক বা আশ্রয়মূলক সমাস বলা যায় সেটি হল -

- àhāz
- ā...z
- Amē hēhāqz
- hēhāqz hēhāqz

4) প্রদত্ত মন্তব্য ও তার সমর্থন যুক্তি দেওয়া হয়েছে। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন।

মন্তব্য : বিভক্তি যোগে শব্দ ও ধাতু পদে পরিনত হয়ে বাক্যে যুক্ত হয়।

যুক্তি : কেননা বিভক্তি যোগের পর প্রত্যয় ছাড়া শব্দে আর কিছু যোগ করা যায় না।

সংকেত :

- j hē J kē cē-C AöÜz
- j hē AöÜ, L j kē öÜz
- j hē öÜ, L j kē AöÜz
- j hē J kē cē-C öÜz

102



10) প্রদত্ত দুটি তালিকায় বিদেশী ভাষার নাম ও তার থেকে আগত শব্দটি দেওয়া হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :

**fbj a;ml;**

(a) Blh

(b) glp

(c) hjl

(d) faMS

**aa a;ml;**

(i) Ohe

(ii) Bmljal;

(iii) hji

(iv) gpm

সংকেত :

1. (a) - (iv), (b) - (ii), (c) - (i), (d) - (iii)

2. (a) - (iii), (b) - (i), (c) - (ii), (d) - (iv)

3. (a) - (iv), (b) - (iii), (c) - (i), (d) - (ii)

4. (a) - (iii), (b) - (iv), (c) - (ii), (d) - (i)



teachinns  
Text with Technology



**Answer**

Sl. No	Answer
1.	(3)
2.	(3)
3.	(2)
4.	(4)
5.	(4)
6.	(2)
7.	(3)
8.	(3)
9.	(1)
10.	(3)



teachinns  
Text with Technology

**NET - DEC - 2019**

1) নীচে কয়েকটি শুদ্ধ অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল :

- (a) ইন্দো - ইরানীয় ‘অই’, ‘অউ’ ধ্বনি প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় ‘এ’, ‘ও’ ধ্বনিতে পরিনত হয়।
- (b) \*h<sub>2</sub>CL "Fe<sub>2</sub>i ' n<sub>2</sub>W d<sub>2</sub> পরিবর্তনের ফলে ‘উর্নবাত’ শব্দে রূপান্তরিত হয়।
- (c) বৈদিক ভাষায় স্বরের স্থান পরিবর্তনের ফলে অর্থের পরিবর্তন হত।
- (d) পানিনি কোনো উপভাষাগত পার্থক্যের কথা বলেননি।

প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :

- 1. (a) Hhw (b)
- 2. (a) Hhw (c)
- 3. (b) Hhw (d)
- 4. (c) Hhw (d)

2) মাগধী প্রাকৃতের দুটি শাখা - পশ্চিম ও পূর্বা। নীচে চারটি আধুনিক ভারতীয় ভাষার নাম উল্লেখ করা হল -

- (a) h<sub>2</sub>wm<sub>2</sub>
- (b) \*j<sub>2</sub>dm<sub>2</sub>
- (c) Ap<sub>2</sub>j<sub>2</sub>u<sub>2</sub>
- (d) ভোজপুরী

এগুলির মধ্যে যে দুটি পূর্বা শাখার অন্তর্গত :

- 1. (a) Hhw (b)
- 2. (b) Hhw (a)
- 3. (b) Hhw (d)
- 4. (c) Hhw (d)

3) নীচে কয়েকটি শুদ্ধ অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল -

- (a) ‘মৃগ’ শব্দ উত্তর পশ্চিমায় (শাহরাজগড়ী) হয়েছে মুগো।
- (b) "i h<sub>2</sub>a' n<sub>2</sub> c<sub>2</sub>re - f<sub>2</sub>Q<sub>2</sub>j<sub>2</sub>i' (Ne<sub>2</sub>ll) I<sub>2</sub> i h<sub>2</sub>az
- (c) ‘রাজঃ’, শব্দ ‘প্রাচ্যমধ্যা’য় (কালসী) হয়েছে রঞো।
- (d) অশোক অনুশাসনে প্রাচ্য ও প্রাচ্যমধ্যার ভাষায় কোন মিল নেই।

প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :

- 1. (a) Hhw (d)
- 2. (b) Hhw (c)
- 3. (a) Hhw (b)
- 4. (b) Hhw (d)

4) নীচের বক্তব্যগুলির মধ্যে ভুলটি হল -

- 1. পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলের ভাষা বঙ্গালী উপভাষার অন্তর্গত।
- 2. অঞ্চল ভেদে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় রাঢ়ী ও বাউখালী - উভয় উপভাষাই চলে।
- 3. n<sub>2</sub>q- বা সিলেট অঞ্চলের ভাষা কামরূপী উপভাষার অন্তর্গত।
- 4. ঝাঁকুড়া জেলায় কিছু অংশে রাঢ়ী উপভাষার প্রচলন আছে।

5) ভারতীয় আর্যভাষার 'চ' বর্ণের ধ্বনিগুলির উদ্ভব সম্পর্কে যে খাঁর ভাষা সূত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনি হলেন -

1. Np
2. Np j e
3. কোলিংস
4. বেরনের

6) নীচে কয়েকটি শুদ্ধ অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল -

- (a) 'বায়' শব্দে প্রাচীন তদ্ভব রূপ 'বা'।
- (b) 'বাতাস' শব্দটি এসেছে ফারসী থেকে।
- (c) হাওয়া শব্দটি অস্ট্রিক ভাষা থেকে এসেছে।
- (d) hja nēwI Evp aL i jōz

প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন -

1. (a) Hhw (c)
2. (b) Hhw (d)
3. (c) Hhw (d)
4. (a) Hhw (b)

7) বাংলায় ব্যবহৃত চারটি বিদেশী শব্দ নীচে দেওয়া হল -

- (a) গোলাপ
- (b) cIMiU'
- (c) গোয়েন্দা
- (d) Qq

এর মধ্যে কোন দুটি শব্দ ফারসি থেকে আগত চিহ্নিত করুন

1. (a) Hhw (b)
2. (b) Hhw (c)
3. (c) Hhw (d)
4. (a) Hhw (d)

8) নীচে চারটি স্বরসংগতির উদাহরন দেওয়া হল -

- (a) পূজো > পজো
- (b) দেশি > ঢেঈ
- (c) i #i > ভোলা
- (d) kc# > যোদো

এই চারটির মধ্যে কোন দুটি পরাগত স্বরসংগতির নিদর্শন চিহ্নিত করুন :

1. (a) Hhw (d)
2. (a) Hhw (c)
3. (b) Hhw (d)
4. (c) Hhw (b)

9) নীচের দুটি তালিকায় মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তর থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত এবং তাদের প্রাসঙ্গিক নাম দেওয়া হল -

**fbj a;ml;**

- (a) দেবানং পিয়ো পিয়োদসি রাজা এবং আহ অস্তিজনো উচাবচং মংগলং করোতে
- (b) দেবনং পিয় প্রিয়দশি রয় এবং অহতি জন্যে উচবুচং মংগলং করোতি
- (c) দেবানাং পিয়ো পিয়ো পিয়দসি লাজা হেবং আহা মগেনু পি সে নিগোহানি
- (d) অথা পজায়ে ইছামি হকং কিংতি সবেন হিতসুখেন হিদলোকিক পাললোকিকেন

তালিকা দুটির সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত LI'e :

1. (a) - (iii), (b) - (i), (c) - (iv), (d) - (ii)
2. (a) - (ii), (b) - (iii), (c) - (i), (d) - (iv)
3. (a) - (iv), (b) - (ii), (c) - (iii), (d) - (i)
4. (a) - (i), (b) - (iv), (c) - (ii), (d) - (iii)

**QaM a;ml;**

- (i) EŠI - f00j
- (ii) f00f;
- (iii) c0re - f00j;
- (iv) f00f j d0f;



teachinns  
Text with Technology

**Answer**

Sl.No.	Answer
1.	(2)
2.	(1)
3.	(3)
4.	(1)
5.	(3)
6.	(4)
7.	(1) & (2)
8.	(4)
9.	(1)



teachinns  
Text with Technology